প্রশ্নোত্তরে
গ্রাম পঞ্চায়েত
(প্রথম ভাগ)

গ্রাম পঞ্চায়েত ও তার সংগঠন,
আইন ও নিয়মাবলী এবং সম্পদ সংগ্রহ
ও তার সদ্ব্যবহার

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ

প্রথম প্রকাশ ঃ জানুয়ারি, ২০০৮
দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ জুন, ২০০৮

নির্মাণ ও প্রকাশনা ঃ
গ্রামীণ বিকেন্দ্রীকরণ শাখা
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য গ্রামোন্নয়ন সংস্থা
পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

মুদ্রক ঃ
ডালহৌসী প্রিন্টার্স
২৩/৩এ ক্রিক লেন, কোলকাতা - ৭০০ ০১৪
ফোন ঃ ২২৪৬০৯৩০

ডাঃ সূর্য্যকান্ত মিশ্র
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

মুখবন্ধ

পশ্চিমবঙ্গের বিকেন্দ্রীকৃত গ্রামীণ শাসন ব্যবস্থায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্তর হল গ্রাম পঞ্চায়েত। গ্রামীণ এলাকার সার্বিক উন্নয়ন ও গ্রামের মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন অনেকটাই নির্ভর করে - সুশাসনের প্রতিষ্ঠান হিসাবে গ্রাম পঞ্চায়েত কতটা শক্তিশালী ও স্বনির্ভর হবে তার উপরে। তার জন্য দরকার স্বচ্ছ, দায়বদ্ধ, দক্ষ ও সংবেদনশীল পরিচালন ব্যবস্থা। গ্রাম পঞ্চায়েতকে সুষ্ঠভাবে পরিচালনা করার সময় বিভিন্ন নিয়ম-কানুন, নির্দেশিকা, পরিষেবা সম্পর্কে গ্রাম পঞ্চায়েতের সঙ্গে যুক্ত পদাধিকারী, সদস্য ও আধিকারিকগণ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রশ্নের সম্মুখীন হন যেগুলির উত্তর সহজে হাতের কাছে পাওয়া যায় না। এই রকম দরকারি নানান প্রশ্ন ও উত্তর নিয়ে এই বইটি তিনটি খন্ডে তৈরি করা হয়েছে, যার প্রথম খন্ডে আছে গ্রাম পঞ্চায়েত ও তার সংগঠন, আইন ও নিয়মাবলী, সম্পদ সংগ্রহ ও তার সদ্ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে নানান প্রশ্নের উত্তর, দ্বিতীয় খন্ডে আছে গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে রূপায়িত বিভিন্ন কর্মসূচি ও পরিষেবা বিষয়ক বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর এবং তৃতীয় খন্ডে আছে গ্রাম পঞ্চায়েতের আর্থিক পরিচালন ব্যবস্থা। আশা করি এই বইটি গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্বাচিত সদস্যদের কাজে লাগবে এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের পরিচালন ব্যবস্থাকে আরো শক্তিশালী হতে সহায়তা করবে।

(সূর্য্যকান্ত মিশ্র)

ভূমিকা

পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগের অধীন গ্রামীণ বিকেন্দ্রীকরণ শাখার পক্ষ থেকে ‘প্রশ্নোত্তরে গ্রাম পঞ্চয়েত’ শীর্ষক একটি বই তৈরি করা হয়েছিল এবং পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগের পক্ষ থেকে সেই বইটি দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিল। গ্রাম পঞ্চায়েতের সঙ্গে যুক্ত পদাধিকারী, সদস্য এবং আধিকারিক ও কর্মচারীদের এই বইটি বিশেষ কাজে লেগেছে বলে তাঁরা অভিমত প্রকাশ করেছেন।

ইতিমধ্যে বইটি প্রকাশ করার পরে গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন আইন ও নিয়মাবলী, সম্পদ সংগ্রহ ও তার সদ্ব্যবহার, আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমে রূপায়িত পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ সহ বিভিন্ন বিভাগের বিভিন্ন প্রকল্প ও পরিষেবার রূপরেখা বিষয়ে কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে এবং এ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিভিন্ন বিভাগ থেকে একাধিক আদেশনামাও প্রকাশিত হয়েছে। সেই কারণে এই বইটির দুটি খণ্ডেই কিছু পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা হয়। সেই প্রয়োজনীয়তা অনুসারে গ্রামীণ বিকেন্দ্রীকরণ শাখার সম্পাদনায় দুটি খণ্ডেই কিছু পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করা হয়েছে এবং পাঠকদের সুবিধার কথা বিবেচনা করে নতুন সংস্করণে বইটিকে তিনটি খণ্ডে প্রকাশ করা হল। পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ এবং কল্যাণীর রাজ্য পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন সংস্থার আধিকারিকগণ তাঁদের সুপরামর্শ দিয়ে বইটির পরিবর্ধন ও পরিমার্জনে বিশেষ সহায়তা করেছেন। আশা করি বইটির এই নতুন সংস্করণটি আগের সংস্করণের মতই সকলের বিশেষ কাজে লাগবে।

ডঃ মানবেন্দ্র নাথ রায়
প্রধান সচিব, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

জুন ২০০৮

সূচিপত্র

	বিষয়		পৃষ্ঠা	
১।	পঞ্চায়েত ব্যবস্থার ইতিবৃত্ত ও বিবর্তন	i	-	iv
২।	গ্রাম পঞ্চায়েতের আইন ও বিধি সম্পর্কিত প্রশ্নোত্তর	১	-	৩৬
৩।	উপসমিতির গঠন	৩৭	-	৫৫
৪।	উপসমিতির কাজ	৫৬	-	৮২
৫।	গ্রাম উন্নয়ন সমিতির গঠন ও কাজ	৮৩	-	৯৭
৬।	গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধান	৯৮	-	৯৮
৭।	গ্রাম পঞ্চায়েতের উপবিধি (বাই - ল)	৯৯	-	১০১
৮।	গ্রাম পঞ্চায়েতের সম্পদ সংগ্রহ ও আয়ের উৎস	১০২	-	১০৬
৯।	গ্রাম পঞ্চায়েতের কর, অভিকর, শুল্ক ইত্যাদি আদায়ের ব্যবস্থা	১০৭	-	১০৯
১০।	ঘর-বাড়ি নির্মাণের ক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েতের নিয়ন্ত্রণ	১১০	-	১১৯
১১।	সংযোজনী	i	-	v

পঞ্চায়েত ব্যবস্থার ইতিবৃত্ত ও বিবর্তন

পঞ্চায়েত এই শব্দটিকে সন্ধি ভেঙ্গে পাই, পঞ্চ + আয়ত বা পঞ্চ + আয়েত। পঞ্চায়েত কথাটির অর্থ হলো পাঁচজনের সভা বা শাসন। ভারতে বিভিন্ন যুগে সমাজের পাঁচজনকে নিয়ে সমাজ ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ প্রচলিত ছিল বলে জানা যায়। ভারতের ইতিহাসকে যদি আমরা ৪টি যুগে ভাগ করি তাহলে পাই -

১) প্রাচীন যুগ (বৈদিক যুগ বা তার পরবর্তী সময়কাল খৃষ্টপূর্ব ১৪০০ সন থেকে অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত)

২) মধ্যযুগ নবম শতাব্দী থেকে প্রাক্ বৃটিশ যুগ বা ১৭০৭ সন বা আরো ৫০ বছর পর্যন্ত।

৩) বৃটিশ যুগ ১৭৫৭ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত।

৪) আধুনিক যুগ স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর থেকে আজ পর্যন্ত সময়কাল।

ভারত ইতিহাসের প্রাচীন যুগের ১৪০০ খৃষ্ট-পূর্বাব্দ থেকে আমরা আলোচনা করব। এই সময়কালে রচিত ঋক্‌বেদে আমরা সভা ও সমিতি শব্দ দুটি বেশ কয়েকবার পাই। এ থেকে আমাদের ধারণা হয়েছে যে সমাজের নিয়ন্ত্রণ রাখতে স্বায়ত্ত শাসন ব্যবস্থার প্রাথমিক পদক্ষেপ ঐ সময় থেকেই শুরু হয়। জানা যায় সেকালের অর্ধরাজনৈতিক সংগঠনগুলির অন্যতম 'সভা'র বৈঠকে নারীদের যোগদানে বাধা ছিল না। তবে বৈদিক যুগের শেষদিকে নারীদের 'সভা' বৈঠকে যোগদান করতে দেওয়া হত না। এছাড়া মনু সংহিতায় সমাজে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। পঞ্চজাতির পাঁচজনকে নিয়ে পঞ্চায়েতের কথা বলা হত। আর্যদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এবং আর্য সমাজের বাইরের নিষাদ নামে আর এক জাতি ছিল। এই পঞ্চজনার মিলিত সভাকে পঞ্চায়েতের প্রথম ভাবনা বলা যায়। মান্যগণ্য, মাতব্বর, বয়োবৃদ্ধ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়ে সমাজের শাসন সেই প্রাচীন কাল থেকেই চলে আসছে আমাদের এই দেশ ভারতে। তবে মূল ভাবনায় মিল থাকলেও সেকালের স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা আর বর্তমান স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার গঠন ও কাজের পদ্ধতি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের।

একাদশ থেকে ত্রয়োদশ শতকে দক্ষিণ ভারতে চোল রাজাদের আমলে স্থানীয় প্রশাসন ব্যবস্থা উন্নত ধরনের ছিল। তখনকার গ্রাম পরিষদ হল এখনকার স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনের আগের চেহারা গ্রামে যাদের কিছু নির্দিষ্ট গুণাবলী থাকত তাদের মধ্য থেকে পরিষদ সদস্য নির্বাচন করা হত। গ্রাম পরিষদ কাজ করতো আর্থিক ও হিসাব কমিটি, কর সংক্রান্ত কমিটি, জল সরবরাহ কমিটি এবং সেচ কমিটির মাধ্যমে। পরিষদ জমি সংক্রান্ত বিরোধও মেটাত।

মধ্যযুগে আমরা কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন হিসাবে পাঁচজনের এই সভা সমিতির প্রচলন দেখতে পাই। এই যুগে কৃষক ছাড়া, পঞ্চকারুকা বা পঞ্চকারিগরের কথা জানতে পারি। এরা হলেন সূত্রধর, ধাতুকার, মৃৎশিল্পী, পরামাণিক ও রজক। এই কারিগরদের সমাজে এদের সভা ও শাসন প্রচলিত ছিল। সকলে বসে সিদ্ধান্ত নিতেন। কোনো বিপর্যয় হলে বা জরুরি কোনো প্রয়োজনেও পঞ্চায়েতের মতো সভা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হতো এবং কাজ করা হত। মোগল সাম্রাজ্যের সময়কালে আবুল ফজল সম্রাট আকবরের সভায় একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ছিলেন।

তাঁর আইন-ই-আকবরী বইতে গ্রামীণ এই সভা সমিতির কথা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের কথা উল্লেখ করা আছে। অর্থাৎ স্বায়ত্তশাসন নীচের স্তরে যেভাবে কার্যকরী করা হত তার উল্লেখ পাই। সারা ভারতে গ্রামীণ সমাজের প্রধানদের বিভিন্ন নামে পাওয়া গেছে। উত্তর প্রদেশে প্রধানদের বলা হত মহত্তম, মহারাষ্ট্রে মহত্তর, কর্ণাটকে মহাজন এবং তামিল রাজ্যে এঁদের বলা হত পেরু মাক্কাল। গ্রামীণ বিধান সভা নামে এখনকার পঞ্চায়েতের আদলে স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা চালু ছিল।

১৭৫৭ সালে পলাশীর প্রান্তরে শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌলাকে পরাস্ত করে লর্ড ক্লাইভের নেতৃত্বে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী অধিকার করল আমাদের দেশ বাংলাকে। স্বাধীনতার সূর্য ডুবল। আমাদেব স্বায়ত্তশাসনের উপর ধীরে ধীরে আঘাত এসে পড়্ল এই সময়। সারা ভারতে বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল রাজদন্ড রূপে।

১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইন পাশ করে জমিদারদের অধিকার দেওয়া হল জমির উপর। জমিতে যাদের পা পড়ে না তারাই জমির মালিক হলেন বংশানুক্রমে। যারা রোদে জলে ঘেমে শস্য উৎপাদন করতেন তাদের উৎপাদনের এক দশমাংশ জমিদারদের দিতে হত। জমিদার থাকলেও গ্রামীণ সমাজে পাঁচজন বসে বিভিন্ন সময়ে জরুরি প্রয়োজনে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যবস্থা তখনো চালু ছিল। বেশীরভাগ মাতব্বর শ্রেণীর অভিজ্ঞ গ্রামীণ মানুষ এই সভায় উপস্থিত থাকতেন। গ্রামের আটচালা, নাট মন্দির বা বাঁধানো জায়গায় বসে সিদ্ধান্ত নেওয়া হত। দেখা যাচ্ছে যে যুগে যুগে বর্তমানের পঞ্চায়েতি ব্যবস্থার ধরনে স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা বিভিন্ন রূপে দেখা দিত।

এরপর ইংরেজ সরকারের জঙ্গলের সম্পদ সংগ্রহের উপর নজর পড়ে, যেখানে আদিবাসী সাঁওতাল ইত্যাদি গোষ্ঠীর মানুষ প্রকৃতির কোলে স্বাভাবিক সরল জীবন যাপন করতেন। তাদের উপর অত্যাচার, শোষণ শুরু হয়। তাদেরকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে নানান দমনমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এইসব সম্প্রদায়ের মানুষ বিরক্ত এবং ক্ষুব্ধ হতে থাকেন। এর ফলে ১৮৫৫ সালে সাঁওতাল বিদ্রোহ হয়। নিজেদের শাসন বজায় রাখতে ইংরাজ সরকার বিদ্রোহ দমনে নৃশংস ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

১৮৫৭ সালে সিপাহীদের অসন্তোষের কারণে সিপাহী বিদ্রোহ সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। সারা ভারতে ইংরাজ শাসনে অত্যাচারিত, শোষিত মানুষ বিভিন্ন ভাবে বিদ্রোহ এবং বিপ্লব করার জন্য সংগঠিত হতে থাকে।

অপশাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে ১৮৭০ সালে বঙ্গীয় চৌকিদারী আইন পাশ হল। চৌকিদার ও দফাদার নিয়োগ শুরু হয় গ্রামে গ্রামে। গ্রামীণ স্বায়ত্ত শাসনকে নিজেদের হাতে নিয়ে স্বাস্থ্যবিধান, পানীয় জলের ব্যবস্থা করা, জন্মমৃত্যুর হিসাব রাখা, রাস্তা তৈরি ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ শুরু হয়। কিন্তু আসলে এর পেছনে উদ্দেশ্য ছিল নিজেদের শাসন ব্যবস্থাকে শক্ত করা। গ্রামীণ সভায় কোন বিদ্রোহের গোপন খবর পাওয়ার জন্য এই চৌকিদার ও দফাদারদের কাজে লাগান হোত। ১৮৮৫ সালের স্বায়ত্তশাসন আইনের মাধ্যমে ত্রিস্তরীয় স্থানীয় শাসন ব্যবস্থা ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড, লোকাল বোর্ড এবং ইউনিয়ন কমিটির প্রচলন হয়। এই সংস্থাগুলির প্রতিনিধি মূলত ছিল মনোনীত ব্যক্তিদের নিয়ে। ১৯১৯ সালে বঙ্গীয় গ্রামীণ স্বায়ত্ত-শাসন আইন প্রবর্তন করে চৌকিদারী পঞ্চায়েত গুলিকে ইউনিয়ন বোর্ডের

সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে এই ইউনিয়ন বোর্ডগুলি স্বায়ত্তশাসন সংস্থা হিসাবে কাজ করতে থাকে। কয়েকটি গ্রাম বা এখনকার এক বা একাধিক গ্রাম পঞ্চায়েত নিয়ে এই ইউনিয়ন বোর্ড গঠিত হয়েছিল। মনোনীত মাতব্বর ব্যক্তিদের নিয়ে ইউনিয়ন বোর্ড কাজ করতে থাকে। এদের কাজ হত মূলত চৌকিদার দফাদারদের নিয়ে।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে অর্থাৎ ১৯০৬ সাল নাগাদ সময়ে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ স্বদেশ ও সমাজ বইয়ে তাঁর স্বপ্নের কথা এইভাবে বলেছেন- ''এই - যে বাংলাদেশ, ইহার মৃত্তিকা, ইহার জল, ইহার বায়ু, ইহার আকাশ, ইহার বন, ইহার শষ্যক্ষেত্র লইয়া আমাদিগকে সর্বতোভাবে বেষ্টন করিয়া আছে ... আমরা যেন ভালবাসিয়া তাহার মৃত্তিকাকে উর্বরা করি, তাহার জলকে নির্মল করি, তাহার বায়ুকে নিরাময় করি, তাহার বনস্থলীকে ফল পুষ্পবতী করিয়া তুলি, তাহার নরনারীকে মনুষ্যত্ব লাভে সাহায্য করি।

... দেশের সমস্ত সামর্থ্যকে একত্রে টানিয়া যদি তাহাকে একটা কলেবর দান করিতে না পারি, যদি সেইখান হইতে স্বচেষ্টায় দেশের অন্ন-বস্ত্র স্বাস্থ্য ও শিক্ষার একটা সুবিহিত ব্যবস্থা করিয়া তোলা আমাদের সকল দলের পক্ষেই অসম্ভব হয়, যদি আমাদের কোনো প্রকার কর্মনীতি ও কর্মসংকল্প না থাকে, তবে আজিকার এই আস্ফালন কাল আমাদিগকে নিষ্ফল অবসাদের মধ্যে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিবে''।

বৃটিশ সরকারের অবসান হয়ে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট ভারতে স্বাধীনতার সূর্যোদয় হল এবং সংবিধান রচনা করার ব্যবস্থা হল বি. আর. আম্বেদকরের নেতৃত্বে। দীর্ঘ ২ বছর ধরে গণপরিষদে অনেক আলোচনা হয়। খসড়া সংবিধানে গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন যথোচিত স্থান পায়নি। গান্ধীজীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি মন্তব্য করেছিলেন এটি একটি Omission অবিলম্বে বিষয়টি দেখা দরকার। শেষ পর্যন্ত অনেক আলোচনার পর সংবিধানের ডাইরেক্টিভ প্রিন্সিপ্‌ল্ বা নির্দেশাত্মক নীতির অধ্যায়ে Article 40 - তে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের একক (Unit of self Government) গড়ে তোলার একটি নির্দেশ স্থান পেয়েছে। নির্দেশাত্মক নীতির অধ্যায়ে এই বিষয়টি থাকায় এই বিষয়টিতে অর্থাৎ গ্রামে গ্রামে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের কোনো আইনী বাধ্যবাধকতা রইল না । ১৯৫২ সালে সংবিধান চালু হল এবং পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শুরু হলো সারা দেশে। কিন্তু মানুষের অংশ গ্রহণ সুনিশ্চিত হল না। এছাড়া পরীক্ষামূলকভাবে সমষ্টি উন্নয়নের ব্যবস্থা শুরু করা হল, পরে কেন্দ্রীয় উন্নয়ন ব্যবস্থা চালু হল। এর পর ১৯৫৭ সালের পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইনে ইউনিয়ন বোর্ড বাতিল হয়ে নতুন পঞ্চায়েত ব্যবস্থা - গ্রাম সভা ও অঞ্চল পঞ্চায়েত - চালু হল।

১৯৬৩ সালে পশ্চিমবঙ্গ জেলা পরিষদ আইন চালু হওয়ার ফলে চারটি স্তরের পঞ্চায়েত শুরু হল। চারটি স্তর হলো - জেলা পরিষদ, আঞ্চলিক পরিষদ, অঞ্চল পঞ্চায়েত ও গ্রামসভা। এখনও অনেকে পঞ্চায়েত বলতে ''অঞ্চলে যাচ্ছি'' বলেন।

১৯৭৩ সালে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত গঠনের জন্য আইন হল- জেলা পরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতি এবং গ্রাম পঞ্চায়েত '১৯৭৭ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার চাইল গ্রামে গ্রামে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করে মানুষের উন্নয়নে সচেষ্ট হতে। ১৯৭৮

সালে অশোক মেহতা কমিটি সুপারিশ করেন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি নিয়ে পঞ্চায়েত গঠন করা হোক।

তাঁর সুপারিশ মেনে পশ্চিমবঙ্গে ১৯৭৮ সালের ৪ঠা জুন নব পর্যায়ে রাজনৈতিক দলের প্রতীক নিয়ে নির্বাচন হল এবং ত্রিস্তর পঞ্চায়েত গঠিত হল। প্রথম দিকে সংরক্ষণ করা হয়নি। এজন্য বিশেষ বিধান অনুসরণ করে, মনোনীত সদস্য হিসাবে মহিলা এবং তফসিলি জাতি ও আদিবাসী সদস্য তিনটি স্তরেই গ্রহণ করার ব্যবস্থা হয়।

১৯৮৫ সালে এল.এম. সিংভি কমিটি পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে কার্যকরী করতে সাংবিধানিক স্বীকৃতির সুপারিশ করেন। ১৯৮৯ সালে প্রধান মন্ত্রী রাজীব গান্ধী গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ও অন্যান্যদের নিয়ে পঞ্চায়েত মহাসম্মেলন করলেন। সেখানে তিনি স্বীকার করলেন পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েতী ব্যবস্থা সারা দেশে নজীর সৃষ্টি করেছে। তিনি সব প্রধানদের চিঠি দিলেন। এরপর ১৯৯২ সালে সংবিধান সংশোধন করা হল '৭৩তম ও ৭৪তম সংবিধান সংশোধন অনেকটা পশ্চিমবঙ্গের আদলকে নিয়ে তৈরী হয়েছে। গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসনের উদ্দেশ্যে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা গ্রহণ করে এভাবে রবীন্দ্রনাথ ও গাধীজীর স্বপ্ন, গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসনের সংগঠিত যাত্রা শুরু হল।

পশ্চিমবঙ্গ আইন সংশোধন করে গ্রাম সংসদ সভা বছরে দুবার প্রতি বুথ এলাকায় করার ব্যবস্থা হল। এরপর আরো সংশোধন করে চৌকিদার ও দফাদারদের পদ তুলে দেওয়া হল। গ্রাম পঞ্চায়েতে ৫টি উপসমিতি গঠন এবং গ্রাম সংসদে গ্রামোন্নয়ন কমিটি গঠন হল। এইভাবে গ্রামীণ বিকেন্দ্রীকরণ ব্বস্থা এবং যৌথ নেতৃত্ব গঠনে উদ্যোগ নেওয়া হল। এরফলে পঞ্চয়েতের বিভিন্ন সংস্থার গঠন পদ্ধতিও কার্যক্রমের কিছুটা পরিবর্তন করে আমাদের রাজ্যে তৃতীয় প্রজন্মের পঞ্চায়েত গড়ে উঠলো।

বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে, একদিকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সামাজিক ন্যায় বিচার কে সুনিশ্চিত করতে ও দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী মানুষের উন্নয়ন ঘটানোর সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত করতে আর অন্যদিকে উন্নয়নের প্রতি ক্ষেত্রে মানুষের অংশ গ্রহণ সুনিশ্চিত করতে যে আইনের পরিকাঠামো তৈরি হয়েছে তা সফল করতে আমাদের উদ্যোগ নিতে হবে।

যান্ত্রিকতা নয়, সজীব ও সপ্রাণ পল্লী বাংলা তৈরি করতে কবিগুরুর ভাষায় বলি - ''পল্লীর কাছে আমাদের আত্মোৎসর্গের যে নৈবেদ্য তার মধ্যে শ্রদ্ধার যেন কোন অভাব না থাকে।''

গ্রাম পঞ্চায়েতের আইন ও বিধি সম্পর্কিত প্রশ্নোত্তর

১) পঞ্চায়েত আইনে গ্রাম বলতে কী বোঝায়? (Sec. 3)

উঃ **পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন অনুযায়ী রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে কয়েকটি মৌজা বা কোনো একটি মৌজা অথবা মৌজার অংশ নিয়ে গঠিত এলাকার নাম গ্রাম।**

২) গ্রাম পঞ্চায়েত বলতে কী বুঝি: (Sec. 4)

উঃ **রাজ্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে এক একটি গ্রামের এলাকার ভোটার দ্বারা নির্বাচিত সদস্যদের দ্বারা গঠিত প্রতিষ্ঠানই হল গ্রাম পঞ্চায়েত।**

৩) গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যসংখ্যা কত জন হতে পারে ? (Sec. 4)

উঃ **কমপক্ষে ৫ জন, সর্বাধিক ৩০ জন (পদাধিকার বলে সদস্যরা ছাড়া)।**

৪) কোন কোন ধরণের সদস্য নিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত গঠিত ? [Sec. 4(2a)]

উঃ **ক) প্রত্যক্ষভাবে গ্রাম পঞ্চায়েতে নির্বাচিত সদস্য।**

খ) সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা থেকে নির্বাচিত পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যগণ (সভাপতি ও সহকারী-সভাপতি বাদে) - পদাধিকার বলে।

৫) গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যদের মধ্যে তফসিলি জাতি, আদিবাসী ও মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণ কীভাবে হয় ? [Sec. 4]

উঃ **ক) গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকায় মোট জনসংখ্যার সঙ্গে এলাকার তফসিলি জাতি বা আদিবাসী জনসংখ্যার অনুপাতে আইন ও নিয়মবিধি নির্ধারিত সূত্র বা ফর্মূলা অনুসারে গ্রাম পঞ্চায়েতে তফসিলি জাতি ও আদিবাসী সদস্যের সংখ্যা নিরূপিত হয়। এই নিরূপিত সংখ্যা ও সংরক্ষণযোগ্য আসন হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে যেসব আসন পরবর্তী পরপর তিনটি সাধারণ নির্বাচন পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। এই তিনটি সাধারণ নির্বাচনের প্রতিটিতে সংরক্ষণযোগ্য আসনগুলির মধ্য থেকে নির্ধারিত সূত্র অনুসারে পর্যায়ক্রমে নির্দিষ্ট সংখ্যার আসন সংরক্ষিত হবে।**

খ) একটি গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট আসনের মধ্যে অন্তত পক্ষে এক-তৃতীয়াংশ মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে এবং ঐ গ্রাম পঞ্চায়েতের তফসিলি জাতি ও আদিবাসীদের জন্য সংরক্ষিত মোট আসনের কমপক্ষে এক তৃতীয়াংশ মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত হবে। প্রত্যেক নির্বাচনে নির্দিষ্ট নিয়ম (ফর্মূলা) অনুসারে পর্যায়ক্রমে সংরক্ষণ করা হবে।

৬) পঞ্চায়েত আইন বলতে কী বুঝি ?

উঃ পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন, ১৯৭৩, যেমন বিভিন্ন সময়ে সংশোধন করা হয়েছে।

৭) গ্রাম পঞ্চায়েতে নির্বাচন ক্ষেত্র বলতে কী বোঝায় ? [Sec. 4(3)]

উঃ বর্তমান নিয়মানুযায়ী একটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মধ্যে ভারতের নির্বাচন কমিশন নির্দেশিত যতগুলি বুথ থাকে, প্রত্যেকটি বুথের জন্য নির্দিষ্ট এলাকাকেই সেই গ্রাম পঞ্চায়েতের এক-একটি নির্বাচন ক্ষেত্র বোঝায়।

৮) গ্রাম পঞ্চায়েতের আসন সংখ্যা বলতে কী বোঝায় [Sec. 4(3)]

উঃ নির্বাচকের অর্থাৎ ভোটারের সংখ্যা অনুসারে নির্দিষ্ট নিয়মে গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট সদস্য সংখ্যা যা ঠিক হয় তাই গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট আসন সংখ্যা। এরপর প্রতিটি নির্বাচন ক্ষেত্রের জন্য আসন সংখ্যা ঠিক করা হয়।

৯) গ্রাম পঞ্চায়েতের একটি নির্বাচন ক্ষেত্রের সর্বাধিক কয়টি আসন হতে পারে ?

উঃ ২ (দুই) টি ।

১০) নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ (Prescribed Authority) বলতে কাকে বোঝাবে ?

উঃ পঞ্চায়েত আইনের কোনো একটি ধারার প্রয়োজনে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রজ্ঞাপনের দ্বারা নিযুক্ত কর্তৃপক্ষ কে বোঝাবে।

১১) রাজ্য নির্বাচন কমিশন কী ?

উঃ ভারতীয় সংবিধানের ২৪৩-কে (K) অনুচ্ছেদের নির্দেশ অনুযায়ী বিধিবদ্ধ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য নির্বাচন কমিশন আইন, ১৯৯৪-এর ৩ ধারা অনুসারে গঠিত সংস্থাই হল পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য নির্বাচন কমিশন। প্রত্যেক রাজ্যের জন্য এরকম একটি রাজ্য নির্বাচন কমিশন আছে।

১২) গ্রাম পঞ্চায়েতের সাধারণ নির্বাচন পরিচালনা করেন কোন সংস্থা ?

উঃ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য নির্বাচন কমিশন।

১৩) গ্রাম পঞ্চায়েতের গঠন ক্ষেত্রে প্রজ্ঞাপিত কর্তৃপক্ষ কে ?

উঃ ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক (বি.ডি.ও.)

১৪) কোন তারিখ থেকে গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যকর হয়?

উঃ প্রত্যেক সাধারণ নির্বাচনের পর গ্রাম পঞ্চায়েতের গঠন সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপিত হয়। তারপর কোরাম সহ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রথম অধিবেশনের বা মিটিংএর তারিখ থেকে পুনর্গঠিত গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যকর হয়।

১৫) বডি কর্পোরেট বলতে কী বোঝায় ?

উঃ বিধি অনুযায়ী গঠিত একটি সংস্থা যার ধারাবাহিক উত্তরাধিকার আছে এবং নিজস্ব সাধারণ শীলমোহর আছে, নিজস্ব প্রাতিষ্ঠানিক নাম আছে, মামলায় বাদী বিবাদী দুই হতে পারে।

১৬) গ্রাম পঞ্চায়েত কী বডি কর্পোরেট ?

উঃ হ্যাঁ।

১৭) গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যদের কার্যকাল কত ? [Sec. 7(l)]

উঃ প্রথম অনুষ্ঠিত সাধারণ সভার দিন থেকে পাঁচ (৫) বছর কাল। যে সব সদস্য উপনির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত হন, তাঁদের কার্যকাল নির্বাচনের পর থেকে গ্রাম পঞ্চায়েতের মেয়াদ কাল পর্যন্ত।

১৮) পাঁচবছর অতিক্রান্ত হওয়ার আগে যদি নির্বাচন না হয় অথবা নবনির্বাচিত গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যদের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত না হয় তাহলে কে, কীভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন ?

উঃ রাজ্য সরকার এক আদেশ বলে এক একবারে অনধিক তিনমাসের জন্য কোন কর্তৃপক্ষ বা ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের উপর গ্রাম পঞ্চায়েতের কার্যপরিচালনা করার ক্ষমতা অর্পণ করতে পারেন।

১৯) গ্রাম পঞ্চায়েত কীভাবে গঠিত হয় ? [Sec. 7(2)]

উঃ বিগত পঞ্চায়েত সাধারণ নির্বাচনের পর সদস্যদের যে প্রথম অধিবেশন বা মিটিং হয় সেই তারিখ থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে পঞ্চায়েত সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে।

২০) গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যদের কী কী কারণে অযোগ্যতা রয়েছে মনে করা হয় ? [Sec. 8(a) & (b)]

উঃ ক) যদি একজন সদস্য পৌরসভার সদস্য হন।

খ) যদি কোনো সদস্য কেন্দ্র বা রাজ্য সরকারের কর্মচারী অথবা পঞ্চায়েত সমিতি, জেলা পরিষদ অথবা মহকুমা পরিষদ অথবা কাউন্সিলের কর্মচারী হন।

গ) কোনো সদস্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে স্বয়ং অথবা তার অংশীদার অথবা তার কর্মচারীর মাধ্যমে গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে মুনাফা অর্জন করা যায় এমন কোনো চুক্তির অংশীদার হন সেক্ষেত্রে।

ঘ) কেন্দ্র অথবা রাজ্য সরকার অথবা কোনো স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান অথবা কোন সমবায় প্রতিষ্ঠান অথবা কোন সরকারি কোম্পানি দ্বারা অসৎ আচরণের জন্য কর্মচ্যুত হন এবং কর্মচ্যুতির সময় থেকে ৫ বছর কাল অতিবাহিত না হয়।

ঙ) মানসিক ভারসাম্যহীনতার জন্য আদালত কর্তৃক ঘোষিত ব্যক্তি।

চ) যদি তিনি দেউলিয়া গণ্য হন এবং এই বাবদে দায়মুক্ত না হন।

ছ) যদি তিনি দায়মুক্ত দেউলিয়া হন কিন্তু দেউলিয়া হওয়ার কারণ তার দুর্ভাগ্য এবং কোনো অসৎ আচরণ নয় এই মর্মে আদালত থেকে কোনো শংসাপত্র সংগ্রহ না করে থাকেন।

জ) আদালত গ্রাহ্য কিছু অপরাধের জন্য অথবা নৈতিক আবিলতাদুষ্ট অপরাধের জন্য কমপক্ষে ছয় মাসের সাজা পেয়েছেন এবং তার দণ্ডকাল শেষ হওয়ার পর পাঁচ বছর অতিবাহিত না হয়।

ঝ) যখন তিনি জন প্রতিনিধিত্ব আইন, ১৯৫১ অনুসারে রাজ্য বিধানসভার নির্বাচনে প্রার্থীপদের অনুপযুক্তহন তবে তার বয়স মনোনয়ন পত্র পরীক্ষা করার দিন ২১ বছর পূর্ণ হলেই হবে।

ঞ) যদি তিনি পঞ্চায়েত আইনের ৯ক ধারায় গত দশ বছরের মধ্যে কখনো শাস্তি পেয়ে থাকেন।

ঞ) ক) যদি তিনি নির্বাচনের সময় তফঃ জাতি/আদিবাসী সদস্য না থাকার কারণে মনোনয়নের সময় তিনি যে তফঃ জাতি/আদিবাসীর শংসাপত্র পেশ করেছিলেন সেটি যোগ্য কর্তৃপক্ষ দ্বারা বাতিল হয়েছে এবং ঐ কারণে তাঁর সদস্য পদ খারিজ করা হয়েছে অনধিক ছয় বছর পূর্বে।

ট) যদি তিনি পঞ্চায়েত আইনের ১৮৯ ধারায় গত দশ বছরের মধ্যে কখনও শাস্তি পেয়ে

থাকেন।

ঠ) যদি পঞ্চায়েত আইনের ১৯২ ধারার বিধান মতে গত দশ বছরের মধ্যে কখনো তার উপর সারচার্জ বা চার্জ আরোপ করা হয়ে থাকে।

ড) যদি তিনি গত পাঁচ বছরের মধ্যে কোনো সময় পঞ্চায়েত আইনের ২১৩ ধারার বিধান মতে পদ থেকে অপসারিত হয়ে থাকেন।

২১) কেন্দ্র অথবা রাজ্য সরকার অধিকৃত সংস্থা অথবা কোনো স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান অথবা পাবলিক অথবা গভঃ কোম্পানি অথবা সমবায় প্রতিষ্ঠান অথবা কোনো ব্যাঙ্কিং সংস্থা অথবা কোনো বিশ্ববিদ্যালয় অথবা সরকার অনুমোদিত কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অথবা কোনো সংস্থা যা কেন্দ্র অথবা রাজ্য সরকারের অনুদান, গ্রহণ করে থাকেন এরূপ প্রতিষ্ঠানের কোনো কর্মচারী পঞ্চায়েতের সদস্য হতে পারেন কিনা ? [Sec. 8 (b)]

উঃ হ্যাঁ, পারেন।

২২) গ্রাম পঞ্চায়েতের মুখ্য প্রশাসন কর্তা কে ?

উঃ প্রধান

২৩) প্রধান ছুটিতে থাকলে বা প্রধানের পদটি শূন্য থাকলে গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যনির্বাহী কে ?

উঃ উপ প্রধান

২৪) প্রধান এবং উপপ্রধান কীভাবে নির্বাচিত হন ?

উঃ পঞ্চায়েত সাধারণ নির্বাচনের পর প্রথম সভায় (কোরামসহ) উপস্থিত সরাসরি নির্বাচিত সদস্যরা বিধি অনুসারে একজনকে প্রধান এবং অপর একজনকে উপপ্রধান নির্বাচিত করেন।

২৫) প্রধান কি পূর্ণ সময়ের পদাধিকারী হওয়া প্রয়োজন ?

উঃ ২০০৮ সালের জুন মাস থেকে প্রধানকে পূর্ণ সময়ের পদাধিকারী করার বিধি লাগু করা হয়েছে।

২৬) উপপ্রধানকে কি পূর্ণ সময়ের পদাধিকারী হওয়া প্রয়োজন ?

উঃ না, উপপ্রধানকে পূর্ণ সময়ের পদাধিকারী হওয়ার প্রয়োজন নেই।

২৭) গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রথম সভার আহ্বায়ক কে ?

উঃ নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ ঃ রাজ্য সরকারের প্রজ্ঞাপন অনুসারে বর্তমানে সংশ্লিষ্ট বি.ডি.ও।

২৮) প্রধান ও উপপ্রধানের কার্যকাল কতদিন ? [Sec. 7(l)]

উঃ আইনের কোনও বিধানে অপসারিত না হলে ৫ বছর অর্থাৎ গ্রাম পঞ্চায়েতের কার্যকাল।

২৯) কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে উপপ্রধান প্রধানের দায়িত্ব পালন করেন ?

উঃ ক) প্রধানের অপসারণ বা মৃত্যু

অথবা

খ) ছুটি, অসুস্থতা বা অন্য কোনো কারণে যদি প্রধান সাময়িকভাবে অক্ষম হন।

৩০) উপপ্রধান কতদিন প্রধানের দায়িত্বে থাকবেন ?

উঃ ক) যতদিন না নতুন প্রধান নির্বাচিত হন এবং দায়িত্ব গ্রহণ করেন, অথবা

খ) যতক্ষণ না সাময়িকভাবে অক্ষম প্রধান নিজ কার্যে যোগদান করেন।

৩১) প্রধান এবং উপপ্রধান উভয়ের পদ শূন্য থাকলে বা অস্থায়ীভাবে কাজ করতে অক্ষম হলে, গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজ কে পরিচালনা করবেন ? [Sec. 9 (6)]

উঃ এই ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ এককালীন ৩০ দিনের জন্য একজন প্রধান এবং একজন উপপ্রধান গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্যান্য সদস্যদের মধ্য থেকে নিযুক্ত করতে পারেন, যতদিন না একজন প্রধান বা উপপ্রধান নির্বাচিত হন এবং দায়িত্বভার গ্রহণ করেন বা সাময়িক অনুপস্থিতির পর কাজে যোগদান করেন।

৩২) সাময়িক অনুপস্থিতির জন্য প্রধান বা উপপ্রধান বা অন্য কোনো সদস্য ছুটি পেতে পারেন ? [Sec. 9 (7)]

উঃ হ্যাঁ, তবে কোন ইংরেজী বছরে ৩ মাসের বেশী ছুটি হবেনা। কোন কারণে ৩ মাসের বেশী ছুটির প্রয়োজন হলে (একই ইংরেজী বছরে) গ্রাম পঞ্চায়েত মঞ্জুর করতে পারবে। কিন্তু ৩ মাসের অতিরিক্ত সময়ের ছুটির জন্য কোন পারিশ্রমিক বা সাম্মানিক প্রাপ্য হবে না।

৩৩) নব নির্বাচিত প্রধান কীভাবে গ্রাম পঞ্চায়েতে কার্যভার গ্রহণ করেন ? [Sec. 9 (8)]

উঃ আগের ভারপ্রাপ্ত প্রধান নব নির্বাচিত প্রধানকে সংশ্লিষ্ট ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক কর্তৃক নির্ধারিত স্থান, তারিখ ও সময়ে দায়িত্বভার বুঝিয়ে দেবেন - সমস্ত সম্পদ, নথিপত্র, রেজিস্টার, মোকদ্দমা সংক্রান্ত

নথিপত্র এবং অফিস শীলমোহর সহ যাবতীয় খাতাপত্র ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক অথবা তাঁর প্রতিনিধির উপস্থিতিতে অর্পণ করা হবে। যদি উপরোক্ত দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট প্রধান বা উপপ্রধান পালনে ব্যর্থ হন, সেক্ষেত্রে তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ, যার জন্য তিন বছর পর্যন্ত কারাবাস অথবা দুই হাজার টাকা নগদ জরিমানা অথবা উভয়ই হতে পারে।

৩৪) কোন ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার প্রধান অথবা উপপ্রধানকে পদ থেকে অপসারণ করতে পারেন?

উঃ ক) প্রধান যদি এমন কোনো কাজ, ব্যবসা, বৃত্তি ইত্যাদিতে যদি নিযুক্ত থাকেন যার ফলে তার কাজ করতে বা দায়িত্ব পালনে বাধা সৃষ্টি হতে পারে, তাহলে তাকে তার বক্তব্য জানানোর সুযোগ দিয়ে রাজ্য সরকার তাকে তার পদ থেকে অপসারণ করতে পারে।

খ) আইনের ২১৩ ধারা অনুযায়ী যদি কোনও প্রধান বা উপপ্রধান ইচ্ছাকৃতভাবে আইন অনুযায়ী কাজ না করেন বা আইন অনুযায়ী কাজ করতে আপত্তি জানান, তাহলে তাকে তার বক্তব্য জানানোর সুযোগ দিয়ে রাজ্য সরকার তাকে তার পদ থেকে অপসারণ করতে পারে।

৩৫) গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান, উপপ্রধান অথবা সদস্য কীভাবে পদত্যাগ করতে পারেন ? [Sec. 10 (l)]

উঃ প্রধান উপপ্রধানের কাছে, উপপ্রধান অথবা সদস্য প্রধানের কাছে লিখিত ভাবে পদত্যাগের ইচ্ছা পেশ করতে পারেন এবং ঐ পদত্যাগের জন্য আবেদন পত্রটি প্রধান বা উপ-প্রধানের ক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েতে এবং কোনো সদস্যের ক্ষেত্রে অর্থ ও পরিকল্পনা উপসমিতিতে গৃহীত হওয়ার পর, প্রধান, উপপ্রধান অথবা সদস্যর পদ শূন্য হিসাবে ধরা হবে। পরে ঐ উপসমিতিতে গৃহীত পদত্যাগপত্র গ্রাম পঞ্চায়েতের সভায় পেশ করতে হবে।

উপরোক্ত পদত্যাগ পত্র গৃহীত হওয়ার পর গ্রাম পঞ্চায়েত অবিলম্বে নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানাবে এবং তখন তিনি প্রধান বা উপপ্রধানের ক্ষেত্রে আইনের ১৩ ধারা এবং সদস্যের ক্ষেত্রে ১৪ ধারা অনুযায়ী শূন্যস্থান পূরণের জন্য ব্যবস্থা নেবেন। [Sec. 10]

৩৬) কী কী কারণে গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য অপসারিত হতে পারেন ? [Sec. 11 (l)]

উঃ ক) নির্বাচিত হওয়ার পর যদি তিনি ফৌজদারী মামলায় নৈতিক আবিলতাদুষ্ট অথবা অন্য কোনো আদালত গ্রাহ্য অপরাধের জন্য এবং ৬ মাসের বেশি কারাবাসের শাস্তি যোগ্য অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হন।

অথবা

নির্বাচনের সময় যদি তিনি সদস্যপদের অনুপযুক্ত হয়ে থাকেন।

অথবা

যদি তিনি গ্রাম পঞ্চায়েতের অনুমতি ছাড়া পর পর তিনটি গ্রাম পঞ্চায়েতের সভায় অনুপস্থিত থাকেন

অথবা

যদি তিনি আইনানুগ দেয় কর, টোল, ফি বা অন্য কোনো ধার্য পরিশোধ না করে থাকেন।

অথবা

যদি তিনি নির্বাচিত হওয়ার ৬ মাসের মধ্যে ১৯৭ ধারার বিধান অনুসারে যোগ্য কর্তৃপক্ষের কাছে শপথ বা প্রতিজ্ঞা গ্রহণ না করে থাকেন

অথবা

যদি নির্বাচনের সময় তিনি ভারতের নাগরিক না হয়ে থাকেন এবং সেই কারণে তার নাম ভোটার তালিকা থেকে নির্বাচক নিবন্ধন আধিকারিক বাদ দিয়ে থাকেন।

অথবা

যদি নির্বাচনের সময় তিনি তফসিলি জাতি বা আদিবাসী শ্রেণীভুক্ত না হয়ে থাকেন এবং মনোনয়নের সময় তার দাখিল করা তফসিলি জাতি বা আদিবাসী হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া শংসাপত্র যোগ্য কর্তৃপক্ষ এর মধ্যে বাতিল করে থাকেন।

এসব ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ (প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী মহকুমা শাসক) কারণ দর্শানোর সুযোগ দিয়ে আদেশ জারী করে সদস্যপদ বাতিল করতে পারেন।

৩৭) অপসারিত ব্যক্তি সদস্যপদ বাতিলের বিপক্ষে কোনও কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করতে পারেন কি ? [Sec. 11 (2)]

উঃ হ্যাঁ। সদস্যপদ বাতিলের আদেশের ৩০ দিনের মধ্যে রাজ্য সরকার কর্তৃক নিযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করতে পারেন। উপরোক্ত কর্তৃপক্ষ আবেদন পুনর্বিবেচনা না করা পর্যন্ত সদস্যপদ বাতিল

স্থগিত রাখতে পারেন। আবেদনপত্র বিবেচনা কালে তিনি সদস্যপদ বাতিলের আদেশ সংশোধন, প্রত্যাহার করতে অথবা বহাল রাখতে পারেন। এই আপীলের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গ্রাহ্য হবে। এই বিষয়ে জেলাশাসককে আপীল কর্তৃপক্ষ হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে।

৩৮) আপীল নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট সদস্য গ্রাম পঞ্চায়েতের সভায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন কী ?

উঃ আপীল কর্তৃপক্ষ নিযুক্ত কর্তৃপক্ষের আদেশ স্থগিত রাখলে সংশ্লিষ্ট সদস্য গ্রাম পঞ্চায়েতের সভায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

৩৯) প্রধান ও উপপ্রধানের অপসারণ কীভাবে হয় ? [Sec. 12]

উঃ এই উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত বিশেষ সভায় গ্রাম পঞ্চায়েতে সরাসরি নির্বাচিত বিদ্যমান সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্তক্রমে, যে কোনো সময়ে প্রধান ও উপপ্রধান অপসারিত হতে পারেন। এই সভার নোটিশের কপি নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠাতে হবে। উদাহরণ দিয়ে বল যায় যে কোন গ্রাম পঞ্চায়েতের সরাসরি নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা ৩০ হলে কমপক্ষে ১৬ জন সদস্য যদি অপসারণের পক্ষে ভোট দেন তবেই প্রধান বা উপপ্রধান অপসারিত হবেন। যদি অপসারণ প্রস্তাবের পক্ষে ও বিপক্ষে সমান সংখ্যক ভোট পড়ে তাহলে ঐ পদাধিকারী অপসারিত হবেন না। ভোট হবে প্রকাশ্য ব্যালটের মাধ্যমে কোনো গোপনীয়তা রক্ষা না করে। একটি সভায় একজনের বেশি পদাধিকারীকে অপসারণ করা যাবে না।

৪০) প্রধান অথবা উপপ্রধানের অপসারণের সভায় কে সভাপতিত্ব করবেন ? [Sec. 12 & 16 (2)]

উঃ প্রধান অপসারণের ক্ষেত্রে প্রধান সভাপতিত্ব করতে পারবেন না এবং উপপ্রধান অপসারণের ক্ষেত্রে উপপ্রধান সভাপতিত্ব করতে পারবেন না। এসব ক্ষেত্রে উপপ্রধান বা প্রধান, যখন যেমন প্রযোজ্য হবে, সভাপতিত্ব করতে পারবেন। উপপ্রধানের বা প্রধানের অনুপস্থিতিতে অথবা তাঁদের কারও সভাপতিত্ব করায় অসম্মতি থাকলে উপস্থিত সদস্যরা নিজেদের মধ্য থেকে একজন কে সভার কাজ পরিচালনা করার জন্য সভাপতি নির্বাচন করতে পারেন ।

৪১) প্রধান অথবা উপপ্রধানের অপসারণের জন্য সভা আহ্বানের কোনো সময় সীমা আছে কি ? [Sec. 12]

উঃ কোনো প্রধান অথবা উপপ্রধানের নির্বাচনের তারিখ থেকে ১ বছরের মধ্যে অপসারণ করার জন্য কোনো সভা ডাকা যাবে না। প্রধান অথবা উপপ্রধানের অপসারণের জন্য সভা একবার আহ্বানের পর যদি কোনো কারণে সভা অনুষ্ঠিত না হয় বা অপসারণের জন্য কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছানো না যায় তখন সভার তারিখ থেকে ছয় মাসের মধ্যে সেই পদাধিকারীর (প্রধান অথবা উপপ্রধান) অপসারণের জন্য

কোনো সভা ডাকা যাবে না। তবে সভা আহ্বান সঠিকভাবে না হলে অথবা পদ্ধতিগত ত্রুটি থাকলে পুনরায় নূতনভাবে অপসারণের জন্য সভা ডাকা যাবে।

৪২) প্রধান অথবা উপপ্রধানের অপসারণের জন্য সভার নোটিশ কীভাবে জারি করা হবে ?

উঃ **গ্রাম পঞ্চায়েতের সরাসরি নির্বাচিত মোট সদস্যের এক তৃতীয়াংশ অথবা কমপক্ষে তিন জন সদস্য লিখিতভাবে সংশ্লিষ্ট প্রধানকে তলবী সভা আহ্বানের জন্য নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে প্রতিলিপি সহ আবেদন করবেন। পত্র গ্রহণের পনেরো দিনের মধ্যে সভা করার জন্য সাত দিনের নোটিশ সহ গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যদের সভা আহ্বান করতে হবে।**

৪৩) যদি প্রধান নিজের বা উপপ্রধানের অপসারণের জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতের তলবী সভা আহ্বান না করেন, তাহলে আইনগত ব্যবস্থা কী আছে ? [Sec. 16]

উঃ **এরূপ ক্ষেত্রে আবেদনকারী সদস্যরা প্রধানকে জানানোর দিন থেকে ৩৫ দিনের মধ্যে সভা করার জন্য পূর্ণ ৭ দিনের নোটিশ সহ সভা আহ্বান করতে পারেন। উক্ত সভা আহ্বানের নোটিশ প্রধান, উপ প্রধান, সকল সদস্য এবং নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে দিতে হবে। এই সভা গ্রাম পঞ্চায়েতের কার্যালয়ে হবে এবং তার তারিখ ও সময় তলবী সদস্যরা ঠিক করে দেবেন।**

৪৪) এইরূপ তলবী সভার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষের ভূমিকা কী ? [Sec. 12]

উঃ **নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ একজন পর্যবেক্ষক নিয়োগ করতে পারেন। সভার এক সপ্তাহের মধ্যে সেই পর্যবেক্ষক নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে সভার কার্যবিবরণীর ওপর একটি লিখিত রিপোর্ট তার স্বাক্ষরে পেশ করবেন। এরপর নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। তবে কোনো কারণে যদি পর্যবেক্ষক নাও উপস্থিত থাকেন, তাহলেও কোনো পদ্ধতিগত ত্রুটি না থাকলে তলবী সভা বাতিল হবে না।**

৪৫) সাধারণত প্রধান গ্রাম পঞ্চায়েতের সভা কীভাবে আহ্বান করেন ? [Sec. 16(1)]

উঃ **পূর্ববর্তী সভায় পরবর্তী সভার তারিখ ও সময় ঠিক করতে পারেন। যদি আগের সভায় পরবর্তী সভার তারিখ ও সময় ঠিক না হয় অথবা উক্ত সভা নির্দিষ্ট তারিখ, ও সময়ে অনুষ্ঠিত না হয়, তাহলে প্রধান প্রয়োজনমত দিন ও সময় নির্ধারণ করে নোটিশ দিয়ে সভা ডাকতে পারেন।**

৪৬) গ্রাম পঞ্চায়েতের সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার জন্য সর্বনিম্ন কতজন সদস্যর উপস্থিতি প্রয়োজন ? [Sec. 16(3)]

উঃ **মোট সদস্যর এক তৃতীয়াংশ, কিন্তু সর্বনিম্ন তিনজন।**

৪৭) গ্রাম পঞ্চায়েতের কোন সভায় কোরামের প্রয়োজন হয় না ?

উঃ **মুলতুবী সভা।**

৪৮) গ্রাম পঞ্চায়েতের বাজেট কোন সভায় অমুমোদিত হয় ?

উঃ **বাজেট অনুমোদনের জন্য একটি বিশেষ সভা গ্রাম পঞ্চায়েত আহ্বান করবে এবং বাজেট অনুমোদনের জন্য মোট সদস্য সংখ্যার কমপক্ষে অর্ধেকের উপস্থিতি প্রয়োজন।**

৪৯) গ্রাম পঞ্চায়েতের সভায় সিদ্ধান্তগুলি কীভাবে গৃহীত হয় ?

উঃ **সভায় উপস্থিত সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠের সম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।**

৫০) কাস্টিং ভোট কী ?

উঃ **গ্রাম পঞ্চায়েতের সভায় কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ভোটাভুটি হলে যদি উভয়পক্ষে সমান ভোট পড়ে সেক্ষেত্রে সভায় যিনি সভাপতিত্ব করেন তিনি নিজের ভোট ছাড়াও দ্বিতীয় একটি ভোট দিতে পারেন, যাতে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়। তাকে বলে কাস্টিং ভোট।**

৫১) কোন ক্ষেত্রে সভাপতি কাস্টিং ভোট দিতে পারেন না ?

উঃ **প্রধান অথবা উপপ্রধানের অপসারণের জন্য অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতি কাস্টিং ভোট দিতে পারেন না।**

৫২) গ্রাম সংসদ কী ? [Sec. 16 (A) (1)]

উঃ **গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত প্রতিটি নির্বাচনক্ষেত্রের সংশ্লিষ্ট ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ভোটারদের নিয়ে এক একটি গ্রাম সংসদ গঠিত হয়। গ্রাম পঞ্চায়েতের এক একটি নির্বাচনক্ষেত্রের অন্তর্গত ভোটাররাই হচ্ছেন সংশ্লিষ্ট গ্রাম সংসদের সদস্য।**

৫৩) গ্রাম সংসদের সভা বছরে কতবার ডাকা যায় ? [Sec. 16(A)(2)]

উঃ **বছরে দুবার গ্রাম সংসদের সভা করা আইন অনুসারে আবশ্যিক। স্বাভাবিকভাবে মে মাসে এবং নভেম্বর মাসে ডাকা হয়। মে মাসের সভাটিকে বার্ষিক সভা ও নভেম্বরের সভাটিকে ষাণ্মাসিক সভা বলা হয়। সভার স্থান, তারিখ ও সময় গ্রাম পঞ্চায়েতের সভায় ঠিক হয়।**

৫৪) অন্য কোনো সময়ে কি সংসদ মিটিং ডাকা যায়? [Sec. 16(A)(2)]

উঃ হ্যাঁ। বার্ষিক ও ষাণ্মাসিক সংসদ সভা ছাড়াও কোনো জরুরি কাজে বা রাজ্য সরকারের নির্দেশে বিশেষ সংসদ সভা গ্রাম পঞ্চায়েত ডাকতে পারে। ঐ সভা যতবার প্রয়োজন ডাকা যায়, কোনো নির্দিষ্ট বা সর্বোচ্চ সংখ্যা নেই।

৫৫) গ্রাম সংসদের সভা কীভাবে ডাকা হয় ? ঐ সভা কোথায় অনুষ্ঠিত হবে।

উঃ গ্রাম পঞ্চায়েতের সভায় গ্রাম সংসদ সভার তারিখ, সময় স্থান ও আলোচনার বিষয়বস্তু ঠিক করা হয়। গ্রাম সংসদ সভার তারিখের কমপক্ষে সাত দিন আগে গ্রাম সংসদের সভার নোটিশ গ্রাম পঞ্চায়েতের অফিসে টাঙিয়ে দিতে হয়।

ঐ সভা ঐ গ্রামসংসদ এলাকার মধ্যে যেকোনো সুবিধাজনক স্থানে অনুষ্ঠিত হবে।

৫৬) গ্রাম সংসদের সভার প্রচার কীভাবে করা হয় ?

উঃ গ্রাম সংসদের সভার নোটিশ গ্রাম পঞ্চায়েতের অফিস সহ ঐ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বিভিন্ন স্থান যেখানে লোকসমাগম হয়, সেই সব স্থানে টাঙিয়ে দিতে হয়। এছাড়া ঢোল পিটিয়ে, মাইকে প্রচার করে, লিফলেট বিলি করে এবং এলাকার সকল ভোটারের বাড়ি বাড়ি গিয়ে আমন্ত্রণ করে গ্রাম সংসদের সভার ব্যাপক প্রচার করতে হয়।

৫৭) গ্রাম সংসদের সভায় সভাপতিত্ব কে করেন ? [Sec. 16(A)(4)]

উঃ গ্রাম সংসদের সভায় সভাপতিত্ব সাধারণভাবে গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানকেই করতে হয়। যদি কোনো কারণে প্রধান অনুপস্থিত থাকেন তাহলে সেক্ষেত্রে উপপ্রধান সভার সভাপতিত্ব করেন। যদি দুজনের কেউই কোনো কারণে উপস্থিত না থাকেন তাহলে সংশ্লিষ্ট গ্রাম সংসদের সদস্য সভাপতি হবেন। যদি কোনো সংসদ এলাকা থেকে দুজন সদস্য নির্বাচিত থাকেন, তাহলে দুজনের মধ্যে যিনি বয়সে বড়, তিনি সভায় সভাপতিত্ব করবেন এবং অপর সদস্য সংসদের সদস্য হিসাবে সভায় অবশ্যই উপস্থিত থাকবেন। যদি উপরোক্ত ব্যক্তিদের কেউই উপস্থিত না থাকেন তাহলে গ্রাম পঞ্চায়েতের যেকোনো সদস্য সভা পরিচালনা করবেন।

৫৮) গ্রাম সংসদ সভার পরিচালনার জন্য ন্যূনতম সদস্য সংখ্যা কত হওয়া প্রয়োজন (কোরাম) ? [Sec. 16(A)(4A)]

মোট সদস্য সংখ্যার শতকরা ১০ জন (এক দশমাংশ)

৫৯) গ্রাম সংসদ সভার কোরাম না হলে কীরূপ বিধিনির্দেশ আছে ? [Sec. 16(A)(4A)]

উঃ কোন গ্রাম সংসদ সভায় ন্যূনতম সদস্য সংখ্যা (কোরাম) উপস্থিত না হলে সভা মুলতবী হয়ে যাবে। উক্ত মুলতবী সভা পরবর্তী সপ্তম দিনে একই স্থান ও একই সময়ে অনুষ্ঠিত হবে এবং উক্ত সভায় ন্যূনতম উপস্থিতি হতে হবে মোট সদস্য সংখ্যার শতকরা ৫ জন (একের কুড়ি অংশ)।

৬০) গ্রাম সংসদ সভার কার্যবিবরণী কীভাবে লেখা হয় ? [Sec. 16(A)(5)]

উঃ সভায় উপস্থিত গ্রাম পঞ্চায়েতের কোনো কর্মচারী অথবা তাঁর অনুপস্থিতিতে গ্রাম পঞ্চায়েতের কোনো সদস্য সভার সভাপতির নির্দেশমত উপস্থিত সদস্যের হাজিরা এবং কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধ করবেন। সভার কার্যবিবরণী সভায় পাঠ করে শোনানোর পরে সভাপতি তাতে স্বাক্ষর করবেন ও সভার সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

৬১) গ্রাম সংসদের সভায় কী কী বিষয় আলোচনা হতে পারে? [Sec. 16(A)(6)]

উঃ (ক) সংসদ এলাকাধীন অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রকল্পগুলির চিহ্নিতকরণ বা সে সম্পর্কে নীতি নির্ধারণ এবং অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিন্যাস।

(খ) বিভিন্ন দারিদ্র দূরীকরণ কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত উপভোক্তাদের বাছাই করা সম্পর্কে নীতি নির্ধারণ এবং অগ্রাধিকার ভিত্তিতে তালিকা তৈরি করা।

(গ) গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গঠন (গ্রাম সংসদের একটি বিশেষ সভায় গঠন করতে হবে)

(ঘ) সমষ্টি কল্যাণ কর্মসূচি, বয়স্ক শিক্ষা, পরিবার কল্যাণ ও শিশু কল্যাণ ইত্যাদি সমাজ কল্যাণমূলক কর্মসূচিগুলিতে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করা।

(ঙ) ধর্ম, বিশ্বাস, জাতি অথবা সম্প্রদায় নির্বিশেষে সম্প্রীতি ও সংহতির প্রসার ঘটানো।

(চ) গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অথবা কোনো সদস্যর দ্বারা কোনো গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি যথাযথ গণসংযোগ ছাড়াই রূপায়িত হয়েছে বলে মনে করলে সে বিষয়ে সংসদের অসন্তোষ লিপিবদ্ধ করা।

(ছ) পরবর্তী ৫ বছরের জন্য এলাকার আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও সেই সঙ্গে গ্রামের দরিদ্রতর মানুষদের

কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে সহভাগী পদ্ধতিতে একটি আগাম পরিকল্পনা রচনা করার জন্য কার্যকর আলোচনা এবং বাস্তব অবস্থা বিচার করে প্রয়োজন ভিত্তিক কাজের ক্ষেত্র, ক্ষেত্রগুলির অগ্রাধিকার ও ক্ষেত্র অনুযায়ী কাজগুলিকে চিহ্নিত করা।

(জ) গ্রাম সংসদ এলাকার আগামী ৫ বছরের সম্ভাব্য চাহিদার ভিত্তিতে পরের এক বছর যেসব কাজ করা সম্ভব ও প্রয়োজন সেগুলিকে নিয়ে গ্রাম সংসদের নভেম্বর মাসের ষান্মাসিক সভায় পরবর্তী আর্থিক বছরের বার্ষিক পরিকল্পনা করা এবং কাজের অগ্রাধিকার তালিকা প্রস্তুত করা।

ঝ) গ্রাম সংসদের নভেম্বর মাসের ষাণ্মাসিক সভায় পরবর্তী আর্থিক বছরের বাজেট সম্পর্কে সংসদের সদস্যদের মতামত নেওয়া। এছাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের সর্বশেষ অডিট রিপোর্ট পাঠ ও বিবেচনা করতে হবে।

ঞ) মে মাসে গ্রাম সংসদের বাৎসরিক সভায় গ্রাম পঞ্চায়েতের বিগত বছরের সংশোধিত বাজেট, বিগত এক বছরের হিসাব এবং বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের তালিকা এবং বিগত বছরে কী কাজ হয়েছে এবং চলতি বছরে কী কাজ হবে সেই সংক্রান্ত আলোচনা হবে।

ট) গ্রামসংসদের যান্মাসিক ও বার্ষিক সভায় গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে পাঠানো খেলাপি করদাতাদের তালিকা সম্পর্কে আলোচনা করে গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সাহায্যে আদায়ের ব্যবস্থার জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়া।

৬২) গ্রাম সভা গঠন কী ভাবে হয় ? [Sec. 16(B)(1)]

উঃ **গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সব ভোটার তালিকায় যে সকল ভোটারের নাম আছে তাদের নিয়ে গ্রাম সভা গঠিত হয়।**

৬৩) গ্রাম সভার সাধারণ সভা কখন ডাকা হয় ?

উঃ **নভেম্বর মাসে একটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার অন্তর্গত সকল গ্রাম সংসদের যান্মাসিক সভা হওয়ার পরে ডিসেম্বর মাসে সেই গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট গ্রাম সভার সাধারণ সভা হয়।**

৬৪) গ্রাম সভার সভা কে আহ্বান করেন ?

উঃ **গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষে প্রধান।**

৬৫) গ্রাম সভার নোটিশ কীভাবে জারি করা হয়? [Sec. 16(B)(4)]

উঃ গ্রাম পঞ্চায়েতের সভায় গ্রাম সভার তারিখ, সময়, স্থান ও আলোচনার বিষয়বস্তু ঠিক করা হয়। গ্রামসভার সভার তারিখের কমপক্ষে সাত দিন আগে উক্ত সভার নোটিশ গ্রাম পঞ্চায়েতের অফিসে টাঙিয়ে দিতে হয়।

৬৬) গ্রামসভার সভার প্রচার কীভাবে করা হয় ?

উঃ গ্রাম সভার সভার নোটিশ গ্রাম পঞ্চায়েতের অফিসসহ ঐ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থান যেখানে লোকসমাগম হয়, সেই সব স্থানে টাঙিয়ে দিতে হয়। এছাড়া ঢোল পিটিয়ে, মাইক প্রচার করে, লিফলেট বিলি করে এবং এলাকার সকল ভোটারের বাড়ি বাড়ি গিয়ে আমন্ত্রণ করে গ্রাম সভার ব্যাপক প্রচার করতে হয়।

৬৭) গ্রাম সভার কাজ কে পরিচালনা করেন ?

উঃ সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান, প্রধানের অনুপস্থিতিতে উপপ্রধান।

৬৮) গ্রাম সভার আলোচ্য বিষয়গুলি কী কী ? [Sec. 16(B)]

ক) গ্রাম সংসদের আলোচ্যসূচিগুলি সবই গ্রামসভার আলোচ্যসূচিতে থাকবে। গ্রাম সংসদের এক্তিয়ারভুক্ত সমস্ত বিষয়গুলি গ্রাম সভায় আলোচনা করা হবে এবং গ্রাম সভা মতামত দিতে পারবে। [Sec. 16(B)(7)][Sec. 17(A)]

খ) গ্রাম পঞ্চায়েতের এক্তিয়ারভুক্ত সমস্ত বিষয়গুলি গ্রাম সভায় আলোচনা করা হবে এবং যে সমস্ত বিষয়ে সিদ্ধান্তগুলি গৃহীত হবে সেগুলি বিবেচনার জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতে পাঠাতে হবে। [Sec. 16(B)(6)]

গ) গ্রাম সভার সভায় গ্রাম পঞ্চায়েতের আগামী বছরের বাজেট, বার্ষিক পরিকল্পনা, সর্বশেষ অডিট রিপোর্ট এবং বিগত বছরের আয়, ব্যয় ও কাজের হিসাব, বিভিন্ন প্রকল্পে সুফলভোগীদের তালিকা অবশ্যই পেশ করতে হবে। গ্রাম পঞ্চায়েতের বাজেট সম্বন্ধে পঞ্চায়েত এবং গ্রাম সংসদগুলি এবং অন্যন্য মতামত আলোচনার জন্য পেশ করতে হবে। এই সব বিষয়ে গ্রামসভা যে সব মতামত গ্রহণ করবে তা রেজলিউশনে লিখে রাখতে হবে।

৬৯) গ্রাম সভার কাজ শুরু হওয়ার জন্য ন্যূনতম কতজন সদস্যর উপস্থিত থাকা দরকার ? [Sec. 16(B)(3)]

উঃ গ্রাম সভার মোট সদস্যর একের কুড়ি অংশ। কিন্তু মুলতবী সভার কোনো কোরামের প্রয়োজন নেই। মুলতবী সভা সাত দিন পরে একই স্থানে ও একই সময়ে অনুষ্ঠিত হবে।

৭০) গ্রাম সংসদ ও গ্রাম সভার আইনানুগ অনুষ্ঠান করার জন্য অথবা এই মর্মে সরকারি আদেশ পালন না করার জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত-এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কী বিধি আছে ?

উঃ গ্রাম পঞ্চায়েত যদি গ্রাম সংসদগুলির ষাণ্মাসিক ও বার্ষিক সভা না করেন বা গ্রাম সভার সভা না করেন এবং তার জন্য প্রধান ও উপপ্রধান দায়ী হন তাহলে পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইনের ২১৩ ধারা মতে রাজ্য সরকার দায়ী প্রধান বা উপ প্রধানকে তার পদ থেকে অপসারণ করতে পারেন। যদি উক্ত সভা না করার জন্য সমগ্র গ্রাম পঞ্চায়েত বা গ্রাম পঞ্চায়েতের এক বা একাধিক সদস্য দায়ী হন, সেক্ষেত্রে রাজ্য সরকার পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইনের ২১৪ ধারা মতে সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতকে বা দায়ী সদস্যগণের সদস্যপদ বাতিল করতে পারেন।

৭১) গ্রাম পঞ্চায়েতের সিদ্ধান্ত গ্রহণে গ্রাম সংসদ ও গ্রাম সভার ভূমিকা কী ? [Sec. 16(A)(B)& 18 & 17A(3)]

উঃ গ্রাম সংসদ ও গ্রাম সভার সিদ্ধান্তগুলি গ্রাম পঞ্চায়েতকে বিবেচনা করতে হবে। গ্রাম সংসদের সভায় উপভোক্তাদের অগ্রাধিকার অথবা প্রকল্পগুলির অগ্রাধিকার যেভাবে করা হবে গ্রাম পঞ্চায়েত তার পরিবর্তন করতে পারবে না। যদি আইনানুসারে ঐ অগ্রাধিকার তালিকায় সুপারিশ মেনে চলা সম্ভব না হয় তাহলে গ্রাম পঞ্চায়েত সভায় সিদ্ধান্ত নিয়ে কোন কারণে গ্রহণযোগ্য নয় তা লিপিবদ্ধ করবে এবং গ্রাম সংসদের পরবর্তী সভায় ঐ সিদ্ধান্ত পেশ করবে। বার্ষিক পরিকল্পনা তৈরীর জন্য গ্রাম সংসদ যে সব সুপারিশ করবে সেগুলি একত্র করে গ্রহণ করার জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত গ্রাম সভার মিটিংএ পেশ করবে। পরিবর্তিত পরিকল্পনাটি ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে বিশেষভাবে আহুত সভায় সিদ্ধান্ত নিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত গ্রহণ করবে এবং জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে পঞ্চায়েত সমিতির নির্বাহী আধিকারিকের কাছে জমা দেবে।

৭২) গ্রাম সংসদ ও গ্রাম সভার মিটিংএ গৃহীত সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করার সঙ্গে অডিট রিপোর্টে গুরুতর অসঙ্গতি থাকার কী সম্পর্ক আছে?

উঃ গ্রাম সংসদ ও গ্রাম সভার মিটিংএ নির্দিষ্ট বিষয়গুলি আলোচনা না হলে বা মিটিংএর সিদ্ধান্ত গ্রাম পঞ্চায়েত যথাযথ ভাবে বিবেচনা না করলে তাকে অডিট রিপোর্টে অর্থের আদায় ও খরচের ক্ষেত্রে

গুরুতর অনিয়ম বা অসঙ্গতি দেখা গেলে যেধরণের অন্যায্যতা বা অনিয়ম বলে ধরা হয় তেমনই অন্যায্যতা বা অনিয়ম বলে গণ্য করা হবে। ধারা [১৭ক(৪), ১৯০(২)(খ)]

৭৩) গ্রাম পঞ্চায়েতে কী কী ধরনের মিটিং ডাকতে পারে ?

উঃ **সাধারণ সভা, বিশেষ সাধারণ সভা, মূলতুবী সভা, জরুরী সভা ও তলবী সভা।**

৭৪) গ্রাম পঞ্চায়েতের সাধারণ সভা কে কীভাবে ডাকেন? [Sec. 16]

উঃ **প্রধান ও তাঁর অনুপস্থিতিতে উপপ্রধানের নির্দেশক্রমে সচিব, নির্বাহী সহায়কের পরামর্শক্রমে সভার আলোচ্যসূচি প্রস্তুত করবেন এবং তা প্রধান অথবা উপপ্রধান প্রতিস্বাক্ষর করবেন। তারপর সচিবের স্বাক্ষরে নোটিশ জারী হবে।**

৭৫) গ্রাম পঞ্চায়েতের সাধারণ সভা কতদিন অন্তর আহ্বান করতে হবে এবং কোথায় সভার কার্য করতে হবে ? [Sec. 16]

উঃ **প্রতি মাসে অন্তত একবার গ্রাম পঞ্চায়েত কার্য্যলয়ে।**

৭৬) সাধারণ সভার নোটিশ কতদিন আগে পাঠাতে হবে ? [Sec. 16 Rule 5(1)]

উঃ **সাতদিন আগে প্রতিটি সদস্যের নিকট নোটিশ পাঠাতে হবে ১ নং ফরম মোতাবেক।**

৭৭) গ্রাম পঞ্চায়েত সভায় কে সভাপতিত্ব করবেন ? [Sec. 16]

উঃ **প্রধান অথবা প্রধানের অনুপস্থিতিতে উপপ্রধান। প্রধান ও উপপ্রধান উভয়ের অনুপস্থিতিতে উপস্থিত সদস্যগণের মধ্যে থেকে তাদের দ্বারা নির্বাচিত একজন সদস্য।**

৭৮) গ্রাম পঞ্চায়েতের কোন সভায় প্রধান ও উপপ্রধান সভাপতিত্ব করতে পারবেন না। ? [Sec. 12]

উঃ **যে সভায় যাঁর অপসারণের বিষয় আলোচনা করা হবে সে সভায় তিনি সভাপতিত্ব করতে পারবেন না।**

৭৯) কোন সাধারণ সভার নোটিশ প্রধান/উপপ্রধান স্বাক্ষর করেন ?

উঃ **তলবী সভার নোটিশ [১(খ) ফরম মোতাবেক)] প্রধান স্বাক্ষর করেন। তবে প্রধানের লিখিত নির্দেশক্রমে সচিব নোটিশে স্বাক্ষর করতে পারেন। (Rule - 5)**

৮০) জরুরি সভার নোটিশ কতদিন পূর্বে জারি করতে হয় ?

উঃ জরুরি সভার নোটিশ তিনদিন পূর্বে ১-ক ফরমে গ্রাম পঞ্চায়েত-এর প্রত্যেক সদস্যের নিকট পাঠাতে হবে। জরুরী সভায় একটির বেশী আলোচনার বিষয় থাকবে না। (sec. 176 Rule - 5)

৮১) কোন সভার তারিখ, সময় ও স্থান প্রধান বা উপপ্রধান নির্ধারণ করেন না ? [Sec. 16(1)]

উঃ নবগঠিত গ্রাম পঞ্চায়েত এর প্রথম সাধারণ সভার স্থান, সময় ও তারিখ নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ করেন। মধ্যবর্তী সময়ে প্রধান বা উপপ্রধানের পদ শূন্য হলে সেই পদ পূরণের জন্যও নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ সভার স্থান, তারিখ ও সময় নির্ধারণ করে সভার নোটিশ দেন।

৮২) তলবী সভা অনুষ্ঠানের পদ্ধতি কী ? [Sec. 16(B)(1)]

উঃ মোট সদস্যের এক তৃতীয়াংশ অথবা ন্যূনতম তিন জন সদস্য কোন নির্দিষ্ট ব্যাপারে আলোচনাও এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের উদ্দেশ্যে যদি প্রধানকে লিখিতভাবে সভা ডাকার জন্য অনুরোধ করেন তাহলে এই অনুরোধ পাবার ১৫ দিনের মধ্যে তলবী সভা ডাকবে সভার দিন ও সময় স্থির করে প্রত্যেক সদস্যকে ধার্য দিনের অন্তত সাত দিন আগে সভার নোটিশ পাঠাতে হবে এবং নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ হিসাবে বি.ডি.ও কে নোটিশের কপি পাঠাতে হবে। যদি প্রধান ঠিকমতো নোটিশ দিয়ে ১৫ দিনের মধ্যে সভা না করেন, তাহলে প্রধানের প্রথম পত্র পাওয়ার ৩৫ দিনের মধ্যে তলবকারী সদস্যগণ যৌথভাবে পরিষ্কার সাত দিনের নোটিশে দিন ও সময় স্থির করে তলবী সভার নোটিশ দেবেন। তলবী সভা গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে অনুষ্ঠিত হবে। এই সভার যৌথ নোটিশ (ফরম ১গ) প্রধান এবং সকল সদস্যকে দিতে হবে এবং নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট বি.ডি.ও.কে জানাতে হবে। (Rule - 5)

৮৩) নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ বি.ডি.ও তলবী সভার নোটিশ পাওয়ার পর কী করবেন। ? [Sec. 16]

উঃ তলবী সভার নোটিশ পাওয়ার পর তিনি একজন পর্যবেক্ষক পাঠাতে পারেন এবং পর্যবেক্ষক নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট সভার ১ সপ্তাহের মধ্যে লিখিত রিপোর্ট জমা দেবেন। নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ সভার পর্যবেক্ষকের লিখিত রিপোর্টের ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। উল্লেখ করা যায় যে পর্যবেক্ষক সভার কোনো আলোচনায় অংশগ্রহণ করবেন না। অবশ্য, সভার সকলে একমত হয়ে যদি কোনো আইন সংক্রান্ত বিষয়ে তার মতামত চান, তাহলে সংশ্লিষ্ট আইন সম্বন্ধে তার মতামত সভাকে জানিয়ে দিতে পারেন।

৮৪) পর্যবেক্ষক কোনো কারণে তলবী সভায় উপস্থিত না হলে সভা কি বাতিল হবে ?

উঃ না।

৮৫) গ্রাম পঞ্চায়েতের একাধিক পদাধিকারীকে অপসারণের জন্য আলোচ্যসূচি দিয়ে কি একটি নোটিশ দেওয়া যায়? [Rule - 5(4)]

উঃ না।

৮৬) একই দিনে গ্রাম পঞ্চায়েত এর কয়টি সাধারণ সভা ডাকা যেতে পারে ? [Rule - 5(5)] ?

উঃ **একটির বেশি নয়। যদি দুটি সভার নোটিশ দেওয়া হয়ে থাকে তবে যে সভার নোটিশ প্রথম দেওয়া হয়েছে সেটা বৈধ হবে।**

৮৭) বিশেষ সাধারণ সভা কী ? [Sec. 16]

উঃ **নির্দিষ্ট কোনো বিষয় বস্তুর উপর আলোচনা করে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার উদ্দেশ্যে যে সাধারণ সভা ডাকা হয় তাকে বিশেষ সাধারণ সভা বলা হয়, অর্থাৎ বিশেষভাবে আহুত এই সভায় একটির বেশি আলোচ্যসুচি রাখা যাবে না।**

৮৮) গ্রাম পঞ্চায়েত বাজেট অনুমোদিত হয় কোন সভায় ? [Sec. 48(2)(d)]

উঃ **বিশেষ সাধারণ সভায়।**

৮৯) মুলতুবী সভা কী ?

উঃ **সাধারণ সভার নির্ধারিত সময়ের ১ ঘন্টা পরেও নির্দিষ্ট সংখ্যক (কোরাম) সদস্যের অনুপস্থিতি জনিত কারণে সভা শুরু করা না গেলে আইনানুগভাবে পরবর্তী সময়ে যে সভা অনুষ্ঠিত হয়, সেই সভাকে বলা হয় মুলতুবী সভা।**

৯০) মুলতুবী সভার জন্য কোনো নোটিশ জারী করার প্রয়োজন আছে কী ?

উঃ **হ্যাঁ। প্রধান অথবা উপপ্রধানকে ৩নং ফরম অনুযায়ী তারিখ ও সময় উল্লেখসহ পুনরায় সাত দিনের নোটিশ সকল সদস্যের নিকট পাঠাতে হবে।**

৯১) মুলতুবী সভা অনুষ্ঠানের জন্য কী কোরামের প্রয়োজন ? (Rule - 8)

উঃ **না। তবে বাজেট অনুমোদনের জন্য মুলতুবী সভায় কোরাম প্রয়োজন একই হারে অর্থাৎ কমপক্ষে ৫০% সদস্যর উপস্থিতি।**

৯২) মুলতুবী সভায় আলোচনার জন্য মূল সভার (অরিজিনাল মিটিং) নির্ধারিত আলোচ্যসূচি পরিবর্তন করা যাবে কি ? (Rule - 8)

উঃ না।

৯৩) কোনো গ্রাম পঞ্চায়েত এর সদস্যকে সভার নোটিশ নিয়মানুযায়ী জারী করা না হলে তার ফলাফল কী ?

উঃ **সেই সভার কার্য স্থগিত রাখা হবে। প্রধান অথবা উপপ্রধান পুনরায় তারিখ ও সময় নির্ধারণ করে ৩ নং ফরমে সাতদিনের নোটিশে গ্রাম পঞ্চায়েতের সভা ডাকবেন।** (Rule - 7)

৯৪) কোন কোন মুলতুবী সভার নোটিশ পুনরায় জারী করা হয় না ?

উঃ **গ্রাম সংসদ এবং গ্রামসভার মুলতুবী সভার জন্য পুনরায় নোটিশ দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। সাতদিনের মাথায় নির্দিষ্ট স্থান ও সময়ে মুলতুবী সভাগুলি অনুষ্ঠিত হয়।**

৯৫) নোটিশ কীভাবে সদস্যদের উপর জারী করা হয় [(Rule 6 (1)] ?

উঃ **গ্রাম পঞ্চায়েতের সভার নোটিশ সচিব এর উদ্যোগে বাহক** (messenger) **দ্বারা সদস্যদের উপর জারী করা হয়। কোনো সদস্যের লিখিত ঠিকানায় তাঁর অনুপস্থিতিতে সেই পরিবারে বসবাসকারী যে কোন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির নিকট নোটিশ প্রদান করতে হবে। উভয়ক্ষেত্রে সদস্য বা তাঁর পরিবারের ঐ ব্যক্তির নোটিশ এর অফিস কপিতে প্রাপ্তি স্বীকার করে সই প্রাপ্তির প্রমাণ হিসাবে গ্রাহ্য হবে।**

যদি গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যের অনুপস্থিতিতে তাঁর পরিবারে কোনো প্রাপ্ত বয়স্ক সদস্য না থাকেন বা থাকলেও নোটিশ নিতে অস্বীকার করেন বা সদস্য নিজে নোটিশ নিতে অস্বীকার করেন তা হলে দু'জন সাক্ষীর উপস্থিতিতে তাদের সই নিয়ে সদস্যের সদর দরজায় বা বাড়ির কোন প্রকাশ্য স্থানে লটকিয়ে নোটিশ জারী করা হবে। নোটিশের একটি কপি গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসের নোটিশ বোর্ডে টাঙ্গানো হবে।

৯৬) নোটিশ জারী করতে দেওয়ার পর কোনো সভা কি প্রধান বা উপ-প্রধান বাতিল করতে পারেন ? [(Rule - 6(3)]

উঃ না।

৯৭) মিনিট বই কী ? (Rule - 10)

উঃ **ফরম-২ অনুযায়ী সভায় উপস্থিত সদস্যগণের হাজিরা এবং সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি লিপিবদ্ধ করে রাখার জন্য একটি রেজিস্টার ।**

৯৮) গ্রাম পঞ্চায়েত সভায় কোন সিদ্ধান্তে সহমত না হলে কী ব্যবস্থা নেওয়ার বিধান আছে ? (Rule - 11)

উঃ **এক্ষেত্রে সভায় উপস্থিত সদস্যগণের ভোটাভুটির মাধ্যমে স্থিরীকৃত হয়। মিনিট বইতে ঐ সিদ্ধান্তের পক্ষে এবং বিপক্ষে যাঁরা ভোট দেন তাঁদের নাম লিপিবদ্ধ করতে হবে।**

৯৯) গ্রাম পঞ্চায়েত সভায় ভোটাভুটির ধরণ কীরূপ ? (Rule - 12 & 13)

উঃ **সভার সভাপতি ভোটের ধরণ নির্ধারণ করেন। ধ্বনি ভোট বা হাত তুলে ভোট নেওয়া যেতে পারে, কিন্তু কোনো সময়ই গোপন ব্যালটের মাধ্যমে হবে না। ভোটাভুটির সময় অনুপস্থিত কোনো সদস্য ভোট দিতে পারবেন না।**

১০০) গ্রাম পঞ্চায়েত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি কোন ভাষায় লিপিবদ্ধ করতে হবে ? (Rule - 14)

উঃ **বাংলা অথবা নেপালী অথবা ইংরাজীতে লিপিবদ্ধ করতে হবে।**

১০১) গ্রাম পঞ্চায়েত সিদ্ধান্তগুলি মিনিট বহিতে লিপিবদ্ধ করার দায়িত্বে কে থাকবেন ? (Rule - 15)

উঃ **গ্রাম পঞ্চায়েত সচিব অথবা তাঁহার অনুপস্থিতিতে গ্রাম পঞ্চায়েত সহায়ক অথবা তাঁদের অনুপস্থিতিতে গ্রাম পঞ্চায়েত এর অন্য কোন কর্মচারী (পঞ্চায়েত কর্মী ব্যতীত) অথবা তাঁদের অনুপস্থিতিতে সভার সভাপতি কর্তৃক ভারপ্রাপ্ত কোন সদস্য।**

১০২) গ্রাম পঞ্চায়েত এর কোন সভায় গ্রাম পঞ্চায়েত এর মোট সদস্যের অর্ধাংশ দ্বারা কোরাম গঠিত হয় ?

উঃ **গ্রাম পঞ্চায়েত এর বাজেট বা সংশোধিত বাজেট অনুমোদনের উদ্দেশ্যে গ্রাম পঞ্চায়েত এর বিশেষ সাধারন সভায়।**

১০৩) গ্রাম পঞ্চায়েত সভার জন্য সদস্যগণের নিকট প্রেরিত নোটিশের বর্ণিত আলোচ্যসূচি বহির্ভুত কোনো বিষয় আলোচনা করা যায় কী ? [Sec. 17]

উঃ সাধারণভাবে নয়, কিন্তু সভায় উপস্থিত সদস্যগণের সংখ্যাধিক্যের অনুমোদনে আলোচনা করা যেতে পারে।

১০৪) গ্রাম পঞ্চায়েত কীভাবে বার্ষিক প্রতিবেদন তৈরি করে। ? (Rule - 16) [Sec. 18]

উঃ ক) গ্রাম পঞ্চায়েত প্রতি বছর এপ্রিল মাসে বিগত বৎসরে কী কী কাজ করা হয়েছে তা উপভোক্তাদের তালিকাসহ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাধীন জনগণের জ্ঞাতার্থে গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে প্রকাশ করবে ।

খ) তাছাড়া ৩-ক ফরম অনুসারে বিগত আর্থিক বছরের বিভিন্ন উৎস থেকে আয় ও ব্যয়ের উপর একটি প্রতিবেদন তৈরি করে ১৬(১) নিয়মে বর্ণিত প্রতিবেদন ও উপভোক্তাদের তালিকা সহ মে মাসে অনুষ্ঠিত গ্রাম সংসদের বার্ষিক সভায় আলোচনার জন্য পেশ করবেন এবং প্রতিবৎসর ৩১ মে-র মধ্যে সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত সমিতির নির্বাহী আধিকারিকের নিকট প্রতিলিপি পাঠাতে হবে।

গ) গ্রাম পঞ্চায়েত প্রতি বছর অক্টোবর মাসে বিগত ৬ মাসের মধ্যে বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত আয় প্রারম্ভিক স্থিতিসহ এবং বিভিন্ন খাতে ব্যয় ও উপভোক্তাদের তালিকা সহ একটি ষাণ্মাসিক প্রতিবেদন প্রস্তত করবে এবং গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে সাধারণ মানুষের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করবে। এবং গ্রাম পঞ্চায়েত উক্ত প্রতিবেদন নভেম্বর মাসে গ্রাম সংসদ সভায় এবং ডিসেম্বর মাসে গ্রাম সভার অধিবেশনে আলোচনার জন্য পেশ করবে। এই প্রতিবেদনের প্রতিলিপি পঞ্চায়েত সমিতির নিকট এবং নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি পাঠাতে হবে। (Rule - 16)

১০৫) গ্রাম পঞ্চায়েত কীভাবে পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে?

উঃ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রতি বছর অক্টোবর মাসে বিভিন্ন গ্রাম সংসদ থেকে পাওয়া সহভাগী পদ্ধতিতে তৈরি পরিকল্পনার উপর ভিত্তি করে পরবর্তী বছরের জন্য একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে এবং তা নভেম্বর মাসে ষাণ্মাসিক গ্রাম সংসদ সভায় প্রয়োজনীয় সুপারিশ ও মতামত গ্রহণের উদ্দেশ্যে আলোচনার জন্য পেশ করবে এবং উক্ত গ্রাম সংসদ সভার মতামত সহ পরিকল্পনা গ্রাম সভার অধিবেশনে আলোচনা, সুপারিশ ও সংশোধন ও গ্রহণের জন্য পেশ করবে এবং তারপর গ্রাম পঞ্চায়েত সংশোধিত পরিকল্পনাটি, এই উদ্দেশ্যে গ্রাম পঞ্চায়েত-এর বিশেষ সভায় গ্রহণ ও অনুমোদন করবে। অনুমোদিত এই পরিকল্পনা জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে সংশ্লিষ্ট নির্বাহী আধিকারিকের কাছে পাঠাবে। [(Rule - 16 (3,4 & 5)]

১০৬) জেলা পরিষদ অথবা মহকুমা পরিষদ অথবা কাউন্সিল কোনো কাজের দায়িত্ব কী গ্রাম পঞ্চায়েতকে অর্পণ করতে পারেন এবং কোন অবস্থায় পারেন ? [Sec. 31]

উঃ **হ্যাঁ, বাজেট অবশ্যই সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকা সম্পর্কিত হবে। গ্রাম পঞ্চায়েত কে কাজের দায়িত্ব দেবার আগে জেলা পরিষদ ঐ গ্রাম পঞ্চায়েত কে তার ইচ্ছার কথা জানাবে। ঐ বার্তা পাবার পর গ্রাম পঞ্চায়েত কাজটি করার সম্মতি বা অন্য কোন বক্তব্য জানাবে।**

১০৭) এই অবস্থায় গ্রাম পঞ্চায়েত কী হিসাবে কাজ করবেন ?

উঃ **জেলা পরিষদ অথবা মহকুমা পরিষদ অথবা কাউন্সিলের প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করবেন।**

১০৮) এই ক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েত কীভাবে সাহায্য পাবে?

উঃ **জেলা পরিষদ, মহকুমা পরিষদ অথবা কাউন্সিল প্রয়োজনীয় অর্থ ও কারিগরী সহায়তা ন্যস্ত দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য সরবরাহ করবেন।**

১০৯) উক্ত অর্পিত কার্য সম্পাদনে জেলা পরিষদ ও সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত সমিতির ভূমিকা কী ?

উঃ **গ্রাম পঞ্চায়েতে অর্পিত কার্য গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃক নির্বাহ কালে জেলা পরিষদ অথবা সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত সমিতির তদারকি করার অধিকার আছে ।**

১১০) জেলা পরিষদ বা মহকুমা পরিষদ বা কাউন্সিল কর্তৃক কার্যের দায়িত্ব অর্পণে লিখিত আদেশের প্রতিলিপি কোন কোন স্থানে দেবেন ? (Rule - 42)

উঃ **উক্ত লিখিত আদেশ গ্রাম পঞ্চায়েত কে দেওয়ার সাথে সাথে তার প্রতিলিপি কমিশনার, পঞ্চায়েত ও গ্রাম উন্নয়ন, জেলাশাসক, জেলা পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন আধিকারিক এবং সংশ্লিষ্ট নির্বাহী আধিকারিক, পঞ্চায়েত সমিতির নিকট পাঠাবেন।**

১১১) গ্রাম পঞ্চায়েত কী ভাবে প্রধানের উপর দায়িত্বভার অর্পণ করেন ? [Sec. 32]

উঃ **গ্রাম পঞ্চায়েত এই উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত বিশেষ সভায় সিদ্ধান্তক্রমে প্রধানের উপর গ্রাম পঞ্চায়েত-এর দায়িত্ব ও ক্ষমতা যেমন মনে করবেন অর্পণ করতে পারেন। এই দায়িত্ব অর্পণ যে কোন সময় গ্রাম পঞ্চায়েত-এর সিদ্ধান্তক্রমে প্রত্যাহার অথবা সংশোধন করতে পারেন। কিন্তু ধারা ৩৪(১)(ক) (খ)(গ) এবং ৪৫(৫) ধারা মতে প্রধানের উপর অর্পিত ক্ষমতা গুলি গ্রাম পঞ্চায়েত দ্বারা অর্পণ করার প্রয়োজন নাই। (Rule - 43)**

১১২) আর্থিক বিষয় সংক্রান্ত কার্যভার অর্পণ করলে বিশেষ কী ব্যবস্থা প্রয়োজন ? [Sec. 32]

উঃ আর্থিক বিষয় সংক্রান্ত কার্যভার বা ক্ষমতা অর্পণ ও প্রত্যাহার উভয়ক্ষেত্রেই গ্রাম পঞ্চায়েতকে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে এবং সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত সমিতির নির্বাহী আধিকারিককে জানাতে হবে। (Rule - 43)।

১১৩) গ্রাম পঞ্চায়েত কীভাবে রাজ্য সরকারের উপর ন্যস্ত সম্পত্তি ও তার উদ্ভুত আয়ের ব্যবস্থাপনার দায়িত্বপ্রাপ্ত হতে পারে ? [Sec. 33]

উঃ রাজ্য সরকারের বিশেষ আদেশ বলে।

১১৪) প্রধানের দায়িত্ব ও কর্তব্য কী ? [Sec. 34(1)] (Rule 44)

উঃ ক) গ্রাম পঞ্চায়েত-এর নথিপত্র রক্ষণে দায়বদ্ধতা।

খ) গ্রাম পঞ্চায়েত-এর আর্থিক বিষয়ের এবং নির্বাহী প্রশাসনের (Executive Administrative) সাধারণ দায়িত্ব।

গ) গ্রাম পঞ্চায়েত-এর কর্মচারী এবং গ্রাম পঞ্চায়েত-এর কাজের জন্য যে সব সরকারি বা আধাসরকারি কর্মচারী গ্রাম পঞ্চায়েত এর তত্ত্বাবধানে থাকবেন তাদের প্রশাসনিক তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ।

ঘ) আইন অনুযায়ী ও রাজ্য সরকারের আদেশ বলে যে সমস্ত কাজ করতে হবে গ্রাম পঞ্চায়েতের সভার সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে গ্রাম পঞ্চায়েত এর পক্ষে তার সম্পাদন।

ঙ) গ্রাম পঞ্চায়েত যে সকল কাজের জন্য প্রধানের উপর ক্ষমতা ও দায়িত্ব দেবেন, আইন মেনে তার সম্পাদন।

চ) গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানকে যে ধরনের আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ করবেন সেইমত দায়িত্ব পালন।

ছ) গ্রাম পঞ্চায়েত-এর শীলমোহর প্রধানের কাছে থাকবে।

জ) গ্রাম পঞ্চায়েত-এর অনুমোদন নিয়ে প্রধান কোনো কাজ বা খরচ খরচা বিষয়ে কোনো চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করতে পারবেন।

ঝ) প্রধান তাঁর যে কোনো ক্ষমতা উপ প্রধানকে অর্পণ করতে পারেন আবার প্রয়োজন বোধে তুলেও নিতে পারেন। তবে কোন আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ করতে হলে গ্রাম পঞ্চায়েত-এর অনুমোদন নিতে হবে।

ঞ) পঞ্চায়েত সমিতি, ব্লক সংসদ, জেলা সংসদ এবং প্রত্যেক উপসমিতির পদাধিকারবলে সদস্য, পদাধিকারবলে অর্থ ও পরিকল্পনা উপসমিতির সঞ্চালক।

ট) গ্রাম পঞ্চায়েত কর্মচারীদের নৈমিত্তিক ছুটি মঞ্জুর করতে পারেন এবং অন্যান্য ছুটিগুলি অনুমোদনের জন্য সুপারিশ সহ সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত সমিতির নির্বাহী আধিকারিকের নিকট প্রেরণ করতে পারেন। [(Rule - 34(1)]।

১১৫) উপপ্রধানের ক্ষমতা ও দায়িত্ব কী কী ? [Sec. 34(2)]

উঃ ক) প্রধান বিভিন্ন সময়ে উপপ্রধানকে যেসব ক্ষমতা দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের ভার লিখিতভাবে অর্পণ করবেন, উপপ্রধান সেগুলি পালন করবেন।

খ) প্রধান পদত্যাগ করলে বা অপসারিত হলে বা ছুটি নিলে উপপ্রধান প্রধানের ক্ষমতা ও দায়িত্ব কর্তব্যভার গ্রহণ করবেন এবং কাজকর্ম পরিচালনা করবেন।

গ) গ্রাম পঞ্চায়েত বিশেষভাবে প্রস্তাব গ্রহণ করে উপপ্রধানকে যে কোন ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কর্তব্য অর্পণ করলে উপপ্রধান সেইসব ক্ষমতা পালন করবেন।

ঘ) উপপ্রধান ব্লক সংসদের সদস্য এবং পদাধিকার বলে প্রত্যেক উপসমিতির সদস্য। [(Rule - 34 (2)]।

১১৬) প্রধান ও উপপ্রধান কতদিন ছুটি পেতে পারেন ? [Rule. 3]

উঃ গ্রাম পঞ্চায়েত সভায় সিদ্ধান্ত নিয়ে ইংরেজি ক্যালেন্ডার বছরে তিন মাস পর্যন্ত ছুটি মঞ্জুর করতে পারে। এই ছুটি অনুমোদনের সাথে সাথে নির্বাহী আধিকারিক পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পঞ্চায়েত ও গ্রাম উন্নয়ন আধিকারিককে জানাতে হবে। বিশেষ প্রয়োজনে এই ছুটি তিন মাসের বেশি পর্যন্ত মঞ্জুর করা যায়।

১১৭) ছুটি থাকা কালীন প্রধান/উপপ্রধান কী পারিশ্রমিক/সাম্মানিক পেতে পারেন ? [Rule. 3]

উঃ হ্যাঁ, তিন মাস পর্যন্ত পেতে পারেন। ছুটি তিন মাসের বেশি হলে বাড়তি ছুটির জন্য জন্য পারিশ্রমিক/ সাম্মানিক পাবেন না।

১১৮) গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্মচারী কে কে ? (Rule - 46) [Sec. 36]

উঃ ক) নির্বাহী সহায়ক

খ) সচিব

গ) কর্ম সহায়ক অথবা নির্মাণ সহায়ক

ঘ) সহায়ক

ঙ) অতিরিক্ত সহায়ক

চ) গ্রাম পঞ্চায়েত কর্মী (২ অথবা ৩)

রাজ্য সরকার সাধারণ বা বিশেষ আদেশ বলে কর্মচারীর সংখ্যা নূতন করে (পুনরায়) নির্ধারণ করতে পারেন।

১১৯) নির্বাহী সহায়কের নির্বাচন কর্তৃপক্ষ এবং নিয়োগকর্তা কে এবং তার প্রধান কাজ কোনগুলি ? (Rule - 47 & 55) [Sec. 36]

উঃ ক) নির্বাচন কর্তৃপক্ষ হলেন জেলা নির্বাচন কমিটি। যার সভাপতি সংশ্লিষ্ট নির্বাহী আধিকারিক, জেলা/মহকুমা পরিষদ (যিনি সেই জেলার জেলা শাসক)

খ) সংশ্লিষ্ট জেলা পরিষদের নির্বাহী আধিকারিক হলেন নিয়োগ কর্তা।

প্রধান কাজ ঃ-

গ্রাম পঞ্চায়েত ও প্রধানের নিয়ন্ত্রণে ও নির্দেশ অনুযায়ী নির্বাহী সহায়ক নিম্নোক্ত কাজ করবেন -

ক) গ্রাম পঞ্চায়েত-এর সংস্থাগত ও আর্থিক পরিচালনার দায়িত্ব।

খ) চেক বই, পাশ বই এবং চেক বই রেজিষ্ট্রার এর হেফাজতকারী হিসাবে দায়িত্ব পালন। চেক বই রেজিষ্ট্রারে প্রত্যেক এনট্রি তিনি স্বাক্ষর করবেন যা প্রধান প্রতিস্বাক্ষর ও প্রত্যায়িত করবেন।

গ) গ্রাম পঞ্চায়েত-এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রধানের নির্দেশে চেক লেখা, যুগ্মভাবে প্রধানের সঙ্গে চেক স্বাক্ষর করা এবং প্রধানের স্বাক্ষরের জন্য দাখিল করা। কাউন্টার ফয়েল না থাকলে চেক বই এর কভার স্লিপে চেক নং দিয়ে স্বাক্ষর করা। উল্লেখ্য যে উপপ্রধান যখন দায়িত্বে থাকবেন তখন প্রধানের কাজগুলি তিনিই করবেন।

ঘ) ক্যাশ বই-এর প্রতিটি আয় ও ব্যয় মিলিয়ে স্বাক্ষর করা এবং প্রতিটি সংশ্লিষ্ট ভাউচারে স্বাক্ষর করা। (কিন্তু ক্যাশ বই লিখবেন সচিব)

ঙ) সময়মত বাজেট প্রণয়ন করা, কর অভিকরের তালিকা প্রস্তত করার তদারকি ও রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা করা।

চ) গ্রাম পঞ্চায়েত কর্মীদের দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়া।

ছ) গ্রাম সংসদ ও গ্রাম সভার রেজলিউশন তৈরির কাজ কর্ম তদারকি করা।

জ) কোনো পরিদর্শক বা নিরীক্ষকের কাছে চেক বই, চেক বই রেজিষ্টার, পাশ বই সহ সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র দাখিল করা।

ঝ) গ্রাম পঞ্চায়েত যে সব কর্মসূচি রূপায়ণ করবে সেগুলি সম্বন্ধে গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্দেশ অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করা।

ঞ) গ্রাম পঞ্চায়েত, রাজ্য সরকার এবং প্রধান বা উপপ্রধান যে যে দায়িত্ব দেবেন তা পালন করা।

১২০) গ্রাম পঞ্চায়েত সচিবের নির্বাচন ও নিয়োগকর্তা কে এবং তাঁর প্রধান কাজ কোনগুলি ? [Sec. 36]

উঃ ক) নির্বাচন কর্তৃপক্ষ হলেন জেলা নির্বাচন কমিটি, যার সভাপতি সংশ্লিষ্ট নির্বাহী আধিকারিক, জেলা/মহকুমা পরিষদ (যিনি সেই জেলার জেলা শাসক) এবং সংশ্লিষ্ট জেলা পরিষদের নির্বাহী আধিকারিক হলেন নিয়োগকর্তা।

প্রধান কাজ ঃ-

সচিব গ্রাম পঞ্চায়েত-এর এবং প্রধানের নিয়ন্ত্রণ ও নির্দেশ অনুযায়ী নিম্নলিখিত দায়িত্ব পালন করবেন।

ক) কর ধার্যের ও লাইসেন্স ফি-র তালিকা তৈরি করবেন।

খ) ক্যাশ বই ও অন্যান্য হিসাবের বই লিখবেন এবং রক্ষণাবেক্ষণ করবেন।

গ) মাসিক, ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক এবং বার্ষিক হিসাব তৈরি করবেন এবং গ্রাম পঞ্চায়েত-এর নিকট পেশ করবেন।

ঘ) নির্বাহী সহায়ককে বাজেট প্রস্তুতিতে সহায়তা করবেন।

ঙ) সমস্ত চেক এনক্যাশমেন্ট ও পেমেন্টের ব্যবস্থা করবেন।

চ) গ্রাম পঞ্চায়েত-এর সকল কর্মী সম্পর্কিত রেজিস্টার যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করবেন।

ছ) গ্রাম পঞ্চায়েত-এর সমস্ত রেকর্ড নিরাপদে রাখার দায়িত্বে থাকবেন এবং প্রয়োজনে তা গ্রাম পঞ্চায়েত, গ্রাম সভা এবং গ্রাম সংসদে পেশ করবেন।

জ) গ্রাম পঞ্চায়েত যে সমস্ত কাজ করছেন তার মজুরি প্রদানের তদারকি করা।

ঝ) অডিটর বা কোন পরিদর্শকের নিকট সমস্ত প্রকার রেকর্ড দাখিল করা।

ঞ) সমস্ত রকমের গ্র্যান্ট-ইন-এড বিল প্রস্তুত করা এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করা।

ট) গ্রাম পঞ্চায়েত, গ্রাম সংসদ ও গ্রাম সভার সভায় রেজলিউশন লিপিবদ্ধ করা।

ঠ) গ্রাম পঞ্চায়েত-এর এবং রাজ্য সরকারের যে যে কাজ প্রধান বা উপপ্রধান বা রাজ্য সরকার দেবেন তা প্রতিপালন করা। (Rule - ৪৭, ৫৫ক)

১২১) গ্রাম পঞ্চায়েত কর্মসহায়কের প্রধান কাজ কোনগুলি ? (Rule - 47 & 55A) [Sec. 36]

উঃ ক) গ্রাম পঞ্চায়েত-এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের আর্থিক ও কারিগরী নির্দেশ অনুসরণ করে গ্রাম পঞ্চায়েত-এর সমস্ত প্রকল্প এবং যে সব প্রকল্প পশ্চিমবঙ্গ সরকার বা জেলা পরিষদ বা রাজ্য সরকারের কোন বিভাগ গ্রাম পঞ্চায়েতকে ন্যস্ত করবেন, সেইসব প্রকল্প সম্পর্কে উক্ত কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অনুসারে নক্সা ও প্রাককলন প্রস্তুত করবেন।

খ) প্রকল্পগুলির রূপায়ণের ক্ষেত্রে দৈনন্দিন কাজের তত্ত্বাবধান করবেন।

গ) বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তিদের কাজের বিশেষ করে কারিগরী দিকের তদারকি করবেন।

ঘ) প্রত্যেক প্রকল্পের কাজের অগ্রগতির তদারকি করবেন।

ঙ) প্রকল্পের মাপজোক করে মেজারমেন্ট শীট তৈরি করবেন এবং মাষ্টার রোল, টোকেন, এ্যাকুইট্যান্স রোল ও ভাউচার ইত্যাদি তৈরি করবেন।

চ) প্রকল্প সম্পর্কিত মজুরি প্রদান প্রকল্পের শর্ত অনুযায়ী ঠিক ভাবে হচ্ছে কিনা তদারকি করবেন।

ছ) প্রকল্প ভিত্তিক কাজের অগ্রগতির রিপোর্ট তৈরী করবেন।

জ) কাজের অগ্রগতির রিপোর্ট ও রিটার্ন এবং অন্যান্য নথিপত্র গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে জমা দেবেন।

ঝ) প্রকল্প ভিত্তিক সমাপ্তি রিপোর্ট, সদ্ব্যবহার সার্টিফিকেট তৈরি করবেন এবং গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে জমা দেবেন।

ঞ) উপরোক্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য ছাড়াও প্রধান বা উপপ্রধান বা রাজ্য সরকার যে সকল দায়িত্ব দেবেন তা পালন করবেন। (Rule - ৪৭, ৫৫খ)

১২২) গ্রাম পঞ্চায়েত নির্মাণ সহায়কের নির্বাচন কর্তৃপক্ষ ও নিয়োগ কর্তা কে ? এবং তাঁর প্রধান কাজ কোনগুলি ? (Rule - 47, 55B & 55C) [Sec. 36]

উঃ নির্বাচন কর্তৃপক্ষ হলেন জেলানির্বাচন কমিটি, যার সভাপতি সংশ্লিষ্ট জেলা মহকুমা পরিষদের নির্বাহী আধিকারিক যিনি সেই জেলার জেলা শাসক এবং সংশ্লিষ্ট জেলা পরিষদের নির্বাহী আধিকারিক হলেন নিয়োগকর্তা।

কার্যাবলী ঃ-

ক) নির্মাণ সহায়ক গ্রাম পঞ্চায়েত ও প্রধানের নির্দেশ অনুযায়ী ও নিয়ন্ত্রণে কর্মসহায়কের সকল দায়িত্ব পালন করবেন।

খ) নির্মাণ সহায়ক মেজারমেন্ট শীটের পরিবর্তে মেজারমেন্ট বই তৈরি করবেন। তাছাড়া প্রধান বা উপপ্রধান বা রাজ্য সরকার তাঁকে যে সকল দায়িত্ব ও কর্তব্যভার অর্পণ করবেন তা পালন করবেন।

১২৩) গ্রাম পঞ্চায়েত কর্মীর নির্বাচন কর্তৃপক্ষ ও নিয়োগ কর্তা কে ? এবং তাঁর কাজ কী ? [Sec. 36 & 37]

উঃ নির্বাচন কর্তৃপক্ষ হলেন জেলা নির্বাচন কমিটি, যার সভাপতি সংশ্লিষ্ট জেলা / মহকুমা পরিষদের নির্বাহী আধিকারিক (যিনি সেই জেলার জেলা শাসক) এবং সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত সমিতির নির্বাহী আধিকারিক হলেন নিয়োগকর্তা।

কার্যাবলী ঃ-

গ্রাম পঞ্চায়েত কর্মী গ্রাম পঞ্চায়েত এবং প্রধানের নির্দেশ অনুযায়ী নিম্নলিখিত দায়িত্বগুলি পালন করবেন।

ক) গ্রাম পঞ্চায়েত কর্মীগণ, মেসেঞ্জার পিওন, অফিস পিওন এবং হেল্পারের দায়িত্ব পালন করবেন।

খ) গ্রাম পঞ্চায়েত বা প্রধানের নির্দেশক্রমে গ্রাম পঞ্চায়েত কর্মীদের মধ্যে থেকে একজন পালাক্রমে গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসের নাইট গার্ডের দায়িত্ব পালন করবেন।

গ) প্রধান বা উপপ্রধান বা নির্বাহী সহায়ক তাঁকে যেসব দায়িত্ব অর্পন করবেন তা পালন করবেন। (নিয়ম-৪৭-৫৫ঙ)।

১২৪) গ্রাম পঞ্চায়েত কর্মী কতজন হতে পারেন ?

উঃ **যে গ্রাম পঞ্চায়েতে সদস্য সংখ্যা ১০ জন সেক্ষেত্রে দুইজন এবং যেখানে সদস্য সংখ্যা ১০-এর অধিক সেক্ষেত্রে তিনজন।**

১২৫) গ্রাম পঞ্চায়েত সহায়কের নির্বাচন কর্তৃপক্ষ ও নিয়োগ কর্তা কে ? এবং তাঁর কাজ কী ? (Rule - 47 & 55D) [Sec. 36]

উঃ **নির্বাচন কর্তৃপক্ষ হলেন জেলা নির্বাচন কমিটি, যার সভাপতি সংশ্লিষ্ট জেলা / মহকুমা পরিষদের নির্বাহী আধিকারিক যিনি সেই জেলার জেলা শাসক এবং সংশ্লিষ্ট জেলা পরিষদের নির্বাহী আধিকারিক হলেন নিয়োগকর্তা।**

কার্যাবলী ঃ-

গ্রাম পঞ্চায়েত ও প্রধানের নির্দেশ অনুযায়ী ও নিয়ন্ত্রণে সহায়ক নিম্নলিখিত দায়িত্ব পালন করবেন।

ক) প্রয়োজনে নির্বাহী সহায়ককে আর্থিক প্রশাসনে সহায়তা করবেন।

খ) সচিবকে খাতাপত্র এবং ভাউচার সংরক্ষণে সহায়তা করবেন।

গ) সচিবকে চেক এনক্যাশমেন্টে সহায়তা করবেন।

ঘ) সচিবকে গ্রাম পঞ্চায়েত সভা ও সংসদ সভার ও গ্রাম সভার সিদ্ধান্ত লেখার ব্যাপারে সহায়তা করবেন।

ঙ) **এছাড়া প্রধান বা উপপ্রধান বা রাজ্য সরকার তাঁকে যে সকল দায়িত্ব ও কর্তব্যভার অর্পণ করবেন তা পালন করবেন।**

১২৬) কোন ক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েত কর্মচারীগণ জেলা পরিষদের নির্বাহী আধিকারিক কর্তৃক নিযুক্ত হন না। (Rule - 47)

উঃ **দার্জিলিং গোর্খা হিল কাউন্সিল এলাকাভুক্ত গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রে। এক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েত কর্মচারীদের নিয়োগকর্তা হলেন প্রধান সচিব, দার্জিলিং, গোর্খা হিল কাউন্সিল।**

১২৭) গ্রাম পঞ্চায়েত কর্মচারীদের অবসরের বয়স কত ?

উঃ **৬০ বছর অথবা সময় বিশেষে রাজ্য সরকার যখন যেমন নির্ধারণ করবে।**

১২৮) গ্রাম পঞ্চায়েত কর্মচারীদের বদলি কে করেন ? [(Rule - 52 (5)]

উঃ ক) **পঞ্চায়েত সমিতির নির্বাহী আধিকারিক গ্রাম পঞ্চায়েত কর্মীকে সেই পঞ্চায়েত সমিতির এলাকার যে কোনো জায়গায় বদলী করতে পারেন।**

খ) **গ্রাম পঞ্চায়েত কর্মী বাদে গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্য সব কর্মচারীকে জেলা পরিষদ বা মহকুমা পরিষদের নির্বাহী আধিকারিক জেলার বা মহকুমার যে কোনো জায়গায় বদলী করতে পারেন।**

গ) **এক জেলা থেকে অন্য জেলায় বদলী করতে হলে যদি জেলাশাসক সুপারিশ করেন সেক্ষেত্রে কমিশনার, পঞ্চায়েত ও গ্রাম উন্নয়ন, পশ্চিমবঙ্গ বদলী করতে পারেন।**

১২৯) গ্রাম পঞ্চায়েত কর্মচারীগণের সার্ভিসবুক ও অন্যান্য নথিপত্র কে সংরক্ষণের দায়িত্বে থাকেন? [(Rule - 52 (4)]

উঃ **পঞ্চায়েত সমিতির নির্বাহী আধিকারিক। অথবা নির্বাহী আধিকারিক কর্তৃক ভারপ্রাপ্ত হয়ে পঞ্চায়েত উন্নয়ন আধিকারিক।**

১৩০) গ্রাম পঞ্চায়েত কর্মচারীগণের ছুটি কে মঞ্জুর করেন ? [(Rule - 52 (3)]

উঃ **বছরে ১৪টি নৈমিত্তিক ছুটির ক্ষেত্রে প্রধান। অন্যান্য ছুটির ক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েতের সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রধানের সুপারিশে নির্বাহী আধিকারিক, পঞ্চায়েত সমিতি।**

১৩১) অবসরকালীন আর্থিক সুযোগ সুবিধে কে sanction করবেন। ?

উঃ বি.ডি.ও (গ্রাম পঞ্চায়েতের সুপারিশ ক্রমে)

১৩২) গ্রাম পঞ্চায়েত কর্মচারীগণের অপরাধের ক্ষেত্রে কে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন ?

(১) গ্রাম পঞ্চায়েত কর্মীর ক্ষেত্রে পঞ্চায়েত সমিতির নির্বাহী আধিকারিক বরখাস্ত সহ সব রকম শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন।

(২) অন্যান্য কর্মচারীর ক্ষেত্রে পঞ্চায়েত সমিতির নির্বাহী আধিকারিক (ক) তিরস্কার (খ) বেতনের বাৎসরিক বৃদ্ধি বা পদোন্নতি আটকে দেওয়া ও (গ) কাজে অবহেলা ইত্যাদির জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতের আর্থিক ক্ষতি হলে বেতন থেকে ক্ষতির সম্পূর্ণ বা আংশিক পরিমাণ কেটে নিয়ে পূরণ করার শাস্তি দিতে পারেন। (৩) জেলা পরিষদের নির্বাহী আধিকারিক পঞ্চায়েত সমিতির আধিকারিকের সুপারিশ ক্রমে গ্রাম পঞ্চায়েত কর্মী ছাড়া অন্যান্য কর্মচারীদের আর সব শাস্তি দিতে পারেন। এই গুলি হল -

- নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য বেতনক্রমের নিম্নস্তরে নামানো,
- পদের অবনতি বা সমস্তরে পদমর্যাদা কমানো যা পদের উন্নতিতে বাধা হিসেবে গণ্য হবে,
- বাধ্যতামূলক অবসর গ্রহন।
- চাকরি থেকে অপসারণ এবং
- চাকরি থেকে বরখাস্ত যা ভবিষ্যতে চাকরি পাওয়ার ক্ষেত্রে অযোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত হবে।

১৩৩) গ্রাম পঞ্চায়েত কোন স্থাবর সম্পত্তি অর্জন, ধারণ ও হস্তান্তর করতে গেলে কী করবেন ? [Sec. 41]

উঃ কোন স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হস্তান্তর করতে গেলে গ্রাম পঞ্চায়েতকে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের আগাম অনুমোদন নিতে হবে।

১৩৪) সাধারণের কোন কোন সম্পত্তি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনস্থ ধরা হয়। [Sec. 42]

উঃ ক) কেন্দ্র সরকার অথবা রাজ্য সরকার অথবা অন্য কোন স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের অধীনস্থ সম্পত্তি ছাড়া সর্ব সাধারণের ব্যবহার্য গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন সকল প্রকার সম্পত্তি গ্রাম পঞ্চায়েতের সম্পত্তি বলে গণ্য হবে।

খ) গ্রাম পঞ্চায়েত তহবিল থেকে খরচ করে যে সব নালা, জলের উৎস, পুকুর ঘাট, জলাধার, নলকূপ ইত্যাদি তৈরি করা হয়েছে সেগুলি গ্রাম পঞ্চায়েতের সম্পত্তি বলে গণ্য হবে।

গ) যেসব ঘর গ্রাম পঞ্চায়েত তৈরি করবে এবং যেসব জমি, ঘরবাড়ি ও অন্য সম্পত্তি গ্রাম পঞ্চায়েতকে হস্তান্তর করা হবে সেগুলি গ্রাম পঞ্চায়েত-এর সম্পত্তি বলে গণ্য হবে।

ঘ) গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাধীন সর্বসাধারণের ব্যবহার্য কোনো সম্পত্তি রাজ্য সরকার গ্রাম পঞ্চায়েতকে হস্তান্তর করলে তা গ্রাম পঞ্চায়েত-এর সম্পত্তি বলে গণ্য হবে। (ধারা-৪৩)

১৩৫) ব্যক্তিগত ব্যবহার্য কোন জমি, গ্রাম পঞ্চায়েতের নিজস্ব প্রয়োজন হলে যদি ঐ ব্যক্তি আলোচনাসূত্রে গ্রাম পঞ্চায়েতের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হতে না চান সেক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েতের করণীয় কী ? [Sec. 44]

উঃ সেক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েত, জেলা সমাহর্তার নিকট আবেদন করলে, যদি জেলা সমাহর্তা বোঝেন জমিটি জন স্বার্থে প্রয়োজন তখন তিনি আইনানুসারে জমি অধিগ্রহণ করে গ্রাম পঞ্চায়তকে দিতে পারেন। এই অধিগ্রহণের ব্যয় গ্রাম পঞ্চায়েত বহন করবে।

১৩৬) গ্রাম পঞ্চায়েতের আয়ের উৎস কী কী ? [Sec. 45]

উঃ ক) কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার কর্তৃক বরাদ্দ।

খ) জেলা পরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতি অথবা কোনো স্থানীয় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বরাদ্দ।

গ) রাজ্য অথবা কেন্দ্র সরকার কর্তৃক প্রদত্ত ঋণ।

ঘ) কর অভিকর ও ফী বাবদ আদায়ীকৃত অর্থ।

ঙ) গ্রাম পঞ্চায়েতে বর্তিত বা গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃক নির্মিত স্কুল, চিকিৎসাকেন্দ্র, গৃহ, হাট, বাজার, ফলের বাগান, উদ্যান এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান যা গ্রাম পঞ্চায়েতের ব্যবস্থাপনায় ও নিয়ন্ত্রণে আছে তার থেকে আয়।

চ) অনুদান বাবদ গৃহীত অর্থ এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের অনুকূলে সম্পাদিত কোন ন্যাস বা কৃত কোন উৎসর্জন (trust & endowment) থেকে পাওয়া সব আয়।

ছ) জরিমানা বাবদ গৃহীত অর্থ।

জ) গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষে গৃহীত কোন অর্থ।

১৩৭) গ্রাম পঞ্চায়েত কোন কোন ক্ষেত্রে ঋণ গ্রহণ করতে পারেন না । [Sec. 45]

উঃ **গ্রাম পঞ্চায়েত কোনো ব্যক্তি (এককভাবে বা সমষ্টিগতভাবে) অথবা গ্রাম পঞ্চায়েতের কোনো সদস্য অথবা গ্রাম পঞ্চায়েতের কোনো পদাধিকারীদের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করতে পারেন না।**

১৩৮) গ্রাম পঞ্চায়েত কী ব্যক্তিগত দান গ্রহণ করতে পারে ?

উঃ **সাধারণভাবে পারেন না, তবে যদি গ্রাম পঞ্চায়েত দান গ্রহণের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে গ্রাম পঞ্চায়েত সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সেক্ষেত্রে এরূপ দান গ্রহণ করা যেতে পারে।**

১৩৯) কোন কোন জমি বা গৃহের উপর গ্রাম পঞ্চায়েত ট্যাক্স ধার্য করতে পারে না ? [Sec. 46]

উঃ ক) **বাস্তু জমি ও বাড়ির বার্ষিক মূল্য যদি ২৫০ টাকার বেশি না হয়।**

খ) **কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের দখলীকৃত কোনো জমি ও বাড়ি যা পুরোপুরি জনস্বার্থে ব্যবহৃত হচ্ছে অথবা ব্যবহৃত হবে এবং যা মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত নয় অথবা ব্যবহৃত হবে না।**

গ) **সম্পূর্ণ ধর্মীয় শিক্ষাগত অথবা সেবামূলক কাজে ব্যবহৃত জমি ও বাড়ি।**

ঘ) **এছাড়া রাজ্য সরকার প্রজ্ঞাপন জারী করে এক বা একাধিক শ্রেণীর কোনো সম্পত্তি সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে গ্রাম পঞ্চায়েতের করের আওতার বাইরে রাখতে পারে।**

১৪০) গ্রাম পঞ্চায়েত অন্যান্য কোন কোন বিষয়ের উপর অভিকর বা ফি ধার্য করতে পারে ? [Sec. 46]

উঃ ক) **যানবাহনের নিবন্ধীকরণ করে ফি আদায় করা যায়।**

অবশ্য কোনো যান বাহন যদি কোনো আইনের বলে অন্য কোনো কর্তৃপক্ষ দ্বারা নিবন্ধীকরণ ও ফি ধার্য হয়ে থাকে, তাহলে গ্রাম পঞ্চায়েত তার নিবন্ধীকরণ করবে না।

খ) **কোন প্রকল্প রূপায়িত করে পানীয় জল, সেচের জল বা অন্য কাজে জল সরবরাহ করলে তার উপর ধার্য অভিকর।**

গ) **রাস্তার বা কোনো সাধারণের ব্যবহার্য স্থানে আলোর ব্যবস্থা করে তার উপর ধার্য অভিকর।**

ঘ) **রাস্তাঘাট, পায়খানা, নালা, প্রস্রাবাগার, ময়লার কুণ্ড ইত্যাদি পরিষ্কার করার জন্য ধার্য অভিকর।**

ঙ) **ব্যবসা বাণিজ্য নিবন্ধীকরণ ও নবীকরণের জন্য ফি আদায় করে।**

চ) তার এলাকার মেলা, তীর্থস্থান, যাত্রানুষ্ঠান, সার্কাস, ম্যাজিক শো ইত্যাদির জায়গায় স্বাস্থ্যবিধানসম্মত ব্যবস্থা গড়ে তুললে তার উপর অভিকর ধার্য করে।

ছ) গ্রামের বাজার/হাটে গ্রামে উৎপন্ন সামগ্রী বিক্রয়ের উপর ধার্য ফি।

জ) যে কোন সাধারণের ব্যবহার্য বা ব্যক্তিগত মালিকানাভুক্ত স্থানে রাজ্য সরকার ছাড়া আর কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়োজিত সর্বসাধারণের দেখার জন্য কোনো বিজ্ঞাপনের উপর ধার্য ফি।

ঝ) এছাড়া আরো কয়েকটি খাতে কর বা ফি আদায় করতে পারে।

১৪১) পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইনের কত ধারায় রাজ্য সরকারকে নিয়মাবলি প্রণয়নের ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে ?

উঃ **২২৪ নং ধারায়।**

১৪২) পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইনের কোন ধারা বলে রাজ্য সরকার গ্রাম পঞ্চায়েতকে নির্দেশ দিতে পারেন। [Sec. 16]

উঃ **২১২ নং ধারায়।**

১৪৩) পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইনের কোন ধারা বলে রাজ্য সরকার প্রধান ও উপপ্রধানকে অপসারণ করতে পারেন।

উঃ **২১৩ নং ধারায়।**

১৪৪) কী কারণে অপসারণ করতে পারেন ?

উঃ **যদি প্রধান অথবা উপপ্রধান ইচ্ছাকৃতভাবে পঞ্চায়েত আইন অথবা নিয়ম অথবা কোন নির্দেশ অমান্য করেন অথবা আইন দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতার অপব্যবহার করেন।**

১৪৫) পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইনের কোন ধারা বলে দলত্যাগ জনিত কারণে গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য পদ বাতিল করা হয়।

উঃ **২১৩-ক ধারায়।**

১৪৬) এইরূপ ক্ষেত্রে সদস্যপদ বাতিলের কর্তৃপক্ষ কে ?

উঃ **নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ। গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রে বি. ডি. ও।**

১৪৭) কোন কোন ক্ষেত্রে প্রধান, উপপ্রধান অথবা অন্য কোনো পদাধিকারী বা সদস্যকে সাময়িক বরখাস্ত করা যায় (সাসপেনসন) (ধারা ২১৩খ) ?

উঃ যদি তিনি -

ক) হিসাব পত্রের নিরীক্ষার উপর কৃত কোনো পরিদর্শন প্রতিবেদন থেকে আপাত দৃষ্টিতে অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গ বা অবহেলা বা গুরুতর আর্থিক অনিয়ম বা অনুচিত কোনো কাজ করার জন্য অপরাধী সাব্যস্ত হয়ে থাকেন, বা

খ) ক্ষমতা সম্পন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুষ্ঠিত কোনো পরিদর্শনে আপাতদৃষ্টিতে অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গ, আর্থিক অনিয়ম, অনায্য লাভের জন্য ক্ষমতার অপব্যবহার বা অপপ্রয়োগ বা কর্তব্যের গুরুতর অবহেলার দোষ করে থাকেন, বা

গ) ৮ ধারার (জ) ক্লজে উল্লিখিত অপরাধমূলক কোনো আরোপের ভিত্তিতে তার বিরুদ্ধে গৃহীত কোনো কার্যবাহে জড়িয়ে পড়েন এবং ঐ কার্যবাহের অনুসরণে হয় তাকে ৪৮ ঘন্টার বেশি কোনো সময়সীমার জন্য হেফাজতে আটক করা হয়ে থাকে অথবা কোনো ক্ষমতাসম্পন্ন আদালতে তার বিরুদ্ধে এরূপ আরোপ গঠন করা হয়ে থাকে যার ভিত্তিতে সি.আর.পি.সি ১৯৭৩-এর ধারণায় ও অর্থে নির্দিষ্ট ভাবে অভিযুক্ত হন।

১৪৮) পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েতের কোন ধারা বলে এবং কোন অবস্থায় রাজ্য সরকার গ্রাম পঞ্চায়েতকে বাতিল করতে পারেন। ?

উঃ ২১৪ নং ধারায়। যদি রাজ্য সরকারের এই অভিমত হয় যে কোনো গ্রাম পঞ্চায়েত ঃ-

ক) এই আইন বা অন্য কোনো বিধির দ্বারা আরোপিত কর্তব্য সমূহ সম্পাদনে অযোগ্যতার পরিচয় দিয়েছে বা এইরূপ কর্তব্যসমূহ সম্পাদন করতে বারংবার ব্যর্থ হয়েছে।

খ) তার ক্ষমতার সীমা অতিক্রম করেছে বা ঐ ক্ষমতাসমুহের অপপ্রয়োগ করেছে।

উপসমিতির গঠন

১) গ্রাম পঞ্চায়েত উপসমিতি কেন গঠন করতে হবে ?

উঃ পশ্চিমবঙ্গে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির কাজের দায়িত্ব এখন আগের থেকে অনেক বেড়েছে। গ্রামের মানুষকে ভাল রাখার দায়িত্ব ও গ্রাম পঞ্চায়েতের অনেকটাই। এত কাজের ভার একা প্রধান বা উপ-প্রধানের পক্ষে সুষ্ঠভাবে বইতে পারা সম্ভব নয়। যাতে গ্রাম পঞ্চায়েতের সকল সদস্য গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজগুলিকে ভাগ করে নিয়ে করতে পারেন আর গ্রামের মানুষকে ভাল রাখতে পারেন সেই কারণে পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইনে উপসমিতি গঠন করার কথা বলা হয়েছে। এক-একটি উপসমিতি এক এক রকমের কাজ ভাগ করে নিয়ে করতে পারবে। তাতে সব কাজগুলিই ভালভাবে করা যাবে। অবশ্য সামগ্রিক পরিচালনার একটা দায়িত্ব প্রধানের উপর (যেহেতু প্রধান ও উপ-প্রধান পদাধিকারবলে সব উপসমিতিরই সদস্য) থেকেই যায়।

২) যদি কোনো গ্রাম পঞ্চায়েত উপসমিতি গঠন করতে না চায় তাহলে কি হবে ?

উঃ তাহলে আইন অনুযায়ী গ্রাম পঞ্চায়েতকে শাস্তি দেওয়া হবে। যদি কোনো গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সেই গ্রাম পঞ্চায়েতের উপসমিতি গঠনে বাধা দেন, তাহলে সেই প্রধানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আর যদি গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যগণ সকলে বা কেউ কেউ উপসমিতি গঠন করতে বাধা দেন, তাহলে সেই সদস্যদের বিরুদ্ধে বা গ্রাম পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

৩) গ্রাম পঞ্চায়েতের উপসমিতি কখন গঠন করতে হবে ?

উঃ পঞ্চায়েত সাধারণ নির্বাচনের পরে যেদিন গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান নির্বাচন হবে সেইদিন থেকে তিন মাসের মধ্যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সাধারণ সভা ডেকে উপসমিতির সদস্য নির্বাচন করে উপসমিতি গঠন করতে হবে। সংশ্লিষ্ট ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক বা বিডিও এই সাধারণ সভা ডেকে নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবেন।

৪) উপসমিতি কতদিন কার্যকর থাকবে ?

উঃ গ্রাম পঞ্চায়েত যতদিন কার্যকর থাকবে, উপসমিতিও ততদিনই কার্যকরী থাকবে। সাধারণভাবে পঞ্চায়েত সাধারণ নির্বাচনের পরে প্রথম সভা থেকে একটি গ্রাম পঞ্চায়েত ৫ বছরের জন্য কার্যকর থাকে।

উপসমিতিগুলিও ঐ ৫ বছর কার্যকরী থাকবে। পরবর্তী পঞ্চায়েত সাধারণ নির্বাচনের পরে নতুন সদস্যরা ক্ষমতায় এলে আবার নতুন করে উপসমিতি গঠন করতে হবে।

৫) গ্রাম পঞ্চায়েতে কয়টি উপসমিতি থাকে ও কী কী ?

উঃ **গ্রাম পঞ্চায়েতে সাধারণত ৫টি উপসমিতি থাকে। ৫টি উপসমিতি হল-**

ক) অর্থ ও পরিকল্পনা উপসমিতি

খ) কৃষি ও প্রাণীসম্পদ বিকাশ উপসমিতি

গ) শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য উপসমিতি

ঘ) নারী, শিশু উন্নয়ন ও সমাজকল্যাণ উপসমিতি

ঙ) শিল্প ও পরিকাঠামো উপসমিতি

৬) যদি কোনো গ্রাম পঞ্চায়েত এই ৫টি উপসমিতির বেশি আর কোনো উপসমিতি গঠন করতে চায় তাহলে কি করতে পারে ?

উঃ **হ্যাঁ পারে। তবে এই ৫টি উপসমিতির বেশি আর কোনো উপসমিতি গঠন করতে হলে গ্রাম পঞ্চায়েতকে রাজ্য সরকারের থেকে অনুমতি নিতে হবে। কেবলমাত্র নিজের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কোনো গ্রাম পঞ্চায়েত কোনো উপসমিতি গঠন করতে পারবে না।**

৭) গ্রাম পঞ্চায়েতের কোনো উপসমিতিতে সদস্য হিসাবে কারা থাকবেন ?

উঃ **অর্থ ও পরিকল্পনা উপসমিতি ছাড়া বাকি ৪টি উপসমিতির ক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েতের সরাসরি নির্বাচিত সদস্য ও ঐ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা থেকে পঞ্চায়েত সমিতিতে নির্বাচিত সদস্য যাঁরা ঐ গ্রাম পঞ্চায়েতের পদাধিকারবলে সদস্য (পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ও সহকারী সভাপতি বাদে, কারণ তাঁরা পদাধিকারবলে গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য নন)- তাঁদের মধ্যে থেকেই উপসমিতির সদস্য নির্বাচিত হবেন। তবে গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ও উপপ্রধান সব উপসমিতিরই সদস্য হবেন (পদাধিকারবলে)। এছাড়া সরকারি আদেশবলে গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্মচারী এবং সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে থেকেও উপসমিতিগুলির সদস্য নিয়োগ করা হয়েছে, যার তালিকা পরে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া সরকারি আদেশবলে কয়েকজন সরকারি আধিকারিক, কর্মচারী ও পদাধিকারীকে বিভিন্ন উপসমিতিতে আমন্ত্রিত সদস্য হিসাবেও যুক্ত করা হয়েছে যার তালিকাও পরে দেওয়া হয়েছে।**

৮) উপসমিতিগুলিতে মহিলা সদস্যের সংখ্যা কি নির্দিষ্ট ?

উঃ **নারী, শিশু উন্নয়ন ও সমাজকল্যাণ উপসমিতি ছাড়া বাকি উপসমিতিগুলিতে মহিলা সদস্যের সংখ্যা নির্দিষ্ট করা নেই। শুধু নারী, শিশু উন্নয়ন ও সমাজকল্যাণ উপসমিতিতে প্রধান ও উপপ্রধান সহ নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে অন্তত অর্ধেক সদস্য মহিলা হতেই হবে।**

৯) একটি উপসমিতিতে কতজন সদস্য নির্বাচিত হতে পারেন ?

উঃ **একটি উপসমিতিতে কত জন সদস্য নির্বাচিত হতে পারেন সেই সংখ্যাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট সদস্য সংখ্যার উপর নির্ভর করবে। গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট সদস্য সংখ্যা ১০ বা তার কম হলে প্রত্যেক উপসমিতিতে ১ জন মাত্র সদস্য নির্বাচিত হতে পারবেন, গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট সদস্য সংখ্যা ১১ থেকে ২০ হলে প্রত্যেক উপসমিতিতে ২ জন মাত্র সদস্য নির্বাচিত হতে পারবেন, গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট সদস্য সংখ্যা ২১ বা তার বেশী হলে প্রত্যেক উপসমিতিতে ৩ জন মাত্র সদস্য নির্বাচিত হতে পারবেন।**

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, গ্রাম পঞ্চায়েতের সরাসরি নির্বাচিত সদস্য এবং স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতির যে সব সদস্য পদাধিকারবলে ঐ গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য, তাঁদের সকলকে নিয়েই গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট সদস্য বোঝানো হয়েছে।

১০) পঞ্চায়েত সমিতির যে সব সদস্য পদাধিকারবলে গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য উপসমিতির সদস্য নির্বাচনের সময় তাঁরা ভোট দিতে পারবেন ?

উঃ **হ্যাঁ, পারবেন।**

১১) একজন গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য সর্বাধিক কয়টি উপসমিতির সদস্য হতে পারেন ?

উঃ **একজন গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য সর্বাধিক দুটি উপসমিতির সদস্য হতে পারবেন।**

১২) উপসমিতির নেতৃত্ব দেবেন কে ?

উঃ **অর্থ ও পরিকল্পনা উপসমিতি ছাড়া প্রত্যেকটি উপসমিতিতে সেই উপসমিতির সদস্যরা তাঁদের মধ্যে থেকে একজনকে সঞ্চালক হিসাবে নির্বাচন করবেন। সঞ্চালক-ই সেই উপসমিতির নেতৃত্ব দেবেন।**

১৩) সঞ্চালক নির্বাচনের কি কোনো নির্দিষ্ট সময় আছে ?

উঃ **হ্যাঁ আছে। যেদিন উপসমিতির সদস্য নির্বাচন করে উপসমিতি গঠন করা হবে তার এক সপ্তাহের মধ্যে সেই উপসমিতির সঞ্চালক নির্বাচন করতে হবে।**

১৪) অর্থ ও পরিকল্পনা উপসমিতির সদস্য কারা হবেন ?

উঃ **অর্থ ও পরিকল্পনা উপসমিতির সদস্য হবেন প্রধান, উপপ্রধান এবং অন্য ৪টি উপসমিতির প্রত্যেকটির সঞ্চালক। এছাড়া সরকারি আদেশবলে গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্মচারী এবং সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে থেকেও এই উপসমিতির সদস্য নিয়োগ করা হয়েছে, যার তালিকা পরে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের স্বীকৃত বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে যে দলের সদস্য সংখ্যা সব থেকে বেশি সেই দলের নেতাও পদাধিকারবলে অর্থ ও পরিকল্পনা উপসমিতির সদস্য হবেন।**

১৫) যদি কোনো গ্রাম পঞ্চায়েতে দুই বা তার বেশি স্বীকৃত জাতীয় দল বা রাজ্য দলের বিরোধী সদস্য সংখ্যা সমান হয়ে যায় তাহলে সেই বিরোধী সদস্যদের মধ্যে কে অর্থ ও পরিকল্পনা উপসমিতির সদস্য হবেন ?

উঃ **সেক্ষেত্রে ভারতের নির্বাচন কমিশন প্রজ্ঞাপন জারি করে জাতীয় ও রাজ্য দলের যে ক্রমবিন্যাস ঠিক করে দেবেন, তা অনুসরণ করে জাতীয় দলকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।**

১৬) যদি কোনো গ্রাম পঞ্চায়েতে কোনো স্বীকৃত বিরোধী দবের সদস্য না থাকেন, অথচ বিরোধী সদস্য হিসাবে কোনো নির্দল সদস্য থাকেন তাহলে তিনি কি অর্থ ও পরিকল্পনা উপসমিতির সদস্য হবেন ?

উঃ **হ্যাঁ, সেক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েতের সরাসরি নির্বাচিত কোনো বিরোধী নির্দল সদস্য পদাধিকারবলে অর্থ ও পরিকল্পনা উপসমিতির সদস্য হবেন। যদি কোনো গ্রাম পঞ্চায়েতে সরাসরি নির্বাচিত একাধিক বিরোধী নির্দল সদস্য থাকেন, তাহলে তাঁদের মধ্যে যিনি বয়সে বড় তিনি-ই পদাধিকারবলে অর্থ ও পরিকল্পনা উপসমিতির সদস্য হবেন।**

১৭) অর্থ ও পরিকল্পনা উপসমিতির সঞ্চালক কে হবেন ?

উঃ **কোনো গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পদাধিকার বলে সেই গ্রাম পঞ্চায়েতের অর্থ ও পরিকল্পনা উপসমিতির সঞ্চালক হবেন।**

১৮) কোনো গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অর্থ ও পরিকল্পনা উপসমিতি ছাড়া কি আর কোনো উপসমিতির সঞ্চালক হতে পারেন ?

উঃ **হ্যাঁ, কোনো গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অর্থ ও পরিকল্পনা উপসমিতি ছাড়া আর অন্য ৪টি উপসমিতির মধ্যে যেকোনো একটি উপসমিতির সঞ্চালক হতে পারেন। অর্থাৎ, প্রধান অর্থ ও পরিকল্পনা উপসমিতি সহ দুটির বেশি উপসমিতির সঞ্চালক হতে পারবেন না।**

১৯) উপপ্রধান কি কোনো উপসমিতির সঞ্চালক হতে পারেন ?

উঃ **হ্যাঁ, কোনো গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান কোনো উপসমিতির সঞ্চালক হতে পারেন।**

২০) পঞ্চায়েত সমিতির যে সদস্য পদাধিকারবলে কোনো গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য, তিনি কি কোনো উপসমিতির সঞ্চালক হতে পারেন ?

উঃ **হ্যাঁ, পারেন।**

২১) কোন উপসমিতিতে সঞ্চালক হতে গেলে কি মহিলা হতেই হবে ?

উঃ **নারী, শিশু উন্নয়ন ও সমাজকল্যাণ উপসমিতির সঞ্চালককে মহিলা হতেই হবে।**

২২) কোনো উপসমিতির পদাধিকারবলে সদস্য হিসাবে যুক্ত কোনো গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্মচারী বা সরকারি কর্মচারী বা কোনো আমন্ত্রিত সদস্য কি সেই উপসমিতির সঞ্চালক নির্বাচনে অংশ নিতে পারেন ?

উঃ **না, কখনই পারেন না।**

২৩) কোনো উপসমিতির সদস্য যদি কোনো কারণে সেই উপসমিতির সদস্যপদ থেকে পদত্যাগ করতে চান, তাহলে তিনি কার কাছে তাঁর পদত্যাগ পত্র জমা দেবেন ?

উঃ **সেই উপসমিতির সদস্যকে গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের কাছে লিখিত পদত্যাগ পত্র জমা দিতে হবে। প্রধানের কাছে লিখিত পদত্যাগ পত্র জমা দেওয়ার পরে ঐ পদত্যাগ পত্র গ্রাম পঞ্চায়েতের পরবর্তী সভায় পেশ করতে হবে। গ্রাম পঞ্চায়েতের ঐ সভায় পদত্যাগ পত্রটি গৃহীত হবে তবেই সেই সদস্যের পদটি ফাঁকা হবে।**

২৪) কোনো উপসমিতির সদস্য যদি কোনো কারণে সেই উপসমিতির সদস্যপদ থেকে পদত্যাগ করেন, তাহলে কি তাঁকে গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যপদ থেকেও পদত্যাগ করতে হবে ?

উঃ **না, কখনই নয়। শুধুমাত্র কোনো উপসমিতির সদস্যপদ থেকে সেই উপসমিতির কোনো সদস্য পদত্যাগ করলেও তিনি গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য থাকবেন।**

২৫) যদি গ্রাম পঞ্চায়েতের কোনো সদস্য দুটি উপসমিতিতে সদস্য থাকেন, তাহলে তিনি কে কোনো কারণে যোকোনো একটি উপসমিতির সদস্যপদ থেকে পদত্যাগ করতে পারেন, নাকি তাঁকে একসঙ্গে দুটি উপসমিতি থেকেই পদত্যাগ করতে হবে ?

উঃ **যদি গ্রাম পঞ্চায়েতের কোনো সদস্য দুটি উপসমিতিতে সদস্য হিসাবে থাকেন তাহলে যদি কোনো কারণে কোনো একটি উপসমিতির সদস্যপদ থেকে পদত্যাগ করেনও, তাহলেও তিনি অন্য উপসমিতিটির সদস্য হিসাবে থাকবেন। সেই সদস্য প্রধানের কাছে যে লিখিত পদত্যাগ পত্রটি জমা দেবেন, তাতেই উল্লেখ করে দেবেন যে কোন উপসমিতির সদস্যপদ থেকে তিনি পদত্যাগ করতে চান।**

২৬) পদাধিকারবলে যাঁরা উপসমিতির সদস্য অর্থাৎ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ও উপপ্রধান এবং সরকারি আদেশবলে যে সকল গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্মচারী, সরকারি কর্মচারী বা আমন্ত্রিত সদস্য উপসমিতির সদস্য, তাঁরাও কি কোনো কারণে কোনো উপসমিতি থেকে পদত্যাগ করতে পারেন ?

উঃ **না, কখনই পারেন না। তবে প্রধান বা উপপ্রধান যদি কোনো কারণে তাঁর পদ থেকে অপসারিত হন তাহলে সাধারণ নিয়মেই তিনি আর পদাধিকারবলে উপসমিতির সদস্য থাকবেন না।**

২৭) কোনো উপসমিতির সঞ্চালক সভা ডাকলে এবং সেই উপসমিতিতে সরকারি আদেশবলে যে সকল গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্মচারী, সরকারি কর্মচারী বা আমন্ত্রিত ব্যক্তি সদস্য হিসাবে আছেন তাঁরা সেই সভার নোটিশ পেলে কেউ কি উপসমিতির সভায় যেতে অস্বীকার করতে পারেন ?

উঃ **না, সেই সভার নোটিশ পেলে কখনই তাঁরা উপসমিতির সভায় যেতে অস্বীকার করতে পারেন না।**

২৮) কোনো উপসমিতির সঞ্চালক যদি কোনো কারণে সেই উপসমিতির সঞ্চালক পদ থেকে পদত্যাগ করতে চান, তাহলে তিনি কার কাছে তাঁর পদত্যাগ পত্র জমা দেবেন ?

উঃ **গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের কাছে লিখিত পদত্যাগ পত্র জমা দিতে হবে। প্রধানের কাছে লিখিত পদত্যাগ পত্র জমা দেওয়ার পরে ঐ পদত্যাগ পত্র গ্রাম পঞ্চায়েতের পরবর্তী সভায় পেশ করতে হবে। গ্রাম পঞ্চায়েতের ঐ সভায় পদত্যাগ পত্রটি গৃহীত হলে তবেই সেই সঞ্চালকের পদটি ফাঁকা হবে।**

২৯) পদত্যাগ, মৃত্যু বা অন্য কোনো কারণে যদি কোনো উপসমিতির সঞ্চালক বা কোনো সদস্যর পদ ফাঁকা হয়ে যায়, তাহলে সেই পদ আবার কীভাবে পূরণ করতে হবে ?

উঃ **প্রথম উপসমিতি গঠনের সময় যে নিয়মে সদস্য নির্বাচন হয়েছিল সেই নিয়মেই আবার সদস্য নির্বাচন করতে হবে। নতুন সঞ্চালক নির্বাচনের ক্ষেত্রেও আগের সঞ্চালক নির্বাচনের নিয়ম মেনে করতে হবে।**

৩০) উপসমিতির সচিব কে হবেন ?

উঃ **অর্থ ও পরিকল্পনা উপসমিতি ছাড়া বাকী ৪টি উপসমিতির ক্ষেত্রে সরকারি আদেশবলে যে সকল গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্মচারী ও সরকারি কর্মচারীকে উপসমিতিগুলির সদস্য যুক্ত করা হয়েছে তাঁদের মধ্যে থেকেই একজনকে সচিব হিসাবে নির্বাচন করতে হবে।**

অর্থ ও পরিকল্পনা উপসমিতির ক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েতের সচিবই পদাধিকারবলে সচিব হবেন।

৩১) অর্থ ও পরিকল্পনা উপসমিতি ছাড়া বাকী ৪টি উপসমিতির সচিব কারা নির্বাচন করবেন ?

উঃ **আইনের ৩২ক ধারার (৩) উপধারার (ক) ও (খ) দফায় উল্লিখিত সদস্যগণ উপসমিতির সভায় ওই উপধারার (গ) দফা অনুযায়ী নিযুক্ত সদস্যদের মধ্যে থেকে একজনকে সচিব নির্বাচিত করবেন।**

৩২) গ্রাম পঞ্চায়েতের কোনো সদস্য কি কোনো উপসমিতির সচিব হতে পারেন ?

উঃ **না।**

৩৩) কোনো উপসমিতির কোনো আমন্ত্রিত সদস্যকে কি সেই উপসমিতির সচিব হিসাবে নির্বাচিত করা যেতে পারে?

উঃ **না, কখনই উপসমিতির কোনো আমন্ত্রিত সদস্যকে সেই উপসমিতির সচিব হিসাবে নির্বাচিত করা যাবে না।।**

৩৪) কোনো উপসমিতির সচিবের পদ যদি কোনো কারণে ফাঁকা থাকে তাহলে সেই উপসমিতির সচিবের কাজ কে চালাবেন ?

উঃ **সেক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েতের সচিব-ই ঐ উপসমিতির সচিবের কাজ চালাবেন। কোনো গ্রাম পঞ্চায়েতের সচিবের পদও যদি ফাঁকা থাকে সেক্ষেত্রে ঐ গ্রাম পঞ্চায়েতের সচিবের কাজ চালানোর দায়িত্ব যাঁকে দেওয়া হয়েছে তিনিই অর্থ ও পরিকল্পনা উপসমিতির সচিবের কাজ চালাবেন। অন্য কোনো উপসমিতির সচিবের পদ ফাঁকা থাকলেও তাঁকেই দায়িত্ব নিতে হবে।**

৩৫) ৫টি উপসমিতিতে সরকারি আদেশবলে গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্মচারী, সরকারি কর্মচারী বা আমন্ত্রিত সদস্য হিসাবে কে কে যুক্ত থাকবেন ?

উঃ **৫টি উপসমিতিতে সরকারি আদেশবলে যে সকল গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্মচারী, সরকারি কর্মচারী বা আমন্ত্রিত সদস্যদের উপসমিতির সঙ্গে যুক্ত করার কথা বলা হয়েছে উপসমিতি ধরে ধরে তাঁদের তালিকা নীচে দেওয়া হল**

ক) অর্থ ও পরিকল্পনা উপসমিতি ঃ

গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্বাহী সহায়ক (ই.এ.),

গ্রাম পঞ্চায়েতের সচিব,

রাজস্ব পরিদর্শক (আর.আই)

খ) কৃষি ও প্রাণী সম্পদ বিকাশ উপসমিতি ঃ

গ্রাম পঞ্চায়েতের সহায়ক,

প্রাণী সম্পদ বিকাশ সহায়ক (এল.ডি.এ.)

কৃষি প্রযুক্তি সহায়ক (কে.পি.এস.),

মৎস্য চাষ উন্নয়ন আধিকারিক (ব্লকের এফ.ডি.ও.) (আমন্ত্রিত সদস্য)

গ) শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য উপসমিতি ঃ

গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্বাহী সহায়ক (ই.এ.)

স্বাস্থ্য তত্ত্বাবধায়ক (হেল্থ্ সুপারভাইজার)

গ্রাম পঞ্চায়েত কেন্দ্রের অবস্থিত উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের মহিলা স্বাস্থ্য সহায়ক (ফিমেল হেল্থ অ্যাসিস্ট্যান্ট),

সুসংহত শিশুবিকাশ প্রকল্প তত্ত্বাবধায়ক (আই.সি.ডি.এস. সুপারভাইজার),

গ্রাম শিক্ষা কমিটি (ভি.ই.সি.)-র সভাপতি (আমন্ত্রিত সদস্য),

শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের পরিচালন সমিতির সভাপতি (আমন্ত্রিত সদস্য),

গ্রামীণ উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের সহকারী ধাত্রী সেবিকা (এ.এন.এম.) (আমন্ত্রিত সদস্য)

ঘ) নারী, শিশু উন্নয়ন ও সমাজকল্যাণ উপসমিতি ঃ

গ্রাম পঞ্চায়েতের সচিব,

স্বাস্থ্য তত্ত্বাবধায়ক (হেল্‌থ্ সুপারভাইজার),

শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের সহায়িকা (আমন্ত্রিত সদস্য),

সুসংহত শিশুবিকাশ প্রকল্প তত্ত্বাবধায়ক (আই.সি.ডি.এস. সুপারভাইজার) (আমন্ত্রিত সদস্য)

ঙ) শিল্প ও পরিকাঠামো উপসমিতি ঃ

গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্মসহায়ক বা নির্মাণ সহায়ক,

রাজস্ব পরিদর্শক (আর.আই)

৩৬) কোনো একটি উপসমিতিতে যুক্ত আমন্ত্রিত সদস্যদের কি সেই উপসমিতির প্রত্যেকটি সভাতেই নোটিশ দিয়ে ডাকতে হবে ?

উঃ সরকারি আদেশবলে যে সকল পদাধিকারীকে আমন্ত্রিত সদস্য হিসাবে যে উপসমিতির সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে, সেই উপসমিতির কাজে সেই সকল ব্যক্তি সহায়তা করতে পারবেন বলেই তাঁদের যুক্ত করা হয়েছে। তাই কোনো একটি উপসমিতিতে যুক্ত আমন্ত্রিত সদস্যদের সেই উপসমিতির প্রত্যেকটি সভাতেই নোটিশ দিয়ে ডাকতে হবে।

এক্ষেত্রে উদাহরণ হিসাবে বলা যায় শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য উপসমিতিতে আমন্ত্রিত সদস্য হিসাবে গ্রাম শিক্ষা কমিটি (ভি.ই.সি.)-র সভাপতি এবং শিশু শিক্ষা কেন্দ্র পরিচালন সমিতির সভাপতির কথা বলে হয়েছে। যদি গ্রাম পঞ্চায়েত মনে করে এবং সিদ্ধান্ত নেয় যে কোনো একটি নিদিষ্ট ভি.ই.সি. এবং একটি নির্দিষ্ট শিশু শিক্ষা কেন্দ্র পরিচালন সমিতির সভাপতিকেই ঐ উপসমিতির প্রতিটি সভায় আমন্ত্রণ জানানো হবে তাহলে শুধু তাঁদেরই ঐ উপসমিতির প্রতিটি সভার জন্য নোটিশ পাঠাতে হবে। আবার গ্রাম পঞ্চায়েত যদি মনে করে এবং সিদ্ধান্ত নেয় যে ঐ গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকার মধ্যে যতগুলি ভি.ই.সি. ও শিশু শিক্ষা কেন্দ্র পরিচালন সমিতি আছে তার প্রত্যেকটির সভাপতিকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এক একটি সভায় আমন্ত্রণ জানানো যেতে পারে তাহলে উপসমিতিকে সেভাবেই যে সভায় যাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হবে তাঁকেই নোটিশ পাঠাতে হবে।

৩৭) উপসমিতিগুলিকে কয়টি সভা করতে হবে ?

উঃ প্রতিটি উপসমিতির ক্ষেত্রেই সবথেকে কম করে বছরে ছয়টি সভা করতেই হবে। তবে দরকার হলে তার থেকে বেশি সভাও উপসমিতিতে সিদ্ধান্ত নিয়ে করা যেতে পারে।

৩৮) বছরের যেকোনো সময় ঐ ছয়টি সভা করলেই হবে ?

উঃ **সাধারণভাবে বছরে সবথেকে কম করে ছয়টি সভা করার কথা আইনে বলা হয়েছে। তবে উপসমিতিগুলিকে কার্যকরী করতে হলে মোটামুটি দুই মাস অন্তর একটি করে সভা করাই ভালো। এছাড়া প্রয়োজন মনে করলে ছয়টির বেশি সভা করতে কোনো বাধা নেই।**

৩৯) উপসমিতির সভা কে ডাকবেন ?

উঃ **উপসমিতির সঞ্চালকের সঙ্গে আলোচনা করে সঞ্চালকের ঠিক করে দেওয়া নির্দিষ্ট তারিখ ও সময়ে সভা করার জন্য উপসমিতির সচিব নোটিশ জারি করবেন। উপসমিতির সভা কবে হবে, অর্থাৎ তারিখ এবং কখন হবে, অর্থাৎ সময় ঠিক করবেন সেই উপসমিতির সঞ্চালক।**

৪০) যদি কোনো উপসমিতির সঞ্চালক কোনো কারণে সভা ডাকতে না পারেন, তাহলে উপসমিতির সভা কে ডাকবেন ?

উঃ **সেক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সেই উপসমিতির সভা ডাকবেন। কিন্তু প্রধান কোনো উপসমিতির ক্ষেত্রেই পরপর তিনটির বেশি সভা ডাকতে পারবেন না।**

এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে কোনো উপসমিতির পরপর তিনটি সভা প্রধান ডাকার পরে যদি সেই উপসমিতির চতুর্থ সভাটি সেই উপসমিতির সঞ্চালক ডাকেন এবং তার পরবর্তী সভাটি, অর্থাৎ পঞ্চম সভাটি আবার কোনো কারণে সঞ্চালক যদি ডাকতে না পারেন, তাহলে সেই পঞ্চম সভাটি প্রধান আবার ডাকতে পারেন।

৪১) উপসমিতির সভা কত রকমের হতে পারে ?

উঃ **উপসমিতির সভা দুই রকমের হতে পারে ঃ (১) সাধারণ সভা, (২) জরুরী সভা।**

৪২) উপসমিতির সভা কোথায় হবে ?

উঃ **উপসমিতির সব সভাই গ্রাম পঞ্চায়েতের অফিসে করতে হবে।**

৪৩) উপসমিতির সাধারণ সভার নোটিশ কতদিন আগে উপসমিতির সদস্যদের কাছে পৌঁছতে হবে ?

উঃ **কমপক্ষে ৭ দিন আগে।**

৪৪) উপসমিতির জরুরী সভার নোটিশ কতদিন আগে উপসমিতির সদস্যদের কাছে পৌঁছতে হবে ?

উঃ **কমপক্ষে ৩ দিন আগে।**

৪৫) উপসমিতির সভা ডাকার নোটিশ কাদের দিতে হবে ?

উঃ **সেই উপসমিতির সকল সদস্যকেই দিতে হবে। এখানে সকল সদস্য বলতে সেই উপসমিতির সদস্য সকল জনপ্রতিনিধি এবং সরকারি আদেশবলে সেই উপসমিতিতে যুক্ত গ্রাম পঞ্চায়েত কর্মচারী, সরকারি কর্মচারী ও আমন্ত্রিত সদস্যগণকেও বোঝানো হচ্ছে।**

৪৬) উপসমিতির সভার নোটিশ কী কী বিষয়ের উল্লেখ থাকবে ?

উঃ **নোটিশ নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উল্লেখ থাকবে ঃ**

১) উপসমিতির সভাটি কী ধরণের সভা- সাধারণ, না জরুরী

২) কোন তারিখে এবং কোন সময়ে সভাটি হবে

৩) সভায় কী কী বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে।

৪৭) জরুরী সভায় কয়টি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা যাবে ?

উঃ **জরুরী সভায় একটি মাত্র বিষয় নিয়ে আলোচনা করা যাবে। জরুরী সভার জন্য পাঠানো নোটিশেও আলোচ্যসূচিতে শুধু সেই বিষয়টিরই উল্লেখ থাকবে।**

৪৮) কতজন সদস্য উপস্থিত থাকলে উপসমিতির সভার কোরাম হয় ?

উঃ **সরকারি আদেশবলে কোনো উপসমিতিতে যুক্ত গ্রাম পঞ্চায়েত কর্মচারী, সরকারি কর্মচারী ও আমন্ত্রিত সদস্য ছাড়া উপসমিতির বাকি সদস্যদের মধ্যে অন্তত দুই জন সদস্য উপস্থিত থাকলে তবেই সভার কোরাম হবে এবং সভার কাজ শুরু করা যাবে।**

কোনো উপসমিতির সভার কোরাম হওয়ার জন্য সরকারি আদেশবলে কোনো উপসমিতিতে যুক্ত গ্রাম পঞ্চায়েত কর্মচারী, সরকারি কর্মচারী ও আমন্ত্রিত সদস্যদের কোনো ভূমিকা নেই।

৪৯) উপসমিতির সভা কখন মুলতুবী হয়ে যায় ?

উঃ **দুটি কারণে কোনো উপসমিতির সভা মুলতুবী হতে পারে ঃ**

১) যদি দেখা যায় যে সেই উপসমিতির কোনো একজন সদস্য সভার নোটিশ পান নি।

২) সভা যে সময়ে শুরু হবার কথা ছিল তার আধঘন্টা পরেও যদি সভায় কোরাম না হয়।

(৫০) মুলতুবী সভা আবার কখন হবে ?

উঃ **যেদিন সভা মুলতুবী হবে তার পরের সপ্তম দিনে সঞ্চালকের স্থির করে দেওয়া সময়ে ও স্থানে মুলতুবী সভা হবে।**

(৫১) মুলতুবী সভার কোরাম কীভাবে হবে ?

উঃ **মুলতুবী সভায় কোরামের দরকার হয় না।**

(৫২) মুলতুবী সভায় কী কী বিষয় আলোচনা হবে ?

উঃ **আগের যে সভাটি মুলতুবী হয়ে গিয়েছিল সেখানে যে যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করার কথা ছিল ঠিক সেই বিষয়গুলিই মুলতুবী সভায় আলোচিত হবে।**

(৫৩) উপসমিতির সভায় সভাপতিত্ব করবেন ?

উঃ **উপসমিতির সভায় সভাপতিত্ব করবেন সেই উপসমিতির সঞ্চালক।**

(৫৪) যদি উপসমিতির সভায় সঞ্চালক কোনো কারণে উপস্থিত না থাকেন তাহলে সেই উপসমিতির সভায় কে সভাপতিত্ব করবেন ?

উঃ **সরকারি আদেশবলে কোনো উপসমিতিতে যুক্ত গ্রাম পঞ্চায়েত কর্মচারী, সরকারি কর্মচারী ও আমন্ত্রিত সদস্য ছাড়া উপসমিতির বাকি সদস্যদের মধ্যে যে কোনো একজন সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে সেই সভায় সভাপতিত্ব করতে পারেন।**

(৫৫) উপসমিতির সদস্যরা উপসমিতির সভায় হাজির কিনা তা কীভাবে বোঝা যাবে ?

উঃ **প্রত্যেক উপসমিতির সভার জন্য আলাদা আলাদা একটি করে হাজিরা ও কার্যবিবরণী বই রাখতে হবে। এই বইতে সভায় উপস্থিত সকল সদস্যই স্বাক্ষর করবেন বা বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে টিপ সই দেবেন।**

(৫৬) হাজিরা ও কার্যবিবরণী বইতে যে সকল সদস্য টিপ সই দেবেন, তাঁরা কখন টিপ সই দেবেন ?

উঃ **হাজিরা ও কার্যবিবরণী বইতে যে সকল সদস্য টিপ সই দেবেন তাঁরা উপসমিতির সভার শুরুতে ঐ সভার সভাপতির সামনে টিপ সই দেবেন এবং ঐ সভার সভাপতি ঐ টিপ সইগুলিকে প্রত্যয়িত করবেন।**

(৫৭) উপসমিতির সভার রেজলিউশন (কার্যবিবরণী) কোথায় লিখতে হবে ?

উঃ **উপসমিতির জন্য নির্দিষ্ট হাজিরা ও কার্যবিবরণী খাতায় সেই উপসমিতির সভার রেজলিউশন লিখতে হবে। উপসমিতির কোনো সভা শুরু হওয়ার আগে সেই সভার তারিখ, সভার সময় এবং সভায় কী কী বিষয় আলোচনা হবে সেগুলি রেজলিউশন খাতায় লিখতে হবে। ঐ সভার জন্য সদস্যদের পাঠানো নোটিশে যে সব বিষয় আলোচনা হবে বলে জানানো হয়েছিল, সেই বিষয়গুলিই আলোচ্যসূচিতে রাখতে হবে।**

(৫৮) সভার রেজলিউশন কখন লিখতে হবে ?

উঃ **সভা চলাকালীনই সভার রেজলিউশন লিখতে হবে। সভা শেষ হওয়ার আগে সেই রেজলিউশন লিখে সভায় উপস্থিত সকলকে পড়ে শোনাতে হবে। সবশেষে সেই সভার সভাপতি ঐ লিখিত রেজলিউশনের নিচে সই করবেন।**

(৫৯) উপসমিতির সভার রেজলিউশন কে লিখবেন ?

উঃ **সাধারণভাবে কোনো উপসমিতির সভার রেজলিউশন লিখবেন সেই উপসমিতির সচিব। যদি কোনো কারণে কোনো উপসমিতির সভায় সেই উপসমিতির সচিব উপস্থিত না থাকেন, বা উপস্থিত থাকলেও কোনো কারণে না লেখেন, তাহলে সেই সভার রেজলিউশন লিখবেন গ্রাম পঞ্চায়েতের সচিব।**

যদি কোনো উপসমিতির সভার সময় সেই উপসমিতির সচিব বা গ্রাম পঞ্চায়েতের সচিব কেউই উপস্থিত না থাকেন তাহলে উপসমিতির সঞ্চালক বা সেদিনের সভার সভাপতি অন্য কোনো কর্মচারীকে (তিনি সেই উপসমিতির সদস্য হলেই ভাল) সভার রেজলিউশন লেখার জন্য নির্দেশ দিতে পারেন। এরকম কোনো কর্মচারী পাওয়া না গেলে সেই উপসমিতিরই কোনো একজন সদস্যকে সভার রেজলিউশন লেখার জন্য নির্দেশ দিতে পারেন।

৬০) উপসমিতির সভার রেজলিউশন কোন ভাষায় লিখতে হবে ?

উঃ **রেজলিউশন লিখতে হবে বাংলা ভাষায়। দার্জিলিং-এর পার্বত্য এলাকায় নেপালী ভাষাতেও রেজলিউশন লেখা যাবে।**

৬১) উপসমিতির সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে যদি সদস্যগণ সবাই একমত না হন তাহলে সিদ্ধান্ত কীভাবে নেওয়া হবে ?

উঃ **সাধারণভাবে উপসমিতির সভায় সিদ্ধান্ত উপস্থিত সকল সদস্য মিলে একসঙ্গে নেওয়াটাই বাঞ্ছনীয়। তবু যদি কোনো কারণে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে সকলে একমত না হন তাহলে যে মতের পক্ষে বেশি সদস্য থাকবেন সেই মতই সিদ্ধান্ত হিসাবে নেওয়া হবে।**

৬২) উপসমিতির সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে সকলে একমত না হলে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য ভোটাভুটি হলে সরকারি আদেশবলে কোনো উপসমিতিতে যুক্ত গ্রাম পঞ্চায়েত কর্মচারী, সরকারি কর্মচারী ও আমন্ত্রিত সদস্য কি তাতে অংশ নিতে পারবেন ?

উঃ **সরকারি আদেশবলে কোনো উপসমিতিতে যুক্ত গ্রাম পঞ্চায়েত কর্মচারী, সরকারি কর্মচারী ও আমন্ত্রিত সদস্য উপসমিতির সভায় আলোচনায় অংশ নিতে পারবেন এবং তাঁদের মতামত জানাতে পারবেন। কিন্তু সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য ভোটাভুটি হলে সেই ভোটাভুটিতে তাঁরা অংশ নিতে পারবেন না। সেখানে শুধুমাত্র উপসমিতিতে নির্বাচিত গ্রাম পঞ্চায়েতের সরাসরি নির্বাচিত সদস্য বা পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য যিনি পদাধিকারবলে ঐ গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য ও সেই উপসমিতিরও সদস্য এবং ঐ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ও উপপ্রধান যাঁরা পদাধিকারবলে ঐ উপসমিতির সদস্য তাঁরাই ভোটাভুটিতে অংশ নিতে পারবেন।**

৬৩) উপসমিতিগুলি কি আলাদা ভাবে পরিকল্পনা করতে পারে ?

উঃ **গ্রাম সংসদ পরিকল্পনা সাতটি ক্ষেত্রে বা বিষয় নিয়ে করা হয়। গ্রাম পঞ্চায়েত মূলত এই সাতটি ক্ষেত্র নিয়েই কাজ করে। এই সাতটি ক্ষেত্র হল শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, নারী ও সিশু উন্নয়ন ও সমাজকল্যাণ, কৃষি ও সংশ্লিষ্ট, শিল্প, পরিকাঠামো এবং অন্যান্য বিবিধ। গ্রাম সংসদ স্তরে গ্রাম উন্নয়ন সমিতির নেতৃত্বে গ্রামের সবাই ছোট ছোট পাড়া বৈঠকে বসবে। পাড়া বৈঠকে সকলে মিলে আলোচনা করে গ্রামের প্রতিটি পরিবার সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য জোগাড় করবে এবং সেই তথ্যগুলি একটি রেজিস্টার খাতায় পরিবার ধরে ধরে লিখে রাখবে। এই রেজিস্টারটিকে গ্রাম রেজিস্টার বলা হয়। এছাড়া ঐ সাতটি ক্ষেত্র ধরে**

সমগ্র গ্রাম সংসদের তথ্য যোগাড় করবে এবং সেই তথ্য গুলি আর একটি রেজিস্টার খাতায় বা যদি কোনো নির্দিষ্ট ফর্ম থাকে তাতে লিখে রাখবে।

গ্রাম সংসদ স্তরে কোনো একটি ক্ষেত্রে নিয়ে যে পরিকল্পনা করা হয় এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের যে উপসমিতি সেই ক্ষেত্র নিয়ে কাজ করে, সেই উপসমিতি ঐ ক্ষেত্র নিয়ে যে কর্ম পরিকল্পনা করে, সেই দুটি পরিকল্পনাকে একত্র করে তৈরি হয় সেই উপসমিতির পরিকল্পনা ও তার অনুসরণে বাজেট। উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে যে কোনো গ্রাম পঞ্চায়েতের শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য উপ-সমিতির পরিকল্পনার অর্থ সেই গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে যে কয়টি গ্রাম সংসদ আছে তাদের সব কয়টির শিক্ষা ক্ষেত্র ও জনস্বাস্থ্য ক্ষেত্রের পরিকল্পনা ও বাজেট এবং গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য ক্ষেত্রের কর্ম পরিকল্পনার যোগফল।

প্রতিটি উপসমিতি গ্রাম সংসদ পরিকল্পনা রচনার কাজে গ্রাম উন্নয়ন সমিতিগুলিকে ক্ষেত্রভিত্তিক কারিগরি সহায়তা ও পরামর্শ দেবে। পাড়া বৈঠকের মাধ্যমে গ্রাম সংসদ স্তরে জোগাড় করা তথ্য এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের কাছে মজুত অন্যান্য তথ্যের (যেমন - পারিবারিক সমীক্ষার তথ্য (আর.এইচ.এস.), গ্রাম পঞ্চায়েতের স্ব-মূল্যায়নের তথ্য এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তর থেকে পাওয়া তথ্য) ভিত্তিতে প্রতিটি উপসমিতি তার কর্ম পরিকল্পনা ও বাজেট রচনা করবে। প্রতিটি উপসমিতি যে পরিকল্পনা ও বাজেট তৈরি করবে তার উপর ভিত্তি করেই গ্রাম পঞ্চায়েতের পরিকল্পনা ও বাজেট হবে। আবার, গ্রাম সংসদ পরিকল্পনার ভিত্তিতেই তৈরি হবে উপসমিতি ভিত্তিক সমন্বিত গ্রাম পঞ্চায়েতের পরিকল্পনা ও বাজেট হবে। অর্থাৎ সমন্বিত গ্রাম পঞ্চায়েত পরিকল্পনাটি হল গ্রাম সংসদ স্তরের পরিকল্পনা এবং গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরের কর্ম পরিকল্পনা - এই দুই স্তরের পরিকল্পনার যোগফল।

আগের আলোচনাসূত্রে দেখা যাচ্ছে যে প্রত্যেক উপসমিতি তাদের একটি পরিকল্পনা করবে ঠিকই, কিন্তু সেগুলিকে সমন্বিত করে গ্রাম পঞ্চায়েত একটি সামগ্রিক পরিকল্পনা করবে ও সেটিই গ্রাম পঞ্চায়েতের পরিকল্পনা বলে গৃহীত হবে। আলাদাভাবে উপসমিতির পরিকল্পনা বলে কিছু থাকবে না।

৬৪) তাহলে গ্রাম পঞ্চায়েত পরিকল্পনায় উপসমিতিগুলির কী ও কীভাবে ভুমিকা থাকে ?

উঃ গ্রাম সংসদ পরিকল্পনা হল গ্রাম পঞ্চায়েত পরিকল্পনারই অঙ্গ এবং গ্রাম সংসদ পরিকল্পনার সব কয়টি ক্ষেত্রই কোনো না কোনো উপসমিতির আওতাভুক্ত। পরিকল্পনা রচনার শুরুতেই গ্রাম পঞ্চায়েতের সব কয়টি উপ-সমিতি এবং গ্রাম উন্নয়ন সমিতির প্রতিনিধিদের একসঙ্গে বসে প্রতিটি গ্রাম সংসদ এলাকার উন্নয়নের লক্ষ্য এবং এখনই কাজ করা দরকার এরকম ক্ষেত্রগুলি চিহ্নিত করতে হবে। একই সঙ্গে

তাঁদের সকলকে ক্ষেত্র তথা উপসমিতি ভিত্তিক বাজেটের একটি ধারণা দেওয়া আবশ্যক। এর ভিত্তিতেই প্রতিটি উপসমিতির সঞ্চালক সেই উপসমিতির সকল সদস্য এবং সব কয়টি গ্রাম উন্নয়ন সমিতির যে কার্যকরী সমিতি ঐ উপসমিতির ক্ষেত্র বা বিষয়গুলি নিয়ে কাজ করে সেই কার্যকরী সমিতির সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা করবেন। সেই আলোচনায় তাঁরা সকলে মিলে গ্রাম সংসদ স্তর ও গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে সেই সকল ক্ষেত্র নিয়ে ও সেই উপসমিতি কোন পথে পরিকল্পনা করবে সেই পথ স্থির করবেন। উপসমিতিগুলি তাদের পরিকল্পনা রচনার সময়েও গ্রাম উন্নয়ন সমিতির পরিকল্পনা কে ভিত্তি করবে এবং দরকার মত তাদের সহায়তা ও পরামর্শ দেবে ও নেবে। কোনো উপসমিতির আওতাভুক্ত একটি কাজ কোন স্তরের পরিকল্পনায় ধরা হবে এবং গ্রাম উন্নয়ন সমিতি না উপসমিতি, কে সেই পরিকল্পনা রূপায়ণের কাজ করবে তা নির্দিষ্ট নীতি (বিকেন্দ্রীকরণের সহায়ক নীতি) অনুসারে স্থির করতে হবে। সব কয়টি গ্রাম সংসদ পরিকল্পনা সংশ্লিষ্ট গ্রাম সংসদ সভায় অনুমোদনের জন্য পেশ করতে হবে এবং অনুমোদিত গ্রাম সংসদ পরিকল্পনাকে ভিত্তি করে তৈরি উপসমিতি ভিত্তিক পরিকল্পনা ও বাজেট গ্রাম সভায় পাশ করার পরে গ্রাম পঞ্চায়েতের সাধারণ সভায় অনুমোদনের জন্য পেশ করতে হবে। এই প্রকঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র এই প্রক্রিয়ায় পরিকল্পনা রচনার কাজকে এখনও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া সম্ভব হয়নি, যদিও বেশ কিছু গ্রাম পঞ্চায়েত, বিশেষ করে গ্রামীণ বিকেন্দ্রীকরণ শাখার পক্ষ থেকে যেখানে নিবিড় সহায়তা দেওয়া হচ্ছে সেখানে বিকেন্দ্রীকৃত ও সমন্বিত পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার কাজ চলছে।

৬৫) উপসমিতির সভায় নেওয়া সব সিদ্ধান্তই কি গ্রাম পঞ্চায়েতের সাধারণ সভায় পাশ হবে ?

উঃ **এই প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে উপ-সমিতি গ্রাম পঞ্চায়েতেরই অঙ্গ, কোনো আলাদা স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান নয়। পরবর্তীকালে উপসমিতির সিদ্ধান্ত গ্রাম পঞ্চায়েতের সাধারণ সভায় অবগত করতে হবে। তাই উপসমিতি এমন কোনো সিদ্ধান্ত নেবে না যা রূপায়ন করতে গ্রাম পঞ্চায়েতকে সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। উপ সমিতি কোনো নীতিগত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে গ্রাম পঞ্চায়েতের সাধারণ সভায় তা আলোচনা করে নেওয়া ভাল। সাধারণ ভাবে উপসমিতির সিদ্ধান্ত মানেই গ্রাম পঞ্চায়েতের সিদ্ধান্ত।**

৬৬) গ্রাম উন্নয়ন সমিতির নেতৃত্বে গ্রাম সংসদ স্তরে নেওয়া পরিকল্পনায় যে সকল বিষয় বা স্কীম গ্রাম পঞ্চায়েত করবে বলে সিদ্ধান্ত হয় সেগুলির সবকটাই কি উপসমিতির পরিকল্পনায় নেওয়া হবে ?

উঃ **আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে কোনো একটি বছরে গ্রাম সংসদ পরিকল্পনা কীভাবে করতে হবে ও সাধারণ ভাবে কোন ধরনের কাজ সেই বছরের পরিকল্পনায় গুরুত্ব পাবে তা গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে সব**

কয়টি গ্রাম সংসদ ও সংশ্লিষ্ট উপসমিতির বৈঠকে আলোচনা করে স্থির করতে হবে। গ্রাম সংসদ স্তরে পাড়া বৈঠকগুলিতে গ্রামের সকলকে নিয়ে বসে আলোচনা করে যে সব তথ্য উঠে আসবে সেগুলি বিচার বিবেচনা করে স্থানীয় প্রয়োজন ও চাহিদার একটি তালিকা উঠে আসবে। গ্রাম উন্নয়ন সমিতির হাতে যে সম্পদ আছে বা যে সম্পদ ও অর্থ পাওয়া যেতে পারে তাই দিয়ে সেই তালিকার একটা অংশ রূপায়ণ করবে গ্রাম উন্নয়ন সমিতি। আর যে কাজগুলির জন্য কিছুটা বেশি কারিগরি সহায়তা বা অর্থ প্রয়োজন সেই কাজগুলি গ্রাম পঞ্চায়েতের সংশ্লিষ্ট উপসমিতির পরিকল্পনায় যাতে থাকে সেজন্য সুপারিশ করবে। তবে যে কাজগুলি করার জন্য গ্রাম উন্নয়ন সমিতি সুপারিশ করবে সেগুলির প্রয়োজনীয়তা, গুরুত্ব, করা সম্ভব কিনা, কতটা সম্পদ ও অর্থ পাওয়া যেতে পারে ইত্যাদি নানান দিক খতিয়ে দেখে কোন কাজটি আগে করা দরকার সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট উপসমিতিকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। কাজেই গ্রাম সংসদ পরিকল্পনায় প্রস্তাবিত সব কাজগুলিকেই যে উপসমিতির পরিকল্পনায় রাখা সম্ভব হবে এমনটি নয়। এই বিষয়ে উপসমিতির সদস্যগণ যে সিদ্ধান্ত নেবেন সেই সিদ্ধান্তই গ্রাম পঞ্চায়েতের সভায় পেশ করা হবে।

৬৭) উপসমিতিগুলি কি নিজেদের বাজেটও করতে পারে ?

উঃ বাজেট এবং পরিকল্পনা এই দুইটি বিষয় একসঙ্গে জড়িয়ে থাকে। পরিকল্পনা ছাড়া যেমন বাজেট হয় না, তেমনি বাজেট ছাড়াও পরিকল্পনার কাজ করা সম্ভব না। পঞ্চায়েত আইন অনুসারে প্রত্যেকটি উপসমিতিকে তার পরিকল্পনা ও বাজেট রচনা ও রূপায়ণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এবং আরো বলা হয়েছে যে গ্রাম পঞ্চায়েত পরিকল্পনা ও বাজেট হবে উপসমিতি ভিত্তিক। সেই অনুসারেই উপসমিতিগুলি পরিকল্পনা ও বাজেট রচনা করছে। তবে কত টাকার মধ্যে সেই বাজেট করতে হবে, সেটির জন্য কত পরিমাণ সম্পদ ও অর্থ গ্রাম পঞ্চায়েত পেতে পারে সেই রকম একটি আনুমানিক হিসাব করে সেই হিসাব অনুযায়ী অর্থ ও পরিকল্পনা উপসমিতির সভায় বিষয়টি স্থির করা হয়।

৬৮) উপসমিতিগুলি কত টাকার মধ্যে বাজেট করতে পারবে তা উপসমিতিগুলিকে কীভাবে জানানো হবে ?

উঃ অর্থ ও পরিকল্পনা উপসমিতির সভা ডেকে গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান উপসমিতিগুলি ক্ষেত্রভিত্তিক কত টাকার মধ্যে বাজেট করতে পারবে তা জানিয়ে দেবেন। যেহেতু বাকি ৪টি উপসমিতির সঞ্চালক অর্থ ও পরিকল্পনা উপসমিতির সদস্য, সুতরাং অর্থ ও পরিকল্পনা উপসমিতির সভাতেই সকল উপসমিতি তার বাজেটের সীমা জানতে পেরে যাবে।

৬৯) উপসমিতিগুলি কত টাকার মধ্যে বাজেট করতে পারবে তা উপসমিতিগুলিকে কবে জানাতে হবে ?

উঃ **প্রত্যেক বছরের ৩১শে অগাস্টের মধ্যে অর্থ ও পরিকল্পনা উপসমিতির সভা ডেকে উপসমিতিগুলি পরের আর্থিক বছরের জন্য কত টাকার মধ্যে বাজেট করতে পারবে তা উপসমিতিগুলিকে জানিয়ে দিতে হবে।**

৭০) উপসমিতিগুলি কবে নিজেদের বাজেট তৈরি করবে ?

উঃ **প্রত্যেক বছর ১৫ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে উপসমিতিগুলি নিজেদের বাজেট তৈরি করে প্রধানকে দেবেন যেগুলির ভিত্তিতে গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাথমিক খসড়া বাজেট তৈরি করে ১০ই অক্টোবরের মধ্যে অর্থ ও পরিকল্পনা উপসমিতির সভায় পেশ করা হবে।**

৭১) উপসমিতির বাজেট কোন ভাষায় লিখতে হবে ?

উঃ **বাজেট লিখতে হবে বাংলা ভাষায়। দার্জিলিং-এর পার্বত্য এলাকায় নেপালি ভাষাতেও বাজেট লেখা যাবে।**

৭২) উপসমিতিগুলির তৈরি করা বাজেট নিয়ে কবে কোন সভায় আলোচনা হবে ?

উঃ **সব কয়টি উপসমিতির তৈরি করা বাজেট নিয়ে ১লা অক্টোবরের মধ্যে গ্রাম পঞ্চায়েতের পরের আর্থিক বছরের প্রাথমিক খসড়া বাজেট তৈরি করা হবে। ১০ই অক্টোবরের মধ্যে অর্থ ও পরিকল্পনা উপসমিতির সভায় সেই খসড়া বাজেট নিয়ে আলোচনা ও বিবেচনা করা হবে।**

৭৩) একটি উপসমিতি কী বাজেট করেছে তা অন্য উপসমিতির সঞ্চালক অর্থ ও পরিকল্পনা উপসমিতির ঐ সভার আগে কীভাবে জানতে পারবেন ?

উঃ **১০ই অক্টোবরের মধ্যে অর্থ ও পরিকল্পনা উপসমিতির যে সভায় প্রাথমিক খসড়া বাজেট নিয়ে আলোচনা ও বিবেচনা করা হবে তার নোটিশ যখন অর্থ ও পরিকল্পনা উপসমিতির সদস্যদের পাঠানো হবে, ঐ খসড়া বাজেটের কপিও সেই নোটিশের সঙ্গে পাঠাতে হবে। যেহেতু বাকি ৪টি উপসমিতির সঞ্চালক অর্থ ও পরিকল্পনা উপসমিতির সদস্য, সুতরাং নোটিশের সঙ্গেই তাঁরা উপসমিতি ভিত্তিক বাজেটের কপি পাবেন।**

৭৪) উপসমিতিগুলি নিজেরা কি তাদের বিচার্য বিষয় নিয়ে কাজ করতে পারে ?

উঃ **প্রত্যেক উপসমিতি তার নিজস্ব বিষয়ে তার বাজেটের সীমার মধ্যে স্কীম তৈরি করতে ও রূপায়ণ করতে পারবে। এছাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত এবং রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তর কোনো উপসমিতিকে তার দায়িত্বের পরিধির মধ্যে কোনো বিষয়ে কাজ করার দায়িত্ব দিলে সেই উপসমিতি সেই বিষয় নিয়ে কাজ করতে পারবে।**

৭৫) উপসমিতিগুলি কি যেকোনো পরিমাণ টাকার কাজ নিজেরা করতে পারে ?

উঃ **সরকারি আদেশমতে কোনো উপসমিতি একটি আর্থিক বছরে ২৫০০০ টাকা পর্যন্ত কাজ নিজে থেকে করতে পারে। এই ২৫০০০ টাকা পর্যন্ত কাজের ক্ষেত্রে উপসমিতিকে অন্য কোনো জায়গা থেকে অনুমোদন নিতে হবে না। শুধুমাত্র গ্রাম পঞ্চায়েতকে জানিয়ে রাখলেই চলবে। এখানে ২৫০০০ টাকা পর্যন্ত কাজ মানে কোনো একটি আর্থিক বছরে কোনো উপসমিতি সরাসরি এক বা একের বেশি স্কীম ধরে কারো অনুমোদন ছাড়াই মোট ২৫০০০ টাকা খরচ করতে পারে।**

২৫০০০ টাকার বেশি অর্থের কোনো কাজ যদি কোনো উপসমিতি করতে চায় তাহলে কোনো একটি আর্থিক বছরে মোট ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত কাজ করতে হলে অর্থ ও পরিকল্পনা উপসমিতির অনুমোদন নিতে হবে। আর ১ লক্ষ টাকার বেশি অর্থের কাজ করতে হলে গ্রাম পঞ্চায়েতের সাধারণ সভার অনুমোদন নিতে হবে।

এখানে উল্লেখ্য প্রতিটি উপসমিতির জন্য আলাদা আলাদা ভাবে অর্থ ও পরিকল্পনা উপসমিতি ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত কাজের অনুমোদন দিতে পারবে। সব কয়টি উপসমিতি মিলিয়ে সর্বমোট ১ লক্ষ টাকার কাজের অনুমোদনের কথা এখানে বলা হয়নি। আর্থিক সীমা বৃদ্ধির জন্য প্রস্তাব বিবেচনায় আছে এবং শীঘ্রই আদেশনামা প্রকাশিত হবে।

উপসমিতির কাজ

অর্থ ও পরিকল্পনা উপসমিতির কাজ

৭৬) অর্থ ও পরিকল্পনা উপসমিতি কী কী বিষয় নিয়ে কাজ করবে ?

উঃ আর্থিক ব্যবস্থাপনা, বাজেট, তহবিল ও সামগ্রীর হিসাব-পত্র রাখা, অডিট, কর ও সম্পদ সংগ্রহের মাধ্যমে গ্রাম পঞ্চায়েতের নিজস্ব আয় বাড়ানো, অফিস পরিচালনা, গ্রাম পঞ্চায়েতের পরিকল্পনা রচনা, গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচি রূপায়ণ ও তদারকি, গণবন্টন, পরিকল্পনার জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতের সম্পদ ও তথ্য ভান্ডার তৈরি করা, দুর্যোগ মোকাবিলা, গ্রাম পঞ্চায়েতের হাতে থাকা হাট, বাজার, ফেরী, জমি, পুকুর ও অন্যান্য সম্পত্তি পরিচালনা, বাকি ৪টি উপসমিতিগুলির নিজেদের মধ্যে এবং তার সঙ্গে অর্থ ও পরিকল্পনা উপসমিতির কাজের মধ্যে সমন্বয় এবং অন্যান্য কাজ যা বাকি ৪টি উপসমিতিকে করার দায়িত্ব দেওয়া হয়নি।

৭৭) অর্থ ও পরিকল্পনা উপসমিতি মূলত কী কী কাজ করতে পারে ?

উঃ অর্থ ও পরিকল্পনা উপসমিতি মূলত চার ধরণের কাজ করবে ঃ

ক) গ্রাম পঞ্চায়েতের আর্থিক শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য যাবতীয় কাজের দায়িত্ব পালন করবে।

খ) গ্রাম সংসদ পরিকল্পনা ভিত্তিক গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রেভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা রচনা করবে।

গ) যাতে গ্রাম পঞ্চায়েতের সাধারণ মানুষ ভালো ভাবে খেয়ে-পরে বেঁচে থাকতে পারে তার জন্য কাজ করবে এবং যে সকল কাজের ভার অন্য কোনো উপসমিতিকে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়নি সেই সব কাজের দায়িত্ব নেবে।

ঘ) বাকি ৪টি উপসমিতির মধ্যে তথ্যের বিনিময় ও কাজের সমন্বয় ঘটাবে এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের সঙ্গে ঐ উপসমিতিগুলির যোগাযোগ রক্ষা করবে।

৭৮) গ্রাম পঞ্চায়েতের আর্থিক শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য অর্থ ও পরিকল্পনা উপসমিতি কী কী কাজ করতে পারে ?

উঃ ১) গ্রাম পঞ্চায়েতের নিজস্ব আয় বাড়ানোর জন্য যে সকল সম্পদ আছে তার তালিকা করবে এবং নতুন সম্পদ সৃষ্টি করবে।

২) গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় সকল বাড়ির গৃহ কর সঠিক ভাবে ধার্য করবে এবং নিয়মিত আদায়ের ব্যবস্থা করবে।

৩) গ্রাম পঞ্চায়েতের বাই-ল অনুসারে গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় নতুন বাড়ি তৈরি, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং অন্যান্য যে সকল খাত থেকে ফি আদায় করা যায় সেগুলি নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে নিয়মিত আদায় হচ্ছে কিনা সেদিকে লক্ষ রাখবে।

৪) সমস্ত বকেয়া কর ও ফি আদায়ের ব্যবস্থা করবে।

৫) বাকি ৪টি উপসমিতি তাদের বাজেট নির্দিষ্ট সময়ে তৈরি যাতে করে সেজন্য সচেষ্ট হবে এবং উপসমিতি ভিত্তিক (কাজের ক্ষেত্রভিত্তিক) ও গ্রাম সংসদ ভিত্তিক গ্রাম পঞ্চায়েতের বাজেট নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে তৈরি করবে।

৬) বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের অফিসের কাজের জন্য প্রয়োজনীয় মালপত্র কেনার ক্ষেত্রে ঠিকমত কোটেশন বা টেন্ডার ডেকে কেনা হওয়ার বিষয়ে নিশ্চিত পদক্ষেপ নেবে।

৭) রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকার থেকে যে সকল অনুদান পাওয়া যায় সেগুলির সদ্ব্যবহার সার্টিফিকেট নিয়মিত সঠিক সময়ে ব্লক স্তরে পাঠানো হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে নজর রাখবে।

৮) বিভিন্ন খাতে যে সমস্ত অর্থ গ্রাম পঞ্চায়েতে আসে তা সময়মত সঠিক ভাবে গ্রাম পঞ্চায়েতের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা পড়ছে কিনা সে সম্পর্কে নিয়মিত খোঁজ নেবে।

৯) বিভিন্ন খাতের অর্থ জমিয়ে না রেখে সময়মত সদ্ব্যবহার করার দিকে নজর দেবে এবং এবিষয়ে অন্যান্য উপসমিতি ও গ্রাম উন্নয়ন সমিতিকে উৎসাহিত করবে।

১০) কোনো কাজ শুরু করার আগে কাজটি তার দায়িত্বের সীমার মধ্যে আছে কিনা, সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হচ্ছে কিনা, প্রাককলন বা নক্সার দরকার হলে তা করা হয়েছে কিনা এবং তার জন্য সঠিক খাতে অর্থ বরাদ্দ করা আছে কিনা তা দেখে নেবে।

১১) গ্রাম পঞ্চায়েতের যান্মাসিক (ছয় মাসের, অর্থাৎ এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর মাস) হিসাব ও বাৎসরিক হিসাব (বারো মাসের, অর্থাৎ এপ্রিল থেকে পরের বছরের মার্চ মাস) নিয়ম মেনে তৈরি হচ্ছে কিনা এবং সেই হিসাব পঞ্চায়েত সমিতিতে পাঠানো হচ্ছে কিনা সেদিকে লক্ষ রাখবে।

১২) গ্রাম পঞ্চায়েতের যান্মাসিক হিসাব নভেম্বর মাসে গ্রাম সংসদের যান্মাসিক সভায় এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের বার্ষিক হিসাব মে মাসে গ্রাম সংসদের বার্ষিক সভায় যাতে পেশ করা হয় সেজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করবে।

১৩) প্রতি তিন মাস অন্তর ব্লকের পঞ্চায়েত হিসাব ও নিরীক্ষা আধিকারিক যে অভ্যন্তরীণ অডিট করেন তা নিয়মিত ভাবে উপসমিতি সভায় আলোচনা করবে এবং অডিট রিপোর্টে যে সব ভুল ত্রুটির উল্লেখ থাকবে সেগুলি পরবর্তী অভ্যন্তরীণ অডিটের আগেই যাতে সংশোধন করা যায় তার জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতের ই.এ. ও সচিবের সঙ্গে আলোচনা করে ব্যবস্থা নেবে।

১৪) প্রতি আর্থিক বছরের শেষে যে বার্ষিক অডিট হয় সেই অডিটের রিপোর্ট পাওয়ার ১০ দিনের মধ্যে উপসমিতি সভায় আলোচনা করবে এবং সেই আলোচনার মধ্য থেকে উঠে আসা সুপারিশগুলি গ্রাম পঞ্চায়েতের বিশেষ সভায় পরবর্তী ১০ দিনের মধ্যে পেশ করার ব্যবস্থা করবে। গ্রাম পঞ্চায়েতের সভায় আলোচনার পরে নেওয়া সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অডিটের উত্তর যাতে সঠিক সময়সীমার মধ্যে অডিটরসহ অন্যান্য জায়গায় পাঠানো হয় সেজন্য উপসমিতি বিশেষ উদ্যোগী হবে।

৭৯) সমন্বিত গ্রাম পঞ্চায়েত পরিকল্পনার ক্ষেত্রে অর্থ ও পরিকল্পনা উপসমিতির ভুমিকা কী ?

উঃ **গ্রাম পঞ্চায়েতের চারটি উপসমিতির সঞ্চালকরা অর্থ ও পরিকল্পনা উপ-সমিতির সদস্য। এই উপসমিতির অন্যতম প্রধান কাজ হল সব কয়টি উপসমিতির কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং পরিকল্পনা রচনা, রূপায়ণ ও তদারকির কাজে অন্যান্য উপসমিতি ও গ্রাম উন্নয়ন সমিতিগুলিকে কারিগরি সহায়তা ও পরামর্শ দেওয়া।**

৮০) বাকি ৪টি উপসমিতির মধ্যে সমন্বয় এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ রাখার ক্ষেত্রে অর্থ ও পরিকল্পনা উপসমিতি কীভাবে কাজ করতে পারে ?

উঃ ১) **যেহেতু বাকি ৪টি উপসমিতির সঞ্চালক অর্থ ও পরিকল্পনা উপসমিতির সদস্য, সুতরাং এই উপসমিতির সভাতেই বাকি ৪টি উপসমিতি কে কীভাবে কাজ করছে এবং কোন উপসমিতির কাছে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কী কী তথ্য আছে সেগুলি সব সঞ্চালকই জানতে পারবেন। তার পরে ঐ ৪টি উপসমিতির পরবর্তী সভায় সদস্যদের জানাতে পারবেন।**

২) **অর্থ ও পরিকল্পনা উপসমিতির সঞ্চালক যেহেতু গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান নিজেই, সেই কারণে এই উপসমিতির সভায় অন্য উপসমিতির সঞ্চালকদের সঙ্গে এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের বিরোধী দলনেতা থাকলে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করে বিভিন্ন কাজের সুবিধা-অসুবিধা ও কাজ কতটা এগিয়েছে সেগুলি বুঝতে পারবেন। ফলে গ্রাম পঞ্চায়েতের পরবর্তী সাধারণ সভায় সদস্যদের প্রশ্নগুলির সন্তোষজনক উত্তর দেওয়া তাঁর পক্ষে সুবিধাজনক হবে।**

৩) এর ফলে গ্রাম পঞ্চায়েতের যে কোনো সদস্য সকল উপসমিতির কাজ কর্ম সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকবেন।

৮১) অর্থ ও পরিকল্পনা উপসমিতি আর কী কী কাজ করতে পারে ?

উঃ ১) যে সকল কাজের ভার অন্য কোনো উপসমিতিকে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয় নি সেই সব কাজের দায়িত্ব এই উপসমিতি নেবে।

২) দারিদ্রসীমার নিচে বসবাসকারী এলাকার সকল মানুষের খাদ্যের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করবে এবং সুষ্ঠ গণবন্টন ব্যবস্থা বজায় রাখার দিকে দৃষ্টি রাখবে।

৩) ঝড়, বন্যার মত কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ হলে তার মোকাবিলা করার জন্য স্থানীয় মানুষ যাতে আগে থেকেই তৈরি থাকতে পারে এবং দুর্যোগের পরে যাতে প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের কাছে ত্রাণ পৌঁছে দেওয়া যায়, উপসমিতি গ্রাম পঞ্চায়েতের সকল সদস্য ও গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সহায়তায় তার ব্যবস্থা করবে। দুর্যোগ হলে ক্ষতিগ্রস্তদের পূনর্বাসনের পরিকল্পনা করবে।

৪) ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পে স্থানীয় মানুষকে যাতে নিয়মিত কাজ দেওয়া যায় উপসমিতি সেবিষয়ে বিশেষ উদ্যোগ নেবে।

৫) কাজের বিনিময়ে মানুষ যাতে সঠিক মজুরি পায় সেদিকে লক্ষ রাখবে।

কৃষি ও প্রাণীসম্পদ বিকাশ উপসমিতির কাজ

৮২) কৃষি ও প্রাণীসম্পদ বিকাশ উপসমিতি কী কী বিষয় নিয়ে কাজ করবে ?

উঃ কৃষি, সব্জি ও ফলচাষ, জলসেচ, প্রাণীসম্পদ বিকাশ, জলবিভাজিকা উন্নয়ন, সমবায়, ভূমিহীন কৃষি শ্রমিকদের জন্য ভবিষ্যনিধি প্রকল্প, মাছ চাষ, মৌমাছির চাষ, রেশম চাষ, গাছ লাগানো, ভূমিক্ষয় রোধে জলসম্পদ উন্নয়ন ও কৃষিভিত্তিক শিল্প।

৮৩) কৃষি নিয়ে কৃষি ও প্রাণীসম্পদ বিকাশ উপসমিতি কী কাজ করতে পারে ?

উঃ ১) গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার কৃষকদের মিশ্র ফসলের চাষ করার জন্য উৎসাহিত করবে। মিশ্র ফসল বলতে একই জমিতে একাধিক ফসলের চাষ বোঝায়, যেমন, বেগুনের জমিতে পালং, মুলো বা লাল শাক লাগানো।

২) একই জমিতে পর পর বিভিন্ন ধরণের ফসল ফলিয়ে জমির ফলন ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য কৃষককে পরামর্শ দেবে।

৩) কৃষি বিভাগের আধিকারিক ও কর্মচারী, যেমন, ব্লক স্তরে কৃষি উন্নয়ন আধিকারিক (এ.ডি.ও.) ও গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে কৃষি প্রযুক্তি সহায়ক (কে.পি.এস.)- এর সঙ্গে যোগাযোগ করে উন্নত মানের কৃষি বীজ যাতে কৃষকরা পেতে পারেন সেই ব্যবস্থা উপসমিতি করবে।

৪) এ.ডি.ও. এবং কে.পি.এস.-এর সঙ্গে যোগাযোগ করে গরিব চাষিদের মিনিকিট, সস্তায় বীজ, সার, কীটনাশক ইত্যাদি দেওয়ার যে ব্যবস্থা আছে সেগুলি এলাকার গরিব প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র চাষিদের দেওয়ার ব্যবস্থা করবে। যেসব স্বনির্ভর দল চাষ করায় উৎসাহী, তাদের যেমন সম্ভব সুযোগ করে দেবে।

৫) কৃষি বিভাগ থেকে বর্গাদার, পাট্টাদার ও গরিব চাষিদের খরিফ, রবি ও বোরো চাষের সময় দরকার হলে ঋণ দেওয়ার যে ব্যবস্থা আছে তার সুযোগ যাতে এলাকার চাষিরা পেতে পারেন তার জন্য উপসমিতি সচেষ্ট হবে।

৬) অসহায় বৃদ্ধ কৃষি শ্রমিকদের জন্য কৃষি বিভাগ থেকে যে কৃষি পেনশন দেওয়া হয় সেই পেনশন পাওয়ার যোগ্য চাষিদের চিহ্নিত করবে।

৭) রাসায়নিক সার খুব বেশি পরিমাণে জমিতে দেওয়ার ফলে তার বিষ মানুষ এবং গবাদি পশু ও পাখির খুব ক্ষতি করছে এবং জমির ফলন ক্ষমতাও খুব তাড়াতাড়ি কমে যাচ্ছে। রাসায়নিক সারের ব্যবহার যথাসম্ভব কমিয়ে এনে জৈব সার ও কেঁচো সার তৈরি হয় তার উদ্যোগ নেবে।

৮) বেহিসাবী রাসায়নিক কীটনাশক জমিতে ছড়ানোর ফলে পরিবেশ ও খাদ্যদ্রব্য ক্রমশঃ বিষাক্ত হয়ে পড়ছে। জমির মাটিও বিষাক্ত হয়ে পড়ছে। তাই রাসায়নিক কীটনাশকের ব্যবহার যতটা সম্ভব কমানো দরকার। নানান উপায়ে ফসলের রোগ ও ক্ষতিকর পোকা নিয়ন্ত্রণ করা যায়। অনেক ধরণের পোকা আছে যেগুলো কৃষকের বন্ধু পোকা। সেই পোকার সংখ্যা ক্ষেতে বাড়িয়ে ক্ষতিকর পোকা নিয়ন্ত্রণ করা যায়। কীভাবে কৃষকরা ফসলের রোগ ও ক্ষতিকর পোকা নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন সে বিষয়ে কৃষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা উপসমিতি এ.ডি.ও. এবং কে.পি.এস- এর সঙ্গে আলোচনা করে করবে।

৯) পাওয়ার টিলার, থ্রেসার, ডাস্টার, স্প্রেয়ার ইত্যাদি উন্নত কৃষি যন্ত্রপাতি সহজ মূল্যে যাতে কৃষকরা কৃষি বিভাগ থেকে পেতে পারেন সেজন্য উপসমিতি সচেষ্ট হবে।

১০) ভূমিহীন কৃষি শ্রমিকদের বৃদ্ধ বয়সে যাতে অর্থে অভাবে সমস্যায় পড়তে না হয় সেজন্য তাদের অর্থ সঞ্চয়ের জন্য ভবিষ্যনিধি প্রকল্পে উপসমিতি উৎসাহিত করবে।

৮৪) জলসেচ নিয়ে কৃষি ও প্রাণী সম্পদ বিকাশ উপসমিতি কী কাজ করতে পারে ?

উঃ ১) কাছাকাছি কোনো নদী বা খালের জল থেকে জল নিয়ে যাতে দূরের জমিতে চাষে সেচ দিতে পারেন সেজন্য দরকার মত ছোট খাল কাটার ব্যবস্থা উপসমিতি করবে।

২) গ্রাম পঞ্চায়েতের হাতে বা ব্যক্তি মালিকানায় থাকা পুকুরগুলি আশেপাশের জমিতে নিয়মিত জলসেচের জন্য ব্যবহার করা হলে সেই পুকুরগুলি কাটানোর ব্যবস্থা করবে, যাতে পুকুরগুলিতে জলধারণ ক্ষমতা বাড়ে। যেখানে সম্ভব এই সব পুকুরে মাচ চাষ ও পাড়ে গাছ লাগানোর উদ্যোগ নেবে।

৩) অতি বৃষ্টিতে যে সব জমিতে জল দাঁড়িয়ে গিয়ে ফসলের ক্ষতি হয় সেই জমিগুলির জল যাতে বেরিয়ে যেতে পারে সেজন্য নিকাশি নালা কাটার ব্যবস্থা উপসমিতি করবে।

৮৫) জলবিভাজিকা (ওয়াটারশেড) নিয়ে কৃষি ও প্রাণীসম্পদ বিকাশ উপসমিতি কী কাজ করতে পারে ?

উঃ ১) কোন জায়গায় জলবিভাজিকা প্রকল্প সফল ভাবে হতে পারে সেই জায়গা নির্বাচনের বিষয়ে উপসমিতি বিশেষ ভুমিকা নেবে।

২) জলবিভাজিকা প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানোর জন্য উদ্যোগ নেবে।

৩) এলাকার স্বনির্ভর দলগুলিকে জলবিভাজিকা প্রকল্পর সঙ্গে যুক্ত করবে।

৮৬) বনসৃজন নিয়ে কৃষি ও প্রাণীসম্পদ বিকাশ উপসমিতি কী কাজ করতে পারে ?

উঃ ১) গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় রাস্তার ধারে, চাষ হয় না এরকম পতিত জমিতে, বিভিন্ন বিদ্যালয়ের মাঠের চারপাশে উপসমিতি নানান ধরণের গাছ লাগানোর জন্য পরিকল্পনা করবে এবং রূপায়ণ করবে।

২) পুকুর, নদী, জলাশয়ের ধারে গাছ লাগিয়ে মাটির ক্ষয় রোধের ব্যবস্থা করবে।

৩) সাধারণ ভাবে ফলের গাছ বা ভালো কাঠ হয় এরকম গাছ বা জ্বালানি কাঠ পাওয়া যায় এরকম গাছ লাগানোর পরিকল্পনা করবে যাতে তার থেকে সাধারণ মানুষ উপকার পায় এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের আয় বাড়ে।

৪) যে গাছগুলি লাগানো হয় সেগুলিকে বাঁচিয়ে রাখতে যাতে সাধারণ মানুষও উদ্যোগী হয় সেজন্য সচেতনতা বাড়াতে উপসমিতি সচেষ্ট হবে।

৫) নার্সারি বানিয়ে গাছের চারা তৈরি করে এবং সেগুলি বিক্রয় করে এলাকার স্বনির্ভর দলগুলি যাতে নিজেদের আর্থিক উন্নতি করতে পারে সেদিকে এই উপসমিতি বিশেষ লক্ষ রাখবে।

৮৭) প্রাণী সম্পদ বিকাশ নিয়ে কৃষি ও প্রাণীসম্পদ বিকাশ উপসমিতি কী কাজ করতে পারে ?

উঃ ১) মৎস্য চাষ ও প্রাণী পালনের মাধ্যমে গ্রামের মানুষের স্বনির্ভর করার জন্য কাজের সুযোগ বাড়াবে।

২) হিমায়িত গো বীজের মাধ্যমে কৃত্রিম প্রজনন করানোর জন্য গ্রামের মানুষকে সচেতন করবে এবং সেই কাজটি ঠিক মত হচ্ছে কিনা সেই বিষয়ে প্রাণীসম্পদ বিকাশ সহায়ক (এল.ডি.এ.) ও প্রাণীবন্ধুদের সহায়তায় নজর রাখবে।

৩) সুষম প্রাণীখাদ্য ও সবুজ গো-খাদ্যের উৎপাদন বাড়ানোর জন্য সঠিক পরিকল্পনা নেবে এবং তার রূপায়ণের জন্য সচেষ্ট হবে।

৪) মুরগি, হাঁস, ছাগল, ভেড়া, শূকর, গরু ইত্যাদি গৃহপালিত পাখি ও পশুদের নিয়মিতভাবে নিয়ম অনুযায়ী প্রতিষেধক ব্যবস্থা ও চিকিৎসার দিকে সকলকে, বিশেষ করে দরিদ্র মানুষদের সচেতন করবে এবং সেদিকে এল.ডি.এ. ও প্রাণীবন্ধুরা যাতে সহায়তা দেন সেদিকে উপসমিতি নজর রাখবে এবং প্রতি মাসে এ বিষয়ে তাদের থেকে রিপোর্ট নেবে।

৫) প্রাণীপালনে পুরুষদের পাশাপাশি মহিলাদের আরো বেশি করে অংশগ্রহণের জন্য উপসমিতি সচেষ্ট হবে এবং এর জন্য তাদের উৎসাহিত করবে।

৬) উন্নত পদ্ধতিতে প্রাণী পালনের জন্য উৎসাহী ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে।

৭) ব্লক স্তরে প্রাণীসম্পদ বিকাশ আধিকারিক (বি.এলডি.ও.) এবং ভেটেরানারি সার্জেন (ভি.এস.)-এর সঙ্গে সঞ্চালক ও প্রধানের মাধ্যমে উপসমিতি নিয়মিত যোগাযোগ রাখবে।

৮৮) মাছ চাষ নিয়ে কৃষি ও প্রাণীসম্পদ বিকাশ উপসমিতি কী কাজ করতে পারে ?

উঃ ১) পড়ে থাকা এবং আরো নতুন নতুন জলাশয়কে মাছ চাষের আওতায় এনে উন্নত প্রযুক্তির সহায়তায় মাছের উৎপাদন ও যোগান বাড়ানোর ব্যবস্থা করতে ঠিক পথে পরিকল্পনা করবে।

২) মাছ চাষ যারা করেন তাঁদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে।

৩) মাছ চাষ করার জন্য মৎস্যচাষিদের ঋণ ও অনুদানের ব্যবস্থা করবে। এর জন্য ব্লক স্তরে এফ.ডি.ও.-র সঙ্গে ও পঞ্চায়েত সমিতির মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ বিকাশ স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষের সঙ্গে এই উপসমিতির সঞ্চালক নিয়মিত যোগাযোগ রাখবেন।

৪) একসঙ্গে মাছ, হাঁস ও মুরগি পালনের জন্য যে নিবিড় প্রকল্প আছে সে বিষয়ে স্বনির্ভর দলগুলিকে উৎসাহিত করবে।

৫) গরিব মৎস্যচাষিদের জন্য ডিমপোনা, মাছ ধরার জাল, হাঁড়ি ইত্যাদি সহায়তা দেওয়ার যে প্রকল্প আছে সেগুলি যাতে ঠিক মত রূপায়ণ হয় এবং যাদের এগুলি দরকার সেই গরিব মৎস্যচাষিরা যাতে এগুলি ঠিক মত পান সেদিকে উপসমিতি নজর রাখবে।

৬) অশক্ত বৃদ্ধ মৎস্যজীবিরা যাতে বার্ধক্য ভাতা পেতে পারেন সেজন্য তার জন্য উপসমিতি বিশেষ উদ্যোগী হবে।

৭) মৎস্যজীবিদের জন্য যে দুর্ঘটনা জনিত বীমার ব্যবস্থা আছে সেই বিষয়ে উপসমিতির সদস্যরা নিজেরা জানবেন এবং সেই বিষয়ে মৎস্যজীবিদের সচেতন করবেন।

শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য উপসমিতির কাজ

৮৯) শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য উপসমিতি কী কী বিষয় নিয়ে কাজ করবে ?

উঃ **সাক্ষরতার প্রচার ও প্রসার, শিশুশিক্ষা কর্মসূচি, প্রাথমিক শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মসূচি, মিড-ডে মিল কর্মসূচি, পরিবেশ, জনশিক্ষা, গ্রামীণ গ্রন্থাগার, জনস্বাস্থ্য, স্বাস্থ্যবিধান, গ্রামীণ জল সরবরাহ, গ্রামীণ ডিসপেনসারি ও ক্লিনিক, রোগ প্রতিষেধক ব্যবস্থার প্রসার ও পরিবার কল্যাণ কর্মসূচি।**

৯০) মাসের শেষ শনিবারে জনস্বাস্থ্য নিয়ে যে সভা হয় সেটিই কি উপসমিতির সভা ?

উঃ **না, নয়। শেষ শনিবারে জনস্বাস্থ্য নিয়ে যে সভা হয় সেই সভাকে কখনই উপসমিতির সভা হিসাবে বলা হবে না। তবে যেহেতু এই সভার কাজের ক্ষেত্র এবং উপসমিতির কাজের ক্ষেত্রের মধ্যে মিল আছে, উপসমিতি ও সভার কাজে নিকট সম্পর্ক রেখে চলা উচিত হবে।।**

৯১) সাক্ষরতার প্রচার ও প্রসারের জন্য শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য উপসমিতি কীভাবে কাজ করতে পারে ?

উঃ **১) গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় কতজন নিরক্ষর মানুষ আছেন সেই তথ্য শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য উপসমিতি তৈরি করবে। সাক্ষরতা আন্দোলনের মাধ্যমে সেই নিরক্ষর মানুষদের সাক্ষর করে তোলার দিকে এই উপসমিতি নজর রাখবে এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের সকল সদস্যকে এই দিকে বিশেষ নজর দেওয়ার জন্য অনুরোধ করবে।**

২) গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় সাক্ষরতা কেন্দ্রগুলি যাতে নিয়মিত চলে সেদিকে শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য উপসমিতির সদস্যরা নজর রাখবেন। সাক্ষরতা কেন্দ্রগুলি নিয়মিত খোলে কিনা সেজন্য গ্রাম পঞ্চায়েতের সকল সদস্যর থেকে নিয়মিত রিপোর্ট নেবেন।

৩) যে সব সাক্ষরতা কেন্দ্র নিয়মিত চলে না সেগুলি কেন চলে না, সেই কেন্দ্রগুলিতে কী কী সমস্যা আছে সেই বিষয়গুলি এই উপসমিতি খতিয়ে দেখবে এবং সভায় আলোচনা করে সেই সব সমস্যা সমাধান করার চেষ্টা করবে।

৪) সাক্ষরতা কেন্দ্রগুলিতে যে সকল প্রেরক ও অনুপ্রেরক আছেন সাক্ষরতা কেন্দ্রে পড়ানোর কাজে তাঁদের উৎসাহ দেবেন।

৫) প্রতি ছয় মাস অন্তর গ্রাম পঞ্চায়েতের কতজন নিরক্ষর মানুষ স্বাক্ষর হলেন সেই তালিকা আপ-টু-ডেট অর্থাৎ হালনাগাদ করবে। গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় যাতে একজনও নিরক্ষর মানুষ না থাকেন সেটা নিশ্চিত করা এই উপসমিতির একটি বিশেষ কাজ।

৯২) প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য উপসমিতি কীভাবে কাজ করতে পারে ?

উঃ ১) গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মধ্যে বসবাসকারী ৫-৯ বছর বয়সী সকল শিশুকে প্রাথমিক বিদ্যালয় বা শিশুশিক্ষা কেন্দ্রে ভর্তি করতে সচেষ্ট হবে। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার জন্য যতজন শিশু অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে যায় তাদের সবাই প্রাথমিক বিদ্যালয় বা শিশুশিক্ষা কেন্দ্রে যাচ্ছে কিনা সেদিকে এই উপসমিতি লক্ষ রাখবে।

২) ভি.ই.সি. এবং এস.এস.কে.-র পরিচালন সমিতিগুলিকে শক্তিশালী ও সক্রিয় করে তোলার জন্য উপসমিতি উদ্যমী হবে এবং এই সংগঠনগুলির সঙ্গে নিয়মিত নিবিড় যোগাযোগ রাখবে।

৩) যে যে গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই সেখানে এস.এস.কে. গড়ে তোলার জন্য উদ্যোগী হবে ও তার জন্য সুপারিশ করবে।

৪) এস.এস.কে. গুলিতে চতুর্থ মান (চার ক্লাস) পর্যন্ত খোলা এবং সেগুলিকে পুরোপুরি বিদ্যালয় রূপে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হবে।

৫) বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা অনুসারে যাতে যথেষ্ট সংখ্যক শিক্ষক থাকেন সেই ব্যবস্থা করতে চেষ্টা করবে।

৬) প্রতিটি এস.এসকে এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাতে শুদ্ধ পানীয় জলের জন্য টিউব-ওয়েল এবং ছেলে ও মেয়েদের আলাদা আলাদা শৌচাগারের ব্যবস্থা থাকে সেদিকে উপসমিতি বিশেষ নজর রাখবে। শৌচাগারগুলি শুধু থাকলেই হবে না, সেগুলি যাতে ছাত্র-ছাত্রী বা শিক্ষক-শিক্ষিকারা নিয়মিত ব্যবহার করেন এবং নিয়মিত সেগুলি পরিষ্কার করা হয় সেদিকেও উপসমিতিকে নজর রাখতে হবে।

৭) প্রতিটি এস.এস.কে এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাতে নিয়মিত পড়াশোনা হয় সে বিষয়ে উপসমিতি সচেষ্ট হবে।

৮) কোনো এস.এসকে এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ক্লাস ঘরের অভাব থাকলে গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমে ঘর তৈরি করে দেওয়ার জন্য উপসমিতি সচেষ্ট হবে।

৯) এস.এস.কে এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিবেশকে গাছপালা রোপণ করে, খেলার উপকরণ ইত্যাদি দিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনার উপযোগী করে তুলতে সচেষ্ট হবে যাতে ছেলে-মেয়েদের মনে বিদ্যালয়ের প্রতি একটা টান তৈরি হয়।

১০) পাঠ্যবই যাতে সময়মত ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে পৌঁছায় সে বিষয়ে খোঁজ-খবর করবে এবং তদারকি করবে।

১১) প্রত্যেক সংসদে একটি শিশু তথ্যপঞ্জী বা চাইল্ড রেজিস্টার তৈরি করবে যার মধ্যে ঐ সংসদ এলাকার প্রতিটি শিশু সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য থাকবে। ঐ রেজিস্টারটি নিয়মিত আপ-টু-ডেট করতে হবে যাতে কোন শিশু শিক্ষার কোন স্তরে আছে তা লক্ষ রাখা যায়।

১২) এস.এস.কে এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রী যাতে নিয়মিত মিড-ডে মিল পায় সেদিকে বিশেষ নজর রাখতে হবে।

১৩) এস.এস.কে ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনার বিষয় নিয়ে তাদের মায়েদের এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্যে যাতে নিয়মিত সভা ও আলোচনা হয় সেদিকে লক্ষ রাখতে উপসমিতিকে উদ্যোগী হতে হবে।

১৪) শিক্ষার বিষয়ে কোনো ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা হলে ব্লক স্তরে সম্প্রসারণ আধিকারিক জনশিক্ষা প্রসার (ই.ও.এম.ই.ই.) বা মহিলা সম্প্রসারণ আধিকারিক জনশিক্ষা প্রসার (এল.ই.ও.এম.ই.ই.)-এর সঙ্গে এবং চক্র সম্পদ কেন্দ্রে (সি.এলআরসি.) যোগাযোগ করতে হবে।

৯৩) মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য উপসমিতি কীভাবে কাজ করতে পারে ?

উঃ ১) গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ৯-১৪ বছর বয়সী সকল ছেলে - মেয়ের অষ্টম মান (আট ক্লাস) পর্যন্ত পড়াশোনা সুনিশ্চিত করবে।

২) প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং এস.এস.কে. গুলিতে যে সকল ছাত্র-ছাত্রী চতুর্থ শ্রেণী (চার-ক্লাস) পর্যন্ত পড়া শেষ করেছে তারা সবাই যাতে উচ্চ প্রাথমিক বা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তি হয় সেদিকে লক্ষ রাখবে। যে চাইল্ড রেজিস্টার থাকবে সেটি নিয়মিত আপ-টু-ডেট করলেই বোঝা যাবে কতজন পঞ্চমশ্রেণীতে ভর্তি হয় নি।

৩) যেসব গ্রামের ৩ কিলোমিটারের মধ্যে কোনো মাধ্যমিক বিদ্যালয় নেই সেখানে মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্র (এম.এস.কে.) গড়ে তোলার জন্য উদ্যোগ নেবে এবং সুপারিশ করবে।

৪) বিদ্যালয় ছুট শিশুর সংখ্যা কমিয়ে শূন্যে আনার জন্য উপসমিতি বিশেষ উদ্যোগ নেবে।

৫) উচ্চ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং এম.এস.কে. গুলিতে বিভিন্ন শ্রেণীতে বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল কেমন হচ্ছে সেই বিষয়ে লক্ষ রাখবে এবং নিয়মিত তথ্য রাখবে।

৬) বিদ্যালয়ে পড়ার ক্ষেত্রে ছেলেদের ও মেয়েদের অথবা পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর ছেলেমেয়েদের যাতে সমান চোখে দেখা হয় সেদিকে উপসমিতি বিশেষ নজর দেবে।

৭) তফসিলি জাতি ও আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে পড়াশোনার ক্ষেত্রে সরকার থেকে দেওয়া বৃত্তি নিয়মিত পায় সেটাও এই উপসমিতি দেখবে।

৯৪) গ্রামীণ গ্রন্থাগার নিয়ে শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য উপসমিতি কী ধরণের কাজ করতে পারে ?

উঃ ১) গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় যদি কোনো গ্রন্থাগার থাকে তাহলে সেখানে কী কী ধরণের বই থাকা প্রয়োজন তার একটি তালিকা স্থানীয় শিক্ষকগণের সঙ্গে পরামর্শে করে উপসমিতি তৈরি করবে।

২) সেই তালিকা অনুযায়ী গ্রাম পঞ্চায়েতের সাধারণ মানুষের থেকে অনুদান নিয়ে কিছু বই কেনার জন্য উপসমিতির সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে এবং এবিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতকে অনুরোধ করবে।

৩) যদি সেই গ্রামীণ গ্রন্থাগার সরকারি অনুমোদিত হয় তাহলে রাজ্য সরকারের গ্রন্থাগার দফতর থেকে যে অনুদান পাওয়া যায় সেই অনুদান জোগাড়ের জন্য চেষ্টা করবে। এবিষয়ে জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিকের সঙ্গে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

৪) সরকারি অনুমোদিত গ্রন্থাগারে একজন গ্রন্থাগারিক থাকেন। সরকার অনুমোদিত নয় এরকম গ্রন্থাগারে স্থানীয় কোনো উৎসাহী ব্যক্তিকে স্বেচ্ছাশ্রমে সেই গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক হওয়ার জন্য অনুরোধ করতে পারে এবং সেই ব্যক্তি রাজি হলে উপসমিতি সেই অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেবে।

৫) প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট সময়ে যাতে গ্রন্থাগারে বসে এলাকার সাধারণ মানুষ বই পড়তে পারেন সেরকম ব্যবস্থা করতে পারে।

৬) গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার গরিব ও দুঃস্থ ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সেই গ্রন্থাগার থেকে বই পেতে পারে সেই ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য উপসমিতি সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

৯৫) শিক্ষা নিয়ে শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য উপসমিতি আর কী কী কাজ করতে পারে ?

উঃ ১) প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়, সরকার অনুমোদিত মাদ্রাসা, এস.এস.কে., এম.এস.কে. সব ধরণের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ধরে ধরে সেখানকার পরিকাঠামো, অর্থাৎ বিদ্যালয়ের বাড়ির অবস্থা, ছাত্র সংখ্যা অনুযায়ী ঘরের সংখ্যা, বেঞ্চের সংখ্যা, বোর্ড, আলমারী, শৌচাগার, পানীয় জল, শিক্ষার উপকরণ যেমন চার্ট, পোস্টার, গ্লোব ইত্যাদি, খেলার উপকরণ, বাগান করার জায়গা ইত্যাদি আছে কিনা তার তথ্য জোগাড় করবে এবং তার তালিকা উপসমিতি তৈরি করবে।

২) সেই তালিকা অনুযায়ী কী কী করার দরকার সেই বিষয় নিয়ে উপসমিতির সবায় আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেবে।

৩) সেই সিদ্ধান্ত গ্রাম পঞ্চায়েত ও গ্রাম সংসদের সভায় আলোচনা করার ব্যবস্থা করবে।

৪) উপসমিতির সভায় সিদ্ধান্ত এবং গ্রাম পঞ্চায়েত ও গ্রাম সভার আলোচনার ভিত্তিতে উপসমিতি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার শিক্ষার উন্নতির জন্য একটি সার্বিক পরিকল্পনা ও বাজেট তৈরি করবে।

৫) পরিকল্পনা অনুযায়ী যে পরিমাণ কাজ করতে হবে তা হয়তো এক বছরে করা যাবে না। সেজন্য আগামী ৫ বছরের জন্য একটি পরিকল্পনা করতে পারলে ভালো হয়।

৬) সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী বাজেটে যে পরিমাণ অর্থ ধরা হবে তার মধ্যে কিছু অর্থ গ্রাম পঞ্চায়েত বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প থেকে বা নিজস্ব তহবিল থেকে দিতে পারবে। বাকি অর্থ পঞ্চায়েত সমিতি, জেলা পরিষদ বা রাজ্য সরকারের শিক্ষা দফতর থেকে জোগাড় করার জন্য উপসমিতি সচেষ্ট হবে। কিছু অর্থ ও সামগ্রি স্থানীয় অবদানের মাধ্যমেও জোগাড় করা যেতে পারে।

৯৬) জনস্বাস্থ্য বিষয়ে শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য উপসমিতি কীভাবে কাজ করতে পারে ?

উঃ ১) জনস্বাস্থ্যের কাজগুলিকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায় ঃ

ক) স্বাস্থ্য উন্নয়ন বা সুস্বাস্থ্য বজায় রাখার কাজ,

খ) রোগ হওয়ার আগেই তাকে প্রতিরোধ করার কাজ এবং

গ) রোগ হলে তার চিকিৎসা করার কাজ। এর মধ্যে প্রথম দুটির ক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েত এবং শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য উপসমিতি যতটা সম্ভব দায়িত্ব নেবে এবং তৃতীয়টির ক্ষেত্রে সহযোগিতা করবে। জনস্বাস্থ্য বিষয়টির মধ্যে শুধু স্বাস্থ্যের কথাই বলা হয় না। জনস্বাস্থ্য বলতে গর্ভবতী মা ও শিশুর স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, পরিবার কল্যাণ, সংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ, রোগ প্রতিষেধক

ব্যবস্থা, পরিচ্ছন্ন ভাবে থাকা, বাড়ির চার পাশের পরিবেশকে পরিষ্কার রাখা, জটিল ও কঠিন রোগে আক্রান্ত রোগীকে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করা সব কিছুকেই একসঙ্গে বোঝায়। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য উপসমিতি খুব উপযোগী ভূমিকা নিতে পারে।

২) গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মধ্যের উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলির বাড়ি এবং অন্যান্য পরিকাঠামো ঠিক আছে কিনা সেগুলি উপসমিতি তদারক করবে। উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলির প্রয়োজন অনুসারে তাদের পরিকাঠামো ঠিক করার বিষয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত অথবা ব্লক হাসপাতালের বি.এম.ও.এইচ.-এর কাছে উপসমিতি সুপারিশ করবে।

৩) উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে প্রয়োজনীয় ওষুধ মজুত আছে কিনা সেবিষয়েও উপসমিতি তদারকি করবে। ওষুধ প্রয়োজনের তুলনায় কম থাকলে প্রয়োজনীয় পরিমাণ ওষুধ পাঠানোর জন্য বি.এম.ও.এইচ.-এর কাছে উপসমিতি সুপারিশ করবে।

৪) উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে স্বাস্থ্যকর্মীরা নিয়মিত নির্দিষ্ট দিনে ক্লিনিক চালাচ্ছেন কিনা সেটাও উপসমিতি নজর রাখবে।

৫) অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলি নিয়মিত চলছে কিনা, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা নিয়মিত সেখানে আসছেন কিনা সেদিকেও উপসমিতি তদারকি করবে।

৯৭) গর্ভবতী মা ও শিশুর স্বাস্থ্য ও পুষ্টির ক্ষেত্রে শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য উপসমিতির কাজ কী কী ?

উঃ ১) উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের আওতাভুক্ত এলাকায় সক্ষম দম্পতি ও শিশুদের তথ্যপঞ্জী (ই.সি.সি.আর.) নিয়মিত আপ-টু-ডেট অর্থাৎ হালনাগাদ করতে এই উপসমিতি প্রয়োজনীয় সহায়তা করবে। কারণ এই তথ্যপঞ্জী থেকেই গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার সকল গর্ভবতী মা ও শিশুর স্বাস্থ্যের হাল হকিকত জানা যায়।

২) স্বাস্থ্যকর্মীরা নিয়মিত সকল গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়ের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করছেন কিনা সে বিষয়ে তদারকি করবে।

৩) গর্ভবতী মায়েরা ঠিক সময়মত টিটেনোসের টিকা নিচ্ছেন কিনা বা তাঁরা রক্তাল্পতা দূর করার জন্য নিয়মিত আয়রণ বড়ি খাচ্ছেন কিনা সে সম্পর্কে স্বাস্থ্যকর্মীদের থেকে খোঁজ খবর রাখবে। এই বিষয়ে সকল মায়েদের নিয়ে তৈরি করা একটি চার্ট প্রতি মাসে শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য এবং নারী, শিশু উন্নয়ন ও সমাজকল্যাণ এই দুটি উপসমিতির কাছে পাঠানোর জন্য শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য উপসমিতি স্বাস্থ্যকর্মীদের অনুরোধ করতে পারে।

৪) গর্ভবতী মায়েরা যাতে নিয়মিত পুষ্টিকর খাবার, শাকসব্জী, ফলমূল খান সেদিকে স্বাস্থ্যকর্মীরা যাতে নিয়মিত নজর রাখেন সেজন্য উপসমিতি স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতে পারে এবং এই ব্যপারে এই উপসমিতি নারী, শিশু উন্নয়ন ও সমাজকল্যাণ উপসমিতির সঙ্গে যৌথ ভাবে চার্ট, পোস্টার তৈরি করে ও মাইকের মাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা করবে এবং সচেতনতা শিবির করবে।

৫) দুটি সন্তানের মধ্যে অন্তত তিন বছরের ব্যবধান যাতে বাবা-মা- রাখেন সেইজন্য এই উপসমিতি নারী, শিশু উন্নয়ন ও সমাজকল্যাণ উপসমিতির সঙ্গে যৌথ ভাবে প্রয়োজনীয় নিয়মিত প্রচারের ব্যবস্থা করবে।

৬) গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় সকল বি.পি.এল. পরিবারের গর্ভবতী মায়েরা যাতে জননী সুরক্ষা যোজনায় সুবিধা পান সেজন্য উপসমিতি বিশেষ উদ্যোগ নেবে।

৭) প্রসবের ঠিক আগে বি.পি.এল. শ্রেণীভুক্ত গর্ভবতী মায়েদের, বিশেষতঃ যে মায়েদের বিপদের ঝুঁকি আছে তাঁদের হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়ার জন্য যতদূর সম্ভব যানবাহনের ব্যবস্থা করবে।

৮) শিশুর পুষ্টি ও বৃদ্ধির জন্য মায়ের দুধের গুরুত্ব সকলকে বোঝানোর জন্য এই উপসমিতি নারী, শিশু উন্নয়ন ও সমাজকল্যাণ উপসমিতির সঙ্গে যৌথ ভাবে ব্যপক প্রচারের ব্যবস্থা করবে।

৯) সংক্রামক রোগের হাত থেকে শিশুকে রক্ষা করার জন্য শিশুর জন্মের পর থেকে রুটিনমাফিক ৬টি (ছয়টি) টিকা শিশুকে দেওয়ার জন্য এই উপসমিতি ও নারী, শিশু উন্নয়ন ও সমাজকল্যাণ উপসমিতি যৌথ ভাবে নিয়মিত প্রচারের ব্যবস্থা করবে। প্রতি মাসে শিশুদের টিকাকরণের তথ্য নিয়ে একটি রিপোর্ট যাতে স্বাস্থ্যকর্মীরা উপসমিতিকে পাঠান সেজন্য ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

১০) ডায়ারিয়া ও বিভিন্ন পেটের অসুখ কী করে আটকানো যায় এবং সেই রোগ যদি হয় তাহলে তার প্রাথমিক চিকিৎসা কীভাবে করা যায় সে বিষয়ে উপসমিতি স্বাস্থ্যকর্মীদের সঙ্গে একযোগে প্রচার চালাবে।

১১) শিশুদের পরিচর্যার সময়ে মায়েরা কী করবেন আর কী করবেন না সেবিষয়ে মাইকের মাধ্যমে এবং চার্ট, পোস্টার তৈরি করে এই উপসমিতি ও নারী, শিশু উন্নয়ন ও সমাজকল্যাণ উপসমিতি যৌথভাবে স্বাস্থ্যকর্মীদের সঙ্গে একযোগে প্রচার চালাবে।

১২) পালস্ পোলিও কর্মসূচিতে গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ৫ বছর বয়স পর্যন্ত সকল শিশু যাতে প্রতিটি নির্দিষ্ট দিনে পোলিও টিকা খায় সেদিকে বিশেষ ভাবে লক্ষ রাখবে।

৯৮) গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার সকল শিশু যাতে স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে জন্ম নিতে পারে সে বিষয়ে উপসমিতি কীভাবে কাজ করবে ?

উঃ ১) এলাকায় প্রশিক্ষিত দাই মায়ের সংখ্যার তথ্য উপসমিতি রাখবে।

২) প্রসবের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দাই বা স্বাস্থ্যকর্মীর সাহায্যে প্রসব করানোর জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার সকল পরিবারকে সচেতন করার জন্য স্বাস্থ্যকর্মীদের সঙ্গে যৌথভাবে প্রচার করবে এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের সহযোগিতা করবে।

৩) এলাকায় কর্মরত যেসব দাই-এর প্রশিক্ষণ হয়নি, তাদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য বি.এম.ও.এইচ-এর মাধ্যমে সচেষ্ট হবে।

৪) জননী সুরক্ষা যোজনার আওতায় বি.পি.এল. পরিবারগুলির প্রসূতি মায়েদের স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে প্রসবের জন্য যে উৎসাহ ভাতার ব্যবস্থা আছে সে বিষয়ে উপসমিতি উদ্যোগী হবে।

৯৯) পরিবার কল্যাণে শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য উপসমিতি কী ধরণের কাজ করতে পারে ?

উঃ ১) পরিবার কল্যাণের ক্ষেত্রে এই উপসমিতি পরিবার কল্যাণ কর্মসূচিটি নিজেরা ভালো ভাবে বুঝবে এবং এই কর্মসূচির বিভিন্ন সুযোগ সুবিধাগুলি জানবে, সেগুলি সম্পর্কে গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানোর জন্য স্বাস্থ্যকর্মীদের সঙ্গে যৌথভাবে চেষ্টা করবে এবং এই কাজের সঙ্গে যুক্ত স্বাস্থ্যকর্মীদের কাজে সাহায্য করবে এবং তাঁদের কাজের প্রতি লক্ষ রাখবে।

২) গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার যে সব পরিবারগুলিতে অল্প ব্যবধানে বেশি সংখ্যক শিশু জন্ম নিচ্ছে সেই সমস্ত পরিবারগুলিকে স্বাস্থ্যকর্মীদের সহায়তায় চিহ্নিত করবে এবং জন্ম নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার কল্যাণের বিষয়গুলি নিয়ে প্রচার চালানো ও বোঝানোর ক্ষেত্রে সেই পরিবারগুলির উপর বেশি জোর দেবে।

৩) এলাকায় যে সকল স্বনির্ভর দল আছে সেই সব দলের মহিলা সদস্যদের সঙ্গে জন্ম নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার কল্যাণের বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করবে এবং জন্ম নিয়ন্ত্রণের উপকরণগুলি মায়েদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য উপসমিতি সেই সব দলের মহিলাদের সহায়তা নেবে।

১০০) অপুষ্টিরোধ করতে শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য উপসমিতি কী কাজ করতে পারে ?

উঃ ১) পুষ্টি বাড়ানোর জন্য বছরের কোন সময়ে কোন ধরণের খাবার খাওয়া উচিত সে বিষয়ে এলাকার মানুষের সচেতনতা বাড়ানোর জন্য সেই সব খাবারের তালিকা ছবি সহ চার্ট ও পোস্টারের মাধ্যমে এলাকার বিদ্যালয়, উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র ও অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিতে টাঙিয়ে রাখবে। এছাড়া এই বিষয়ে বছরে অন্তত দুইবার সচেতনতা শিবির করবে।

২) গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার প্রতিটি বাড়ির চালে বা বাড়ির মধ্যেকার ফাঁকা জমিতে বিভিন্ন রকম ফলের ও শাক-সব্জির গাছ লাগানোর জন্য এলাকার মানষকে উৎসাহিত করবে এবং তার সুফল সম্পর্কে সকলকে বুঝিয়ে বলবে। এ বিষয়ে প্রচার করার জন্য উপসমিতি এলাকার স্বনির্ভর দলগুলিকে কাজে লাগাবে।

৩) যারা বেশি মাত্রায় অপুষ্টির শিকার তাদের চিহ্নিত করে উন্নয়ন প্রকল্পগুলির সুযোগ সুবিধা দেওয়ার ব্যবস্থা করবে এবং তারা যাতে ভালো ভাবে সুষম খাদ্য পেতে পারে সেদিকে নজর রাখবে।

৪) গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা যাতে মা ও শিশুদের পুষ্টির বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগ নেয় সেদিকে লক্ষ রাখবে। অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিতে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার জন্য যে সব শিশুরা যায় তাদের নিয়মিত পুষ্টিকর খাদ্য দেওয়া হচ্ছে কিনা সেবিষয়ে নারী, শিশু উন্নয়ন ও সমাজকল্যাণ উপসমিতির সদস্যদের সঙ্গে যৌথভাবে তদারক করবে।

৫) এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয় ও এস.এস.কে. গুলিতে শিশুদের পুষ্টির জন্য নিয়মিত মিড-ডে মিল দেওয়া হচ্ছে কিনা সেদিকে নজর রাখবে। শিশুদের পুষ্টি বাডানোর জন্য অভিভাবক ও অন্য গ্রামবাসীদের বিশেষ করে আমিষজাত খাদ্য অবদান হিসাবে দেওয়ার জন্য উৎসাহ দেবে।

১০১) সার্বিক স্বাস্থ্যবিধান নিয়ে শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য উপসমিতি কী কী কাজ করতে পারে ?

উঃ ১) গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার প্রতিটি বাড়িতে শৌচাগার নির্মাণ ও তার ব্যবহার সুনিশ্চিত করবে। এর জন্য সমগ্র এলাকায় মানুষের সচেতনতা বাড়ানোর জন্য পোস্টার, দেওয়াল লিখন ইত্যাদির মাধ্যমে ব্যাপক প্রচার চালাবে এবং সরকারি সুযোগ সুবিধার বিষয়গুলি মানুষকে জানাবে।

২) গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার প্রতিটি শিক্ষা কেন্দ্র, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র, স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং অনেক মানুষ যে সব গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় নিয়মিত যান, যেমন, হাট, বাজার, বাস স্ট্যান্ড ইত্যাদি স্থানে, পুরুষ ও মহিলাদের জন্য আলাদা শৌচাগার নির্মাণ ও তার ব্যবহার সুনিশ্চিত করবে।

৩) প্রতিটি শৌচাগারে প্রয়োজনীয় জলের ব্যবস্থা করবে। এর জন্য প্রতিটি শৌচাগারের লাগোয়া জায়গায় টিউব-ওয়েল বসাবে এবং সেই জল খাওয়ার জল হিসাবে ব্যবহার করা যাবে না এই মর্মে বোর্ডে লিখে রাখার ব্যবস্থা করবে।

৩) খোলা মাঠে পায়খানা করা সম্পূর্ণ বন্ধ করবে।

৪) আবর্জনা, মল, জীবজন্তুর মৃতদেহ ইত্যাদি কঠিন বর্জ্য পদার্থ যাতে বিভিন্ন জায়গায় জমে থেকে রোগ না ছড়ায় সেজন্য সেগুলি নিয়মিত পরিষ্কার করার ব্যবস্থা করবে এবং গ্রামে বসতি থেকে দূরে একটি ফাঁকা জায়গা ভাগাড়ের জন্য নির্দিষ্ট করার ব্যবস্থা করবে।

৫) বাড়ির আশেপাশে যেখানে সেখানে যাতে কেউ আবর্জনা না ফেলে সে বিষয়ে উপসমিতি গ্রাম পঞ্চায়েতের সকল সদস্যকে এবং গ্রামের সমস্ত বাসিন্দাকে সচেতন করবে।

৬) নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবস্থা করবে। এর জন্য দরকার মত পানীয় জলের টিউব-ওয়েল বসানোর ব্যবস্থা করবে। প্রতিটি টিউব-ওয়েলের গোড়া যাতে বাঁধানো থাকে সেদিকে বিশেষ নজর দেবে।

৭) টিউব-ওয়েবের পানীয় জলের মান নিয়মিত পরীক্ষা করার ব্যবস্থা করবে। এর জন্য ব্লকের আর.ডব্লিউ.এস.-এর এস.এ.ই.-র সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখবে।

৮) গ্রামের পুকুরের জল যাতে কেউ পানীয় জল হিসাবে ব্যবহার না করে সেই বিষয়ে সচেতনতা বাড়ানোর জন্য প্রচারের ব্যবস্থা করবে। আর যদি কেউ পুকুরের জল খেতে বাধ্য হয় তাহলে তাকে সেই জল ফুটিয়ে খাওয়ার জন্য পরামর্শ দেবে।

১০২) স্বাস্থ্য বিষয় নিয়ে শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য উপসমিতি আর কী কী কাজ করতে পারে ?

উঃ ১) গ্রাম পঞ্চায়েতে স্বাস্থ্য নিয়ে সভাটি যাতে প্রতি মাসের শেষ শনিবারে অবশ্যই হয় এবং সেখানে স্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রতিনিধি নিয়মিত উপস্থিত থাকেন সে বিষয়ে লক্ষ রাখবে।

২) গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় প্রতিটি জন্ম ও মৃত্যু যাতে গ্রাম পঞ্চায়েতে নথিভুক্ত (রেজিস্ট্রেশন) হয় সেজন্য সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে নিয়মিত প্রচারের ব্যবস্থা করবে। এই রেজিস্ট্রেশনের কাজটি নিয়মিত ঠিকভাবে হচ্ছে কিনা সেই বিষয়টির উপর নজর রাখবে এবং এই বিষয়ে এলাকার স্বাস্থ্যকর্মী, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্মচারীদের দরকার মত সহায়তা করবে ও তাঁদের সঙ্গে সমন্বয় রাখবে।

৩) মশার মাধ্যমে যে সব রোগ ছড়ায়, যেমন ম্যালেরিয়া, চিকুনগুনিয়া, ফাইলেরিয়া ইত্যাদি, সেগুলি যাতে ছড়াতে না পারে সেজন্য নিয়মিত মশা মারার ব্যবস্থা করবে। মশা যেহেতু জমা জলে জন্মায়, তাই বাড়িতে বা তার আশেপাশে যাতে জল জমে না থাকে সেজন্য সাধারণ মানুষকে সচেতন করবে।

৪) ডায়েরিয়া, হুপিং কাশি, কলেরা, টাইফয়েড, জলবসন্ত, টিবি ইত্যাদি ছোঁয়াচে রোগগুলির কোনো একটি রোগ এলাকায় হলে যাতে সেটি ছড়াতে না পারে সে সম্পর্কে সকলকে সচেতন করবে এবং দরকার মত কাছের চিকিৎসা কেন্দ্রে রোগীকে পাঠানোর ব্যবস্থা করবে।

নারী, শিশু উন্নয়ন ও সমাজকল্যাণ উপসমিতির কাজ

১০৩) নারী, শিশু উন্নয়ন ও সমাজকল্যাণ উপসমিতি কী কী বিষয় নিয়ে কাজ করবে ?

উঃ স্বনির্ভর দল, স্বর্ণজয়ন্তী গ্রাম স্বরোজগার যোজনা (এস.জি.এস.ওয়াই.), সুসংহত শিশু বিকাশ প্রকল্প (আই.সি.ডি.এস.), জাতীয় সামাজিক সহায়তা প্রকল্প, জননী সুরক্ষা যোজনা, নারী ও শিশু উন্নয়ন সংক্রান্ত অন্যান্য প্রকল্প, সমাজকল্যাণ, বৃদ্ধ ও প্রতিবন্ধী কল্যাণ ও সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা।

১০৪) স্বনির্ভর দল গঠনে নারী, শিশু উন্নয়ন ও সমাজকল্যাণ উপসমিতি কী কাজ করতে পারে ?

উঃ

১) এই উপসমিতি থেকে বিশেষ উদ্যোগ নিয়ে স্বনির্ভর দলের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে মেয়েদের অবহিত করবে, গরিব এলাকায় স্বনির্ভর দল গঠনের জন্য উপসমিতি উদ্যোগ নেবে।

২) কোনো রকমে টাকা পাওয়ার আশা নিয়ে দল গঠন করা হচ্ছে কিনা সেদিকে লক্ষ রাখবে, যদি সেই ভাবে দল গঠিত হয় তাহলে তাতে বাধা দেবে।

৩) দলগুলি নিয়মিত সভা করছে কিনা সেদিকে নজর রাখবে।

৪) দলগুলি নিয়মিত টাকা জমাচ্ছে কিনা সেদিকে লক্ষ রাখবে।

৫) ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলতে দলগুলিকে সহায়তা করবে।

৬) হিসাব-নিকাশ রাখার ক্ষেত্রে দলগুলির অসুবিধা হচ্ছে কিনা সেদিকে উপসমিতি লক্ষ রাখবে, যদি অসুবিধা হয় তাহলে গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্বাহী সহায়ক (ই.এ.) ও সচিবকে অনুরোধ করবেন এই বিষয়ে দলগুলিকে সহায়তা করার জন্য।

৭) গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গ্রামের উন্নয়নের কাজে মহিলা দলগুলির সঙ্গে যাতে আলোচনা করে সেদিকে লক্ষ রাখবে।

৮) গ্রাম সংসদ এলাকার বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণ এবং তদারকির কাজ স্বনির্ভর দলগুলিকে যাতে গ্রাম উন্নয়ন সমিতির পক্ষ থেকে দেওয়া হয় সেবিষয়ে উদ্যোগ নেবে।

৯) গ্রাম পঞ্চায়েতের নিজস্ব জমি, পতিত জায়গা যাতে গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে মহিলাদের স্বনির্ভর দলকে ব্যবহারের সুয়োগ করে দেয়, যাতে মহিলারা সেই জমিকে ব্যবহার করে সেখানে গাছ

লাগিয়ে বা নার্সারি তৈরি করে তার থেকে আয় করতে পারে ও সেই সঙ্গে এলাকার সম্পদ বাড়াতে পারে, সেদিকে নজর দেবে।

১০) স্বনির্ভর দলগুলির গ্রেডেশনের জন্য ব্লক স্তরে ব্লক জীবিকা উন্নয়ন আধিকারিক (বি.এল.এইচ.ডি.ও.) ও মহিলা উন্নয়ন আধিকারিক এবং জেলা স্তরে ডি.আর.ডি.সি.-র সঙ্গে যোগাযোগ রাখবে।

১১) স্বনির্ভর দলগুলির সদস্যদের নিয়মতি ও ধারাবাহিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে।

১২) দলগুলি যাতে ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ পায় এবং যে কাজের জন্য দল ঋণ নিচ্ছে সেই কাজে যাতে সেই দল ঠিক মত কাজে লাগিয়ে সময়মত ঋণ পরিশোধ করে সেদিকে লক্ষ রাখবে।

১৩) স্বনির্ভর দলগুলিকে নিয়মিত সঠিক পরামর্শ দেবে।

১০৫) মহিলাদের উন্নয়নে নারী, শিশু উন্নয়ন ও সমাজকল্যাণ উপসমিতি কী কী কাজ করতে পারে ?

উঃ ১) গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বসবাসকারী সকল মহিলা ভোটারকে স্বনির্ভর দল গড়ার জন্য উৎসাহিত করবে।

২) গ্রামের মহিলাদের, বিশেষতঃ কিশোরীদের স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতনতা বাড়ানোর জন্য এই উপসমিতি শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য উপসমিতির সঙ্গে যৌথভাবে স্থানীয় গ্রাম উন্নয়ন সমিতি এবং এলাকার মহিলা স্বাস্থ্যকর্মী ও অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের সহায়তায় নিয়মিত ও ধারাবাহিকভাবে সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করবে।

৩) কন্যাভ্রূণ হত্যা করা সম্পূর্ণ বন্ধ করার জন্য জনমত গড়ে তুলবে এবং ব্যাপক প্রচার চালাবে।

৪) মেয়ের জন্ম দেওয়ার জন্য এলাকার কোনো মায়ের উপর তার বাড়ি থেকে যদি অত্যাচার করা হয় তাহলে উপসমিতি গ্রাম উন্নয়ন সমিতি, গ্রাম পঞ্চায়েত ও স্থানীয় থানার সাহায্যে প্রতিকারের ব্যবস্থা করবে।

৫) বাড়ির ছোট মেয়েদের যাতে ছেলেদের মত করে একই ভাবে মানুষ করা হয় সেজন্য উপসমিতি ব্যাপক প্রচারের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তুলবে।

৬) গ্রামের প্রতিটি মেয়ে যাতে বিদ্যালয়ে গিয়ে লেখাপড়া করার সুযোগ পায় সেদিকে উপসমিতি লক্ষ রাখবে।

৭) বাড়ির কাজের সুবিধার জন্য বা অল্প বয়সে বিয়ে দেওয়ার জন্য ছোট মেয়েদের বিদ্যালয়-ছুট না করা হয় সেদিকে উপসমিতি নজর রাখবে।

৮) ১৮ বছরের কম বয়সী মেয়েদের যাতে কোনো ভাবেই বিয়ে না দেওয়া হয় ও সেই সঙ্গে ১৯ বছরের আগে কেউ যাতে কোনোমতেই মা না হয় সেজন্য উপসমিতি স্থানীয় গ্রাম উন্নয়ন সমিতি এবং এলাকার মহিলা স্বাস্থ্যকর্মী ও অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের সহায়তায় ব্যাপক প্রচার চালাবে এবং নিয়মিত ও ধারাবাহিকভাবে সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করবে।

৯) গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার কোনো মেয়ের বিয়েতে যাতে তার বাড়ি থেকে পণ না দেওয়া হয় বা কোনো ছেলের বিয়েতে পণ না নেওয়া হয় সেদিকে বিশেষ লক্ষ রাখবে।

১০) গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার কোনো মহিলা, বিশেষতঃ কোনো কিশোরীকে যাতে খারাপ উদ্দেশ্যে বাইরে পাচার করা না হয় সেদিকে উপসমিতি বিশেষ নজর রাখবে।

১১) গর্ভবতী মায়েরা ঠিক সময়মত টিটেনাসের টিকা নিচ্ছেন কিনা বা তাঁরা রক্তাল্পতা দূর করার জন্য নিয়মিত আয়রণ বড়ি খাচ্ছেন কিনা সে সম্পর্কে স্বাস্থ্যকর্মীদের থেকে খোঁজ খবর রাখবে।

১২) গর্ভবতী মায়েরা যাতে নিয়মিত পুষ্টিকর খাবার, শাকসব্জী, ফলমূল খান সেই ব্যাপারে এই উপসমিতি শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য উপসমিতির সঙ্গে যৌথ ভাবে চার্ট, পোস্টার তৈরি করে ও মাইকের মাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা করবে এবং সচেতনতা শিবির করবে।

১৩) দুটি সন্তানের মধ্যে অন্তত তিন বছরের ব্যবধান যাতে বাবা-মা রাখেন সেইজন্য এই উপসমিতি শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য উপসমিতির সঙ্গে যৌথ ভাবে প্রয়োজনীয় নিয়মিত প্রচারের ব্যবস্থা করবে।

১৪) গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় সকল বি.পি.এল. পরিবারের গর্ভবতী মায়েরা জননী সুরক্ষা যোজনায় সুবিধা পাচ্ছেন কিনা সে বিষয়ে এই উপসমিতি শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য উপসমিতির সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে খোঁজ খবর রাখবে।

১৫) অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা নিয়মিত মহিলাদের, বিশেষতঃ মায়েদের স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখছেন কিনা সেবিষয়ে খোঁজ খবর রাখবে।

১৬) উপরে লেখা সব কয়টি কাজের তদারকিতেই উপসমিতি স্থানীয় গ্রাম উন্নয়ন সমিতির মহিলা সদস্যদের এবং স্বনির্ভর দলগুলির মহিলা সদস্যদের যুক্ত করবে এবং তাদের সহায়তা নেবে।

১০৬) শিশুদের উন্নয়নে নারী, শিশু উন্নয়ন ও সমাজকল্যাণ উপসমিতি কী কী কাজ করতে পারে ?

উঃ ১) গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার সকল শিশুর জন্ম যাতে স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে (হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যকেন্দ্র) হয় সে বিষয়ে উপসমিতি নিয়মিত প্রচার চালাবে।

২) শিশুর পুষ্টি ও বৃদ্ধির জন্য মায়ের দুধের গুরুত্ব সকলকে বোঝানোর জন্য এই উপসমিতি শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য উপসমিতির সঙ্গে যৌথ ভাবে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করবে।

৩) সংক্রামক রোগের হাত থেকে শিশুকে রক্ষা করার জন্য শিশুর জন্মের পর থেকে রুটিনমাফিক ছয়টি টিকা শিশুকে দেওয়ার জন্য এই উপসমিতি এবং শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য উপসমিতি যৌথ ভাবে নিয়মিত প্রচারের ব্যবস্থা করবে।

৪) শিশুদের পরিচর্যার সময়ে মায়েরা কী করবেন আর কী করবেন না সেবিষয়ে মাইকের মাদ্যমে এবং চার্ট, পোস্টার তৈরি করে এই উপসমিতি এবং শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য উপসমিতি যৌথ ভাবে স্বাস্থ্যকর্মীদের সঙ্গে একযোগে প্রচার চালাবে।

৫) পালস্ পোলিও কর্মসূচিতে গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ৫ বছর বয়স পর্যন্ত সকল শিশু যাতে প্রতিটি নির্দিষ্ট দিনে পোলিও টিকা খায় সেদিকে বিশেষ ভাবে লক্ষ রাখবে।

৬) গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার প্রতিটি শিশু যাতে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা পায় সেদিকে নজর রাখবে। এর জন্য প্রতিটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র যাতে ঠিক মত চলে সেদিকে লক্ষ রাখবে।

৭) প্রতিটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে যাতে সব শিশুকে পুষ্টিকর খাদ্য নিয়মিত দেওয়া হয় সেদিকে লক্ষ রাখবে।

৮) প্রতিটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে যাতে শিশুরা খেলতে খেলতে শিখতে পারে সেই রকম ব্যবস্থা করার জন্য উপসমিতি উদ্যোগী হবে।

৯) প্রতিটি এস.এস.কে ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাতে শিশুরা নিয়মিত মিড-ডে মিল পায় সেদিকে লক্ষ রাখবে।

১০) শিশুরা যাতে বিদ্যালয়-ছুট না হয় সেদিকে নজর রাখবে.

১১) উপরে লেখা প্রতিটি কাজে এলাকার স্বনির্ভর দলগুলির মহিলা সদস্যদের সহায়তা নেবে।

১০৭) নারী, শিশু উন্নয়ন ও সমাজকল্যাণ উপসমিতি আর কী কী কাজ করতে পারে ?

উঃ ১) গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার সেই সকল পরিবারের একটি তালিকা তৈরি করবে যে সব পরিবারে

ক) কোনো পুরুষ সদস্য নেই, বাড়ির মহিলাকেই রোজগার করা থেকে শুরু করে পরিবারের সব কাজ করতে হয়,

খ) পুরুষ সদস্য আছেন, কিন্তু তিনি কোনো কাজ করতে শারীরিক বা মানসিক ভাবে অক্ষম, বাড়ির মহিলাই পরিবারের প্রধান রোজগেরে,

গ) কোনো রোজগার নেই, পরিবারের সকলেই বৃদ্ধ, অশক্ত এবং কাজ করতে অক্ষম,

ঘ) হঠাৎ কোনো দুর্ঘটনায় বা প্রাকৃতিক দুর্যোগে রুজি-রোজগার হারিয়েছে

ঙ) পরিবারের কোনো সদস্যর কঠিন কোনো রোগ হওয়ার তার চিকিৎসা করাতে গিয়ে সর্বস্বান্ত হয়ে গেছে,

চ) সকলেই সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভাবে পিছিয়ে পড়া তফসিলি জাতি বা আদিবাসী ও সামাজিক বঞ্চনার শিকার।

২) সেই তালিকায় থাকা পরিবারগুলিকে সহায়তা দেওয়ার জন্য উপসমিতি সচেষ্ট হবে।

৩) বি.পি.এল. তালিকায় থাকা প্রতিটি পরিবারের অশক্ত, অসহায় বৃদ্ধ বা বৃদ্ধাদের বিভিন্ন ধরণের বার্ধক্য ভাতা প্রকল্পের আওতায় আনার জন্য সচেষ্ট হবে। এই মানুষগুলিকে চিহ্নিত করার জন্য গ্রাম উন্নয়ন সমিতি ও স্বনির্ভর দলগুলির সাহায্য নেবে।

৪) বি.পি.এল. তালিকায় থাকা প্রতিটি পরিবারের গর্ভবতী মহিলারা যাতে জননী সুরক্ষা যোজনা সুবিধা পেতে পারেন সেদিকে লক্ষ কাখবে।

৫) শারীরিক বা মানসিক ভাবে প্রতিবন্ধী মানুষরা যাতে সরকারি সুযোগ-সুবিধা পান সেদিকে লক্ষ রাখবে। সেই সঙ্গে তাঁরা যাতে সামর্থ্য অনুযায়ী অর্থকরী বা গঠনমূলক কোনো কাজে নিযুক্ত হতে পারেন সেদিকে উপসমিতি উদ্যোগ নেবে। এর জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতেও সচেষ্ট হবে।

৬) কোনো দুর্ঘটনায় বা রোগে বি.পি.এল. তালিকায় থাকা কোনো পরিবারের মূল রোজগেরে সদস্য মারা গেলে যাতে সেই পরিবার এককালীন সরকারি সহায়তা (জাতীয় পরিবার সহায়তা প্রকল্প বা এন.এফ.বি.এস.) পেতে পারে সেজন্য উপসমিতি সচেষ্ট হবে।

শিল্প ও পরিকাঠামো উপসমিতির কাজ

১০৮) শিল্প ও পরিকাঠামো উপসমিতি কী কী বিষয় নিয়ে কাজ করবে ?

উঃ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, গ্রামীণ কারিগরি, পরিকাঠামো উন্নয়ন, ইন্দিরা আবাস যোজনা, গ্রামীণ সড়ক ও গৃহনির্মাণ, গ্রামীণ বিদ্যুৎ ও অচিরাচরিত শক্তির ব্যবহার।

১০৯) শিল্প ও পরিকাঠামো উপসমিতি শিল্প নিয়ে কী ধরণের কাজ করতে পারে ?

উঃ

১) শিল্প বলতে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প নিয়েই কাজ করবে।

২) ক্ষুদ্র ও গ্রামীণ শিল্প স্থাপনে গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মানুষকে উৎসাহ দেবে।

৩) ক্ষুদ্র শিল্পের জন্য সরকারি স্তরে কী কী সহায়তা পাওয়া যায় সেই বিষয়ে এলাকার উৎসাহী যুবক-যুবতীদের পরামর্শ দেবে।

৪) গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় কী ধরণের শিল্পের সম্ভাবনা আছে সেই বিষয়ে সার্বিক পরিকল্পনা তৈরি করবে।

৫) গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় কী কী শিল্প আগে ছিল, কিন্তু এখন নানান কারণে সেই শিল্পগুলি মৃতপ্রায়, সেগুলিকে কী করে আবার আগের অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় তার পরিকল্পনা করবে।

৬) গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার কারিগরদের দক্ষতা বাড়ানোর উপায় সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করবে, এর জন্য কারিগরদের কী ভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া যায় তার ব্যবস্থা করবে। এর জন্য ব্লক স্তরে শিল্প উন্নয়ন আধিকারিক (আই.ডি.ও.) বা জেলা স্তরে জেলা শিল্প কেন্দ্র অথবা জেলা পরিষদের জেলা গ্রামোন্নয়ন সেল (ডি.আর.ডি.সি.)-এর সঙ্গে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

৭) এলাকার স্বনির্ভর দলগুলিকে কোনো ধরণের হাতের কাজ করতে উৎসাহিত করবে। স্বনির্ভর দলগুলি অনেক সময়েই সঠিক শিল্প বা কাজ বেছে নিতে পারে না। সেক্ষেত্রে উপসমিতি তাদের সঠিক পথ দেখাবে।

৮) এলাকায় তৈরি শিল্প দ্রব্য স্থানীয় ও শহরের বাজারে বিক্রয় করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করবে।

৯) বিভিন্ন শিল্প কর্ম বা অন্যান্য কাজের সঙ্গে যুক্ত অসংগঠিত শ্রমিকদের ভবিষ্যত যাতে সুরক্ষিত হয় তার জন্য তাঁদের অসংগঠিত শ্রমিকদের জন্য ভবিষ্যনিধি প্রকল্প-এর অধীনে নিয়ে আসার জন্য উপসমিতি বিশেষ নজর দেবে। এই বিষয়ে বিশদ জানতে ব্লক স্তরে ন্যূনতম মজুরি পরিদর্শক (আই.এম.ডব্লিউ.)-এর সঙ্গে যোগাযোগ করা য়েতে পারে।

১১০) শিল্পের জন্য উদ্যোগীকে ঋণ দেওয়ার যে সরকারি ব্যবস্থা আছে সে বিষয়ে শিল্প ও পরিকাঠামো উপসমিতি কী করতে পারে ?

উঃ ১) এলাকায় কারা সত্যই কোনো ক্ষুদ্র শিল্প গড়তে আগ্রহী সে বিষয়ে খোঁজ নেবে।

২) কোন কোন সরকারি সহায়তা প্রকল্প থেকে তারা ঋণ নিতে পারে, সে বিষয়ে তাদের সঠিক পরামর্শ দেবে। এর জন্য সেই সব সরকারি প্রকল্প সম্পর্কে উপসমিতির সদস্যদেরও সঠিক ভাবে জানতে হবে।

৩) সেই ঋণ কীভাবে পাওয়া যাবে সে সম্পর্কে আরো বিশদ ভাবে জানার জন্য শিল্পে উদ্যোগী এলাকার যুবক-যুবতীদের সঙ্গে ব্লক স্তরে শিল্প উন্নয়ন আধিকারিক (আই.ডি.ও.)-এর যোগাযোগ করিয়ে দেবে।

৪) শিল্পের জন্য কেউ ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ পেলে সেই ঋণের টাকা তিনি সঠিক ভাবে কাজে লাগাচ্ছেন কিনা সেদিকে উপসমিতি লক্ষ রাখবে।

৫) যিনি ঋণ পেলেন তিনি যাতে সঠিক সময়ে সেই ঋণ শোধ করেন সেদিকে উপসমিতি নজর রাখবে।

১১১) পরিকাঠামো বলতে কী বোঝায় ?

উঃ পরিকাঠামো বলতে রাস্তাঘাট, কালভার্ট, বিদ্যুৎ ইত্যাদিকে বোঝায়, যেগুলি মানুষের প্রতিদিনের জীবন যাপনকে সহজ করে।

১১২) পরিকাঠামোর ক্ষেত্রে শিল্প ও পরিকাঠামো উপসমিতি কী করতে পারে ?

উঃ ১) গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় দারিদ্র সীমার নীচে (বি.পি.এল.) বসবাসকারী যে সব পরিবারের থাকার মত ঘর নেই, সেই সব পরিবার যাতে ইন্দিরা আবাস যোজনায় ঘর পায় সেদিকে উপসমিতি বিশেষ লক্ষ রাখবে।

২) গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় যাতে কোনো গৃহহীন পরিবার না থাকে সেটাই হবে উপসমিতির মূল লক্ষ্য।

৩) ইন্দিরা আবাস যোজনায় নির্মিত প্রতিটি বাড়িতে যাতে শৌচাগার ও ধোঁয়াহীন চুল্লী থাকেই এবং সেগুলি যাতে ব্যবহার হয় সেদিকে উপসমিতি বিশেষ নজর দেবে।

৪) গ্রাম সংসদ স্তর থেকে যে সব রাস্তা, কালভার্ট ইত্যাদি পরিকাঠামো তৈরি ও মেরামতের পরিকল্পনা করে গ্রাম পঞ্চায়েতকে রূপায়ণ করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সেগুলির মধ্যে থেকে কোন কাজটা আগে করতে হবে তার তালিকা উপসমিতি তৈরি করে নেবে।

৫) সেই তালিকা অনুযায়ী পরিকাঠামো তৈরি ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ উপসমিতি গ্রাম উন্নয়ন সমিতিগুলির সহায়তায় তদারক করবে।

৬) পরিকাঠামো উন্নয়নের যে কাজগুলি পঞ্চায়েত সমিতি বা জেলা পরিষদ করে সেগুলিও উপসমিতি গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সহায়তায় দেখভাল করবে।

৭) গ্রাম পঞ্চায়েতের যে সব এলাকায় বিদ্যুৎ নেই সেখানে বিদ্যুৎ আনার জন্য পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে সঞ্চালককে ও প্রধানকে উপসমিতি দায়িত্ব দেবে।

৮) গ্রামে হুকিং করে বিদ্যুৎ চুরি বন্ধ করার জন্য প্রচারের ব্যবস্থা করবে এবং যাতে মানুষ বিদ্যুৎ চুরি না করে তার জন্য তাদের সচেতন করবে যাতে মানুষ প্রতিবেশিদেরও বোঝায় যে হুকিং-এর ফলে এলাকার মানুষেরই ক্ষতি হয়।

গ্রাম উন্নয়ন সমিতির গঠন ও কাজ

১) গ্রাম উন্নয়ন সমিতি কী ?

উঃ **গ্রাম সংসদ এলাকার সব ভোটার তাদের মধ্যে থেকে গ্রাম উন্নয়ন সমিতিকে বিধিবদ্ধভাবে নির্বাচন করেন। এই সমিতিকে গ্রাম পঞ্চায়েতের এক ধরনের কার্যকরী কমিটি বলা যেতে পারে। এরা গ্রাম পঞ্চায়েতের ছোট ছোট পরিকল্পনাগুলিকে কাজে পরিণত করবে। তারা একদিকে গ্রাম সংসদের কাছে অর্থাৎ সাধারণ মানুষের কাছে অন্যদিকে গ্রাম পঞ্চায়েতের কাছে দায়বদ্ধ। এরা গ্রাম পঞ্চায়েতের সহায়ক বলেই ভাবতে পারা যায়।**

২) প্রতিটি গ্রাম সংসদে গ্রাম উন্নয়ন সমিতির গঠন কি বাধ্যতামূলক ?

উঃ **হ্যাঁ, প্রতিটি গ্রাম সংসদে গ্রাম উন্নয়ন সমিতির গঠন বাধ্যতামূলক।**

৩) কতটা এলাকা নিয়ে একটি গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গঠন করা হয় ?

উঃ **প্রতিটি গ্রাম সংসদ এলাকার জন্য একটি করে গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গঠন করা হয়।**

৪) গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গঠন করার জন্য বিশেষ গ্রাম সংসদ সভা কে ডাকবে ?

উঃ **গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গঠন করার জন্য বিশেষ গ্রাম সংসদ সভা ডাকবে গ্রাম পঞ্চায়েত।**

৫) গ্রাম পঞ্চায়েত কমপক্ষে কতদিন আগে গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গঠন করার জন্য বিশেষ গ্রাম সংসদ সভার নোটিশ জারি করবে ?

উঃ **গ্রাম পঞ্চায়েত কমপক্ষে ১৫ দিন আগে গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গঠন করার জন্য বিশেষ গ্রাম সংসদ সভার নোটিশ জারি করবে। এই নোটিশে কবে, কখন এবং কোথায় বিশেষ গ্রাম সংসদ সভা হবে তার উল্লেখ থাকবে।**

৬) গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গঠনের বিশেষ গ্রাম সংসদ সভা সফল করার জন্য কী কী ভাবে প্রচার করা যেতে পারে ?

উঃ **বিশেষ গ্রাম সংসদ সভা সফল করার জন্য ঢেঁড়া পিটিয়ে, মাইক বাজিয়ে, হ্যান্ডবিল ছাপিয়ে এবং বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচার করা যেতে পারে।**

৭) গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গঠনের জন্য বিশেষ গ্রাম সংসদ সভাটি কোথায় আয়োজন করা প্রয়োজন ?

উঃ **সংশ্লিষ্ট গ্রাম সংসদ এলাকার মধ্যে কোন প্রকাশ্য স্থানে বিশেষ গ্রাম সংসদ সভার আয়োজন করতে হবে।**

৮) গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গঠনের জন্য বিশেষ গ্রাম সংসদ সভাটি কোন সময়ে আয়োজন করা প্রয়োজন ?

উঃ **সুষ্ঠভাবে গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গঠন করতে গেলে সময় লাগতে পারে, তাই দিনের বেলায় এই সভাটির আয়োজন করা প্রয়োজন।**

৯) গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গঠনের জন্য বিশেষ গ্রাম সংসদ সভায় সভাপতিত্ব কে করবেন ?

উঃ **গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গঠনের জন্য বিশেষ গ্রাম সংসদ সভায় সভাপতিত্ব করবেন ঐ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান। তিনি যদি সভায় অনুপস্থিত থাকেন তাহলে উপপ্রধান সভাপতিত্ব করবেন। উপপ্রধানও যদি অনুপস্থিত থাকেন তাহলে ঐ গ্রাম সংসদের নির্বাচিত সদস্য/সদস্যা সভাপতিত্ব করবেন। দুই জন সদস্য/সদস্যা থাকলে বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্য/সদস্যা সভাপতিত্ব করবেন।**

১০) গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গঠনের জন্য বিশেষ গ্রাম সংসদ সভাটি কে পরিচালনা করবেন ?

উঃ **গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গঠনের বিশেষ গ্রাম সংসদ সভা পরিচালনা করবেন গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃক নিযুক্ত প্রিসাইডিং অফিসার। গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্বাহী সহায়ক অথবা সচিব অথবা কর্মসহায়ক অথবা নির্মাণ সহায়ক অথবা সহায়ককে প্রিসাইডং অফিসার হিসাবে নিযুক্ত করা যেতে পারে।।**

১১) গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গঠনের জন্য বিশেষ গ্রাম সংসদ সভাতে পর্যবেক্ষক হিসেবে কে উপস্থিত থাকেন ?

উঃ **ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক তথা পঞ্চায়েত সমিতির নির্বাহী আধিকারিক প্রয়োজন মনে করলে ঐ বিশেষ গ্রাম সংসদ সভায় সম্প্রসারণ আধিকারিকের পদমর্যাদার একজন পর্যবেক্ষক (পঞ্চায়েত উন্নয়ন আধিকারিক অথবা পঞ্চায়েত হিসাব ও নিরীক্ষা আধিকারিক অথবা অন্য কোনো সম্প্রসারণ আধিকারিক) পাঠাতে পারেন।**

১২) গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গঠনের জন্য বিশেষ গ্রাম সংসদ সভাতে উপস্থিত পর্যবেক্ষকের ভুমিকা কী ?

উঃ **পর্যবেক্ষক সভায় উপস্থিত থেকে সভার কাজ পরিদর্শন করেন এবং সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যে ব্লক উন্নয়ন আধিকারিকের কাছে লিখিত প্রতিবেদন পেশ করেন।**

১৩) গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গঠন করার জন্য বিশেষ গ্রাম সংসদ সভার কোরাম কত শতাংশ ভোটার উপস্থিত হলে হবে ?

উঃ **২০ শতাংশ ভোটার উপস্থিত হলে কোরাম হবে।**

১৪) গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সভায় যাতে কোরাম হয় তার জন্য প্রিসাইডিং অফিসার কী কী উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারেন ?

উঃ

- ☞ কোরাম হতে সময় লাগতে পারে, তাই কোরাম না হলে এক ঘন্টা পর্যন্ত কোরামের জন্য অপেক্ষা করা প্রয়োজন।
- ☞ **কোরাম হওয়ার জন্য ঐ সময় মাইকে বার বার সভার কথা প্রচার করা যেতে পারে।**
- ☞ **এছাড়া গ্রাম সংসদ বিষয়ক অডিও ক্যাসেট বাজানো যেতে পারে।**
- ☞ **এক ঘন্টা অপেক্ষা করতে করতে যদি মনে হয় আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলে কোরাম হতে পারে তাহলে প্রিসাইডিং অফিসার আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবেন।**

১৫) গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গঠনের জন্য বিশেষ গ্রাম সংসদ সভায় যদি কোরাম না হয় তাহলে কী হবে ?

উঃ **যদি প্রিসাইডিং অফিসার নির্ধারিত সময় অপেক্ষা করার পরও দেখেন যে কোরাম হয়নি এবং হওয়া সম্ভব নয়, তখন তিনি বিশেষ গ্রাম সংসদ সভা মুলতুবি ঘোষণা করবেন এবং সভা মুলতুবি হবার পরে ঠিক সপ্তম দিনে একই জায়গায়, একই সময়ে মুলতুবি সভা বসবে এই মর্মে ঘোষণা করবেন।**

১৬) গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গঠনের জন্য মূলতুবি সভাতে কোরাম কত শতাংশ ভোটার উপস্থিত হলে হবে ?

উঃ **গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গঠনের জন্য মুলতুবি সভাতে ১০ শতাংশ ভোটার উপস্থিত হলে কোরাম হবে।**

১৭) গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গঠনের জন্য যে মুলতুবি সভা সেই সভাতেও যদি কোরাম না হয় তাহলে কী হবে ?

উঃ **মুলতুবি সভাতেও কোরাম না হলে সভা পুনরায় মুলতুবি হবে। এই মুলতুবি সভার এক মাস বাদে নতুনভাবে বিশেষ গ্রাম সংসদ সভা ডাকতে হবে এবং প্রথম থেকে সভা ডাকার পদ্ধতিকে পুনরাবৃত্তি করতে হবে।**

১৮) গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গঠনের জন্য বিশেষ গ্রাম সংসদ সভায় উপস্থিত সদস্যগণ কোন খাতাতে স্বাক্ষর করবেন ?

উঃ **এই বিশেষ গ্রাম সংসদ সভায় উপস্থিত সদস্যগণ হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর করবেন। এই হাজিরা খাতাটি অবশ্যই বাধাঁই করা রেজিস্টার হতে হবে। ফুলস্কেপ কাগজের ব্যবহার কোন মতেই করা যাবে না।**

১৯) গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গঠনের জন্য বিশেষ গ্রাম সংসদ সভায় উপস্থিত সদস্যগণের কখন স্বাক্ষর করানো শুরু হবে ?

উঃ **কোরাম না হলে সভা শুরু করা যাবে না এবং সভা শুরু না হওয়া পর্যন্ত স্বাক্ষর করানো শুরু হবে না।**

২০) গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সদস্য নির্বাচনের কার্যবিবরণী কে লিখবেন এবং কোথায় লিখবেন ?

উঃ **প্রিসাইডিং অফিসার কার্যবিবরণী রেজিস্টার লিখবেন। নির্বাচন প্রক্রিয়া ও নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নামগুলি এই কার্যবিবরণী রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করতে হবে। সাধারণ কাগজে লিখলে তা গৃহীত হবে না। সমস্ত লেখা শেষ হয়ে গেলে প্রিসাইডং অফিসার রেজিস্টারে সই করবেন।**

২১) প্রিসাইডিং অফিসার গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গঠনের জন্য এই বিশেষ গ্রাম সংসদ সভার দিন কী কী পূর্ব প্রস্তুতি নিয়ে রাখবেন ?

উঃ

- ☞ প্রিসাইডং অফিসার গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গঠনের জন্য এই বিশেষ গ্রাম সংসদ সভার দিন কিছু পূর্ব প্রস্তুতি নিয়ে রাখবেন। যেমন -
- ☞ **গ্রাম সংসদের ভোটার তালিকা (পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার চলতি ভোটার তালিকা) সংগ্রহ করে রাখা - এটি সংশ্লিষ্ট ব্লক অফিসে পাওয়া যাবে।**
- ☞ **সংরক্ষিত আসনগুলির জন্য আসন ভিত্তিক যোগ্য ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের তালিকা সংগ্রহ করে রাখা - এটি গ্রাম পঞ্চায়েত তৈরি করে রাখবে।**
- ☞ **বিগত পঞ্চায়েত নির্বাচনে যিনি বা যারা দ্বিতীয় সর্বাধিক ভোট পেয়েছেন তাদের নামের তালিকা সংগ্রহ করে রাখা - এটি ব্লক উন্নয়ন আধিকারিকের কাছ থেকে পাওয়া যাবে।**
- ☞ **বিশেষ গ্রাম সংসদ সভার হাজিরা খাতা, কার্যবিবরণী রেজিস্টার (নির্বাচন প্রক্রিয়া লিপিবদ্ধ করার জন্য) এবং বিশেষ গ্রাম সংসদ সভার রেজলিউশন বই।**
- ☞ **বিশেষ গ্রাম সংসদ সভার নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব যে প্রিসাইডিং অফিসারকে দেওয়া হয়েছে, এই মর্মে ঐ প্রিসাইডিং অফিসারকে দেওয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অনুমতি পত্র।**

☞ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ থেকে প্রকাশিত আদেশনামা (নং ১১০, তারিখ ৭ই জানুযারি, ২০০৫) এবং গ্রাম উন্নয়ন সমিতির হাত বই।

☞ মাইক, ব্যাটারির ব্যবস্থা।

☞ ভোটার তথা সদস্যদের এবং উপস্থিত সকলের বসার জন্য সতরঞ্চি বা অনুরূপ ব্যবস্থা।

২২) গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সদস্য কাদের মধ্যে থেকে নির্বাচিত করা হয় ?

উঃ গ্রাম সংসদ এলাকা থেকে গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্বাচিত সদস্য/সদস্যা এবং বিগত পঞ্চায়েত নির্বাচনে দ্বিতীয় সর্বাধিক ভোট পেয়েছেন এমন ব্যক্তি ব্যতীত গ্রাম উন্নয়ন সমিতির বাকি সকল সদস্যকে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট গ্রাম সংসদের ভোটার হতে হবে।

২৩) একটি গ্রাম উন্নয়ন সমিতিতে কয় ধরনের সদস্য পদ থাকে ও কী কী ?

উঃ গ্রাম উন্নয়ন সমিতিতে দুই ধরনের সদস্য পদ থাকে। কিছু সদস্য পদ বিভিন্ন স্তরের প্রতিনিধিদের জন্য সংরক্ষিত থাকে, ঐ সকল পদকে বলে সংরক্ষিত পদের আসন। আর কিছু সদস্য পদে ঐ গ্রাম সংসদ এলাকার যে কোনো ভোটার নির্বাচিত হয়ে থাকেন। এই সকল পদকে বলে অসংরক্ষিত পদের আসন।

২৪) গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সংরক্ষিত পদে কারা কারা নির্বাচিত হন ?

উঃ সংরক্ষিত পদে নিম্নলিখিত সদস্যরা নির্বাচিত হন :-

ক) সংশ্লিষ্ট গ্রাম সংসদ এলাকা থেকে গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য বা সদস্যা হিসেবে যিনি বা যাঁরা নির্বাচিত হয়েছেন।

খ) বিগত পঞ্চায়েত নির্বাচনে সংশ্লিষ্ট গ্রাম সংসদ এলাকা থেকে দ্বিতীয় সর্বাধিক ভোট যিনি বা যাঁরা পেয়েছেন।

গ) সংশ্লিষ্ট গ্রাম সংসদ এলাকার কর্মরত এবং নিবন্ধীকৃত অথবা রাজ্য সংরকার দ্বারা অনুমোদিত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এবং অন্যান্য সমষ্টি ভিত্তিক সংগঠনগুলির তিনটি সংস্থা থেকে একজন করে মোট তিন জন সদস্য।

ঘ) সংশ্লিষ্ট গ্রাম সংসদ এলাকার স্বনির্ভর দলগুলি থেকে তিনটি ভিন্ন দলের একজন করে মোট তিন জন সদস্য/সদস্যা।

ঙ) সংশ্লিষ্ঠ গ্রাম সংসদ এলাকায় বসবাসকারী অবসরপ্রাপ্ত বা কর্মরত সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে থেকে একজন।

চ) সংশ্লিষ্ট গ্রাম সংসদ এলাকায় বসবাসকারী অবসরপ্রাপ্ত বা কর্মরত শিক্ষকদের মধ্যে থেকে একজন।

২৫) গ্রাম উন্নয়ন সমিতির অসংরক্ষিত পদে কারা নির্বাচিত হন ?

উঃ **গ্রাম সংসদ এলাকার সাধারণ ভোটারদের মধ্যে থেকে ১০ জন বা গ্রাম সংসদের মোট ভোটার সংখ্যার এক শতাংশ, এই দুইয়ের মধ্যে যেটা বেশি হবে সেই সংখ্যক সদস্যকে গ্রাম উন্নয়ন সমিতির অসংরক্ষিত পদের সদস্য হিসাবে নির্বাচিত করতে হবে।**

২৬) গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সভাপতি কে হবেন ?

উঃ **গ্রাম সংসদ থেকে নির্বাচিত গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য বা সদস্যা সংশ্লিষ্ট গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সভাপতি হবেন। যদি উক্ত গ্রাম সংসদ থেকে দুজন গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য বা সদস্যা থাকেন তাহলে বয়োজ্যেষ্ঠ গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য বা সদস্যা গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সভাপতি হবেন।।**

২৭) কোনো কারণে গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যের পদটি খালি হলে সংশ্লিষ্ট গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সভাপতি কে হবেন ?

উঃ **কোনো কারণে (সদস্যর মৃত্যু, অপসারণ বা অন্য কারণে) গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যের পদটি খালি হলে পুনরায় সদস্য পদটি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অথবা তাঁর সিদ্ধান্ত অনুসারে উপ-প্রধান সভাপতি হিসাবে সেই গ্রাম উন্নয়ন সমিতির কাজকর্ম পরিচালনা করবেন। তবে যেখানে দুজন সদস্য আছেন, সেখানে অপর সদস্য সভাপতি হবেন।**

২৮) গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সংরক্ষিত পদে যে সকল যোগ্য ব্যক্তি নির্বাচিত হবেন তাদের তালিকা কে কীভাবে প্রস্তুত করবে ?

উঃ

- ☞ নির্বাচিত গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য বা সদস্যা এবং দ্বিতীয় সর্বাধিক ভোট যিনি বা যাঁরা পেয়েছেন তাঁরা ছাড়া বাকি সকল সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত হবার জন্য যোগ্য একাধিক ব্যক্তি থাকতে পারেন, তাই ঐ সব আসনে নির্বাচিত হওয়ার যোগ্য ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের তালিকা গ্রাম পঞ্চায়েতকে আগেই তৈরি করে রাখতে হবে।
- ☞ **গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গঠনের অন্তত ১৫ দিন আগে গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ের নোটিশ বোর্ডে তা টাঙিয়ে দিতে হবে।**
- ☞ **দাবিদার বা অভিযোগকারীকে ৭ দিনের মধ্যে গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে দরখাস্ত জমা দিতে হবে।**

☞ দাবি বা অভিযোগ বিবেচনা করে গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান তালিকাটি সংশোধন করতে পারেন এবং সেক্ষেত্রে সংশোধিত তালিকা নোটিশ বোর্ডে টাঙাতে হবে।

২৯) কোন কোন ধরনের সংস্থা বা সংগঠন থেকে গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সদস্য নির্বাচিত হওয়া যায় ?

উঃ ☞ গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে সংস্থা বা সংগঠনকে এলাকায় কর্মরত হতে হবে।

☞ এলাকায় কর্মরত কোনো স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এবং অন্যান্য সমষ্টি ভিত্তিক সংগঠনের উদাহরণ হিসেবে সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি, গ্রাম শিক্ষা কমিটি, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র বা শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের পরিচালন কমিটি, জলবিভাজিকা কমিটি, জল ব্যবহারকারী কমিটি, বনরক্ষা কমিটি ইত্যাদির উল্লেখ করা যেতে পারে।

☞ এই সংস্থা বা সংগঠনগুলিকে নিবন্ধীকৃত বা রাজ্য সরকার দ্বারা অনুমোদিত হতে হবে, গ্রাম সংসদ এলাকায় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ করতে হবে এবং তাদের সদস্যদের অবশ্যই সংশ্লিষ্ট গ্রাম সংসদের ভোটার হতে হবে।

☞ স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক বা ডাকঘরে বিগত তিন বছর যাবৎ এক বা একাধিক অ্যাকাউন্ট চালু রাখতে হবে এবং গ্রামের মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সচেতনতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির কাজে অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

☞ সংস্থার বিরুদ্ধে দেশি বা বিদেশি অনুদান সংস্থার কোনো অভিযোগ বা মামলা থাকলে সেই সংস্থাগুলিকে যোগ্য বিবেচনা করা হবে না।

৩০) একাধিক গ্রাম সংসদ নিয়ে গঠিত কোনো কমিটি বা সমিতির ক্ষেত্রে কে বা কারা গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সদস্য হতে পারবেন ?

উঃ একাধিক গ্রাম সংসদ নিয়ে গঠিত কোনো কমিটি বা সমিতির ক্ষেত্রে পরিচালন কমিটির সদস্যরা যিনি যে গ্রাম সংসদের ভোটার তিনি সেই গ্রাম সংসদের জন্য নির্বাচিত হতে পারবেন।

৩১) কোন কোন ধরনের স্বনির্ভর দল থেকে গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সদস্য হওয়া যায় ?

উঃ সংশ্লিষ্ট গ্রাম সংসদ এলাকায় অন্তত ছয় মাস কাজ করছেন, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট আছে এমন স্বনির্ভর দলগুলি থেকে একজন করে মোট তিন জন পর্যন্ত সদস্য নির্বাচিত হবেন, যাঁরা সংশ্লিষ্ট গ্রাম সংসদের ভোটার। এই স্বনির্ভর দলগুলি এস.জি.এস.ওয়াই বা অন্য কোনো প্রকল্পের অধীন বা নিজ উদ্যোগে গঠিত হতে পারে।

৩২) স্বনির্ভর দল থেকে গ্রাম উন্নয়ন সমিতির যতজন সদস্য নির্বাচিত হবেন তাদের মধ্যে কতজনকে মহিলা হতে হবে ?

উঃ **স্বনির্ভর দল থেকে তিন জনের মধ্যে দুজন অবশ্যই মহিলা স্বনির্ভর দলের সদস্যা হবেন।**

৩৩) কোন ধরনের সরকারি কর্মচারীরা গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সদস্য হতে পারবেন ?

উঃ **গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে অবসরপ্রাপ্ত বা কর্মরত সরকারি কর্মচারী হিসাবে এলাকায় বসবাসকারী একস্ট্রা ডিপার্টমেন্টাল পোস্টমাস্টার, পিওন, পৌরসভা ও পঞ্চায়েত কর্মচারী, সামরিক বাহিনীর কর্মচারী সহ রাজ্য সরকারি দপ্তরে চুক্তির ভিত্তিতে নিয়োজিত কর্মচারীরাও বিবেচিত হবেন।**

৩৪) কোন ধরনের শিক্ষকরা গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সদস্য হতে পারবেন ?

উঃ **গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে অবসরপ্রাপ্ত বা কর্মরত শিক্ষক হিসেবে এলাকায় বসবাসকারী পার্শ্বশিক্ষক বা শিশু শিক্ষাকেন্দ্র ও মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্র সহ যে কোনো ধরনের শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষকরা নির্বাচিত হওয়ার জন্য বিবেচিত হবেন।**

৩৫) গ্রাম উন্নয়ন সমিতির কমপক্ষে কতজন সদস্যকে মহিলা হতে হবে ?

উঃ **গ্রাম উন্নয়ন সমিতির মোট সদস্যের কমপক্ষে এক-তৃতীয়াংশ মহিলা সদস্য হওয়া দরকার।**

৩৬) প্রিসাইডিং অফিসার কীভাবে গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সদস্য নির্বাচিত করবেন ?

উঃ

- ☞ নির্বাচিত গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য বা সদস্যা এবং দ্বিতীয় সর্বাধিক ভোট যিনি বা যাঁরা পেয়েছেন তাঁরা ছাড়া বাকি সকল সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত হবার জন্য ভোটাররা হাত তুলে বা আলাদা আলাদা দলে বিভক্ত হয়ে কাকে সমর্থন করছেন তা জানাবেন।
- ☞ প্রিসাইডিং অফিসার দেখবেন প্রত্যেক নামের পক্ষে কত জনের সমর্থন আছে। চোখে দেখে বুঝতে অসুবিধা হলে গুণে নেবেন।
- ☞ ভোটাররা বসা অবস্থায় অথবা আলাদা আলাদা দলে বিভক্ত হয়ে হাত তুলতে পারেন, যদি গুনতে অসুবিধা হয় তাহলে প্রিসাইডং অফিসার তাদের উঠে দাঁড়াতে অনুরোধ করবেন গণনার সুবিধার জন্য।
- ☞ কতজন ভোটার কোন প্রার্থীর নাম সমর্থন করছেন তা দাড়িয়ে থাকা ভোটারদের সংখ্যা গুনে নিয়ে কার্যবিবরণী রেজিস্টারে লিখবেন।

☞ **গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গঠন করার ক্ষেত্রে প্যানেল করে নির্বাচন করার চাইতে এক এক জন সদস্যকে পৃথক ভাবে নির্বাচন করাই অনেক বেশি গণতান্ত্রিক।**

৩৭) গ্রাম উন্নয়ন সমিতির নির্বাচনে একাধিক প্রার্থী সমান ভোট পেলে কী করা হবে ?

উঃ **গ্রাম উন্নয়ন সমিতির নির্বাচনে একাধিক প্রার্থী সমান ভোট পেলে অর্থাৎ সমান সংখ্যক সদস্যের সমর্থন পেলে লটারির মাধ্যমে বিজয়ী প্রার্থী নির্বাচন করতে হবে। এক্ষেত্রে কীভাবে লটারি হবে সে বিষয়ে সভার প্রিসাইডিং অফিসার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।**

৩৮) কোনো ভোটার যদি গ্রাম উন্নয়ন সমিতি.গঠনের জন্য বিশেষ গ্রাম সংসদ সভায় অনুপস্থিত থাকেন তাহলে তিনি কি প্রার্থী হতে পারবেন ?

উঃ **কোনো ভোটার যদি গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গঠনের জন্য বিশেষ গ্রাম সংসদ সভায় অনুপস্থিত থাকেন তাহলে তার প্রার্থী হতে বাধা নেই, কিন্তু এই মর্মে তার একটি লিখিত সম্মতি লাগবে। যদি কেউ অনুপস্থিত ব্যক্তির নাম প্রস্তাব করেন তাহলে ঐ ব্যক্তির লিখিত সম্মতি তিনি প্রিসাইডিং অফিসারের কাছে জমা দেবেন। সম্মতি পত্রে টিপসই থাকলে তা প্রস্তাবক প্রত্যয়িত করবেন।**

৩৯) গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য/সদস্যা এবং দ্বিতীয় সর্বাধিক ভোট পাওয়া ব্যক্তির ক্ষেত্রে গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গঠনের জন্য বিশেষ গ্রাম সংসদ সভায় উপস্থিত থাকা আবশ্যিক কী ?

উঃ **গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গঠনের জন্য বিশেষ গ্রাম সংসদ সভায় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য/সদস্যা এবং দ্বিতীয় সর্বাধিক ভোট পাওয়া ব্যক্তির ক্ষেত্রে উপস্থিত থাকা আবশ্যিক নয়।**

৪০) গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে কোনো ভোটার নিজেই নিজের নাম প্রস্তাব করতে পারেন কী ?

উঃ **কোনো ভোটার নিজেই নিজের নাম প্রস্তাব করতে পারেন। তার কোনো প্রস্তাবক না থাকলেও চলবে। আবার প্রস্তাবকও কোনো ভোটারের নাম প্রস্তাব করতে পারেন। ঐ ভোটার বিশেষ গ্রাম সংসদ সভায় উপস্থিত থাকলে এবং অসম্মতি না জানালে প্রস্তাবটিতে তার সম্মতি আছে ধরে নেওয়া হবে।**

৪১) গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সদস্য নির্বাচনের সময় কোনো আসনে যদি পর্যাপ্ত সদস্য না পাওয়া যায় তাহলে কী হবে ?

উঃ **কোনো আসনে যদি পর্যাপ্ত সদস্য না পাওয়া যায় তবে যে কয়টি পাওয়া গেল তার নির্বাচন করা হবে। বাকি আসনগুলি পূরণের জন্য পুনরায় বিশেষ গ্রাম সংসদ সভা ডেকে একই প্রক্রিয়ায় নির্বাচন করতে হবে।**

৪২) গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সদস্যদের পরিবর্তন করা যায় কী ?

উঃ **গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সদস্যদের কাজের মূল্যায়নের ভিত্তিতে যে কোনো বা সকল সদস্য কে পরিবর্তন করার ক্ষমতাও গ্রাম সংসদকে দেওয়া আছে। প্রতি বছর গ্রাম সংসদের বার্ষিক সভায় উপস্থিত সংশ্লিষ্ট গ্রাম সংসদের সদস্যগণ গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সদস্যদের কাজের অগ্রগতির ভিত্তিতে তাদের সদস্যপদ নবীকরণ (রিনিউ) বা বাতিল করবেন।**

৪৩) গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সদস্য নির্বাচিত হননি এমন কোনো ব্যক্তি কীভাবে গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সঙ্গে যুক্ত হবেন ?

উঃ **গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সদস্য নির্বাচিত হননি - গ্রাম সংসদের এমন যে কোনো সদস্যকে গ্রাম উন্নয়ন সমিতি তার আমন্ত্রিত সদস্য হিসাবে যুক্ত করতে পারে। তিনি গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সামগ্রিক কাজে সহায়তার পাশাপাশি কোনো একটি বিশেষ কার্যকরী সমিতির কাজেও সহায়তা করতে পারেন।**

গ্রাম উন্নয়ন সমিতির কাজ

১) গ্রাম উন্নয়ন সমিতির কার্যকালের মেয়াদ কতদিন ?

উঃ **গ্রাম উন্নয়ন সমিতির কার্যকালের মেয়াদ সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের কার্যকালের মেয়াদের অনুরূপ।**

২) গ্রাম উন্নয়ন সমিতি মাসে কয়টি করে সভা করবে ?

উঃ **গ্রাম উন্নয়ন সমিতি প্রতি মাসে অন্তত একটি করে সভা করবে। গ্রাম উন্নয়ন সমিতি সদস্যদের সক্রিয় ও স্বয়ংক্রিয় করে তোলার লক্ষ্যে মাসে তিন-চার বার পর্যন্ত সভা করতে পারে।**

৩) গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সভা কোথায় কোথায় করা যেতে পারে ?

উঃ **গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সভা অবশ্যই গ্রাম সংসদ এলাকার মধ্যে হবে এবং কোনো ব্যক্তির বাড়িতে না হয়ে সাধারণ জায়গায় যেমন - বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ, শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের বাড়ি বা আটচালাতে করা যেতে পারে।**

৪) গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সচিব নির্বাচন কোন সভাতে হবে ?

উঃ **বিশেষ গ্রাম সংসদ সভায় গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গঠিত হবার পরবর্তী গ্রাম উন্নয়ন সমিতির প্রথম সভাতে সচিব নির্বাচন হবে।**

৫) গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সচিব নির্বাচনের জন্য সভা কে ডাকবে এবং কবে ডাকবে ?

উঃ **বিশেষ গ্রাম সংসদ সভায় গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গঠিত হবার পর ঐ সভাতেই গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সভাপতি পরবর্তী সভার স্থান ও সময় জানিয়ে দেবেন।**

৬) যদি গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সভাপতি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সচিব নির্বাচনের সভা না ডাকেন তাহলে কী হবে ?

উঃ **যদি সংশ্লিষ্ট গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সভাপতি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সচিব নির্বাচনের সভা না ডাকেন তাহলে গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ঐ সভা ডাকতে পারে।**

৭) গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সচিবের দায়িত্ব কী ?

উঃ ✓ গ্রাম উন্নয়ন সমিতির খাতাপত্র লেখা

✓ যাবতীয় হিসাব নিকাশ রাখা

৮) গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সচিবকে কি অপসারণ করা যায় ?

উঃ **সচিব নিয়মনীতি মেনে সব কাজকর্ম সঠিকভাবে না করলে এবং এই কাজে যথেষ্ট সময় না দিলে গ্রাম উন্নয়ন সমিতির পরবর্তী সভায় সকল সদস্য মিলে তার অপসারণ ঘটাতে পারেন। যদি এই বিষয়ে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত না হয়, তাহলে দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে।**

৯) গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সভা কে পরিচালনা করবেন ?

উঃ **গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সভাপতি সভা পরিচালনা করবেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে উপস্থিত সদস্যদের মধ্যে থেকে একজনকে সভাপতি নির্বাচন করা হবে। তবে দুই সদস্য বিশিষ্ঠ গ্রাম সংসদে দ্বিতীয় সদস্য উপস্থিত থাকলে তিনি সভা পরিচালনা করবেন।**

১০) গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সভায় কতজন সদস্য উপস্থিত থাকলে কোরাম হবে ?

উঃ **গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সভায় কমপক্ষে এক-তৃতীয়াংশ সদস্য উপস্থিত থাকলে কোরাম হবে।**

১১) গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সভায় কোরাম না হলে পুনরায় আবার কবে সভা হবে ?

উঃ **গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সভায় কোরাম না হলে সভা মুলতুবি হবে এবং মুলতুবি সভা প্রথম সভার ৭ দিন পরে বসবে।**

১২) গ্রাম উন্নয়নসমিতির সদস্য ছাড়া অন্য কোনো সদস্য গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সভাতে উপস্থিত থাকতে পারে কি ?

উঃ **গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সদস্য ছাড়াও গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সভাতে সংশ্লিষ্ট গ্রাম সংসদের যে কোনো সদস্যই ইচ্ছে করলে যোগদান করতে পারেন।**

১৩) গ্রাম উন্নয়ন সমিতির কার্যবিবরণী মিটিং রেজিস্টার কে লিখবেন ?

উঃ **গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সচিব কার্যবিবরণী মিটিং রেজিস্টার লিখবেন। সচিবের অনুপস্থিতিতে অন্য কোনো সদস্য সকলের অনুমতি সাপেক্ষে এই কাজটি করবেন। কার্যবিবরণী লেখার পর সেটি পাঠ করে সকলকে শোনান হবে। এর পর সভার সভাপতি ঐ কার্যবিবরণীর নীচে সই করবেন। উপস্থিত সকল সদস্যও কার্যবিবরণী ও মিটিং রেজিস্টারে সই করবেন।**

১৪) গ্রাম উন্নয়ন সমিতি কার কার কাছ থেকে অনুদান নিতে পারে ?

উঃ **গ্রাম উন্নয়ন সমিতি এলাকার উন্নয়নের জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত বা অন্য কোন সরকারি অথবা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বা কোনো ব্যক্তির কাছ থেকে নগদ অর্থ বা উপকরণ বা শ্রম অনুদান হিসাবে নিতে পারে। সমস্ত অনুদানের যাবতীয় হিসাব রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ রাখতে হবে এবং গ্রাম সংসদ সভায় তার হিসাব পেশ করতে হবে।**

১৫) গ্রাম উন্নয়ন সমিতি কি যে কোনো ব্যক্তিকে খাতাপত্র বা হিসাব দেখাতে বাধ্য ?

উঃ **গ্রাম উন্নয়ন সমিতির যে কোনো কাগজপত্র পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগের আধিকারিক, জেলা, মহকুমা ও ব্লক স্তরের আধিকারিক এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের সচিব ও নির্বাহী সহায়ক দেখতে চাইতে পারেন। এছাড়া গ্রাম সংসদের যে কোনো সদস্যও দেখতে চাইলে গ্রাম উন্নয়ন সমিতি সব খাতাপত্র দেখতে বাধ্য থাকবে।**

১৬) কার্যকরী সমিতি কী ?

উঃ **গ্রাম উন্নয়ন সমিতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজের সুবিধার জন্য তার সদস্যদের নিয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কার্যকরী সমিতি গঠন করতে পারবে। ৩-৪ জন সদস্যকে নিয়ে এক একটি কার্যকরী সমিতি গঠন করা হয়।**

১৭) কার্যকরী সমিতির কাজ কী ?

উঃ **কার্যকরী সমিতি গ্রাম উন্নয়ন সমিতির অঙ্গ হিসাবে তার অধীনে কাজ করবে। কার্যকরী সমিতিগুলি নিজেদের মধ্যে প্রতিমাসে অন্তত দুইবার মিটিং করবে। কার্যকরী সমিতিগুলি তাদের কাজের অগ্রগতি ও গৃহীত সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে গ্রাম উন্নয়ন সমিতিকে নিয়মিত অবহিত রাখবেন।**

১৮) গ্রাম উন্নয়ন সমিতির দায়িত্ব ও কাজকর্ম কী কী হবে ?

উঃ **গ্রাম উন্নয়ন সমিতির দায়িত্ব ও কাজকর্ম নিম্নরূপ :**

- ✓ গ্রাম সংসদ এলাকায় অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গ্রাম পঞ্চায়েত পরিকল্পনার অঙ্গ হিসেবে পাঁচ বছরের ও এক বছরের পরিকল্পনা তৈরিতে গ্রাম সংসদকে সহায়তা করা।
- ✓ গ্রাম পঞ্চায়েতকে বিভিন্ন দারিদ্র দূরীকরণ কর্মসূচিগুলির সুষ্ঠু রূপায়ণ ও তদারকিতে সহায়তা।

- ✓ গ্রাম পঞ্চায়েত ও গ্রাম সংসদের সকল কাজকর্মে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করা।
- ✓ পিছিয়ে পড়া পরিবারের জীবন ও জীবিকার মানোন্নয়নের জন্য ছোট ছোট উদ্যোগ গ্রহণ।
- ✓ পিছিয়ে পড়া পরিবারের মহিলাদের সংগঠিত করে স্বনির্ভর দল গঠন ও তাদের উন্নয়নমূলক কাজে যুক্ত করা।
- ✓ গ্রাম সংসদ এলাকায় নতুন স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টি ও পুরোনো সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ।
- ✓ বিভিন্ন সামাজিক বিষয়ে এলাকার জনগণের সচেতনতা বাড়ানোর উদ্যোগ।
- ✓ প্র্যাকৃতিক ও সামাজিক বিপর্যয় যেমন - খরা, বন্যা, নদী ভাঙন, রোগ, মহামারী ইত্যাদি মোকাবিলার কাজে উদ্যোগ গ্রহণ।
- ✓ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ এবং সেই কাজে যুক্ত বিভিন্ন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয় রক্ষা।
- ✓ করের নির্ধার তালিকা তৈরি করতে, কর আদায়কারীর মাধ্যমে কর আদায় করতে এবং কর বর্হিভূত অভিকর আদায় করতে গ্রাম পঞ্চায়েতকে সহায়তা করা।
- ✓ গণ উদ্যোগ সৃষ্টি।

১৯) ন্যাশানাল রুরাল এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি স্কীমের কাজে গ্রাম উন্নয়ন সমিতি কীভাবে সহায়তা করতে পারে ?

উঃ **গ্রাম সংসদ এলাকায় কয়টি পরিবার কায়িক শ্রমের বিনিময়ে মজুরি ভিত্তিক কাজ করতে চায় এবং সাধারণত বছরের কোন সময় তাদের কাজ দরকার - এর ভিত্তিতে গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গ্রামবাসীদের সাথে বসে সংশ্লিষ্ট এলাকায় কী কী কাজ করা সম্ভব এবং তার ফলে কত শ্রম দিবস সৃষ্টি হবে তার একটি কর্ম পরিকল্পনা তৈরি করার ক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েতকে সহায়তা করবে। পরিকল্পনা রূপায়ণের ক্ষেত্রেও সহায়তা করা গ্রাম উন্নয়ন সমিতির অন্যতম দায়িত্ব।**

২০) গ্রাম উন্নয়ন সমিতি উন্নয়ন সংক্রান্ত যে কোনো কাজের সিদ্ধান্ত এবং উপভোক্তা নির্বাচন করতে পারে কি ?

উঃ **গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সদস্যগণ গ্রাম সংসদের সকল মানুষের হয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না। এলাকার উন্নয়ন সংক্রান্ত যে কোনো কাজের সিদ্ধান্ত এবং উপভোক্তা নির্বাচনের অধিকার কেবলমাত্র গ্রাম সংসদের। গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সদস্যরা সংশ্লিষ্ট গ্রাম সংসদে বসবাসকারী সকল মানুষের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সহায়ক ও সঞ্চালক মাত্র।**

২১) জনউদ্যোগে জনস্বাস্থ্য কর্মসূচী রূপায়ণে গ্রাম উন্নয়ন সমিতির কী ভূমিকা ?

উঃ জনউদ্যোগে জনস্বাস্থ্য কর্মসূচী রূপায়ণে নিম্ন লিখিত বিষয়ে গ্রাম উন্নয়ন সমিতির ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ :

- ✓ প্রতিটি গ্রাম উন্নয়ন সমিতিতে একটি করে জনস্বাস্থ্য বিষয়ক কার্যকরী কমিটি গড়া
- ✓ কম বয়সে বিবাহ ও কম বয়সে মা হওয়ার প্রবণতার বিরুদ্ধে জনগণের সচেতনতা বাড়ানো
- ✓ গর্ভবতী মায়ের যত্ন ও নিরাপদ প্রসব সম্বন্ধে জনগণের সচেতনতা বাড়ানো
- ✓ শিশুদের পুষ্টির অবস্থানের উন্নতি সম্বন্ধে তদারকি করা
- ✓ পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে জনগণের সচেতনতা বাড়ানো
- ✓ সম্পূর্ণ টিকাকরণের জন্য সচেতনতা বাড়ানো
- ✓ স্বাস্থ্যবিধান সম্বন্ধে সচেতনতা বাড়ানো

গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধান

১) গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজ কর্ম কে কে পরিদর্শন বা তত্ত্বাবধান করতে পারেন ?

উঃ ক) পঞ্চায়েত অধিকর্তা (বর্তমানে পদটির নাম কমিশনার, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন) এবং অনুরূপ অন্যান্য সরকারি অধিকর্তা, প্রয়োজন বোধে পঞ্চায়েতের সমস্ত কাজকর্ম পরিদর্শন বা তত্ত্বাবধান করতে পারেন। ২০৫ (১) ধারা

খ) বিভিন্ন কাজের জন্য যে সব কর্তৃপক্ষ পঞ্চায়েতে অর্থ বরাদ্দ করেন তারা সেই বিষয়ের কাজের পদ্ধতি, কাজের অগ্রগতি এবং ব্যয় সংক্রান্ত যাবতীয় নথিপত্র পরিদর্শন করতে পারেন।

গ) পঞ্চায়েত সমিতি ঐ ব্লকের অধীনে যে কোনো গ্রাম পঞ্চায়েত পরিদর্শন করতে পারবে।

ঘ) পঞ্চায়েত সমিতি অথবা জেলা পরিষদ গ্রাম পঞ্চায়েত কে কাজ অর্পন করলে ঐ কাজের তদারকি করতে পারবে।

ঙ) রাজ্য সরকারের কোনো বিভাগের যদি কোন বরাদ্দ থাকে তাহলে সেই বিভাগের জেলা কর্তৃপক্ষ উক্ত কাজ পরিদর্শন ও হিসাবপত্র পরীক্ষা করতে পারবেন।

চ) ২০৫ ধারা অনুযায়ী রাজ্য সরকার যাঁদের পরিদর্শনের দায়িত্ব অর্পণ করবেন তারা গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস পরিদর্শন করতে পারবেন। যেমন, যুগ্ম বি.ডি.ও, বি.ডি.ও., এস. ডি.ও., ডি.এম. এবং রাজ্যস্তরের বিভিন্ন অফিসার সমস্ত খাতা পত্র রেজিষ্টার ভাউচার ইত্যাদি দেখতে পারবেন।

ছ) জেলা কাউন্সিল পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যে কোনো গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজ ও হিসাব পরিদর্শন করতে পারবেন।

জ) এছাড়া কেন্দ্রীয় সরকারের গ্রাম পঞ্চায়েতের ন্যস্ত কর্মসূচি রূপায়ণ সম্পর্কে জেলা ও ব্লক স্তরের ভিজিলেন্স ও মনিটরিং কমিটির সদস্যরাও ঐ সমস্ত কাজকর্ম পরিদর্শন এবং হিসাব দেখতে পারবেন।

ঝ) সমস্ত পরিদর্শনকারীদের সাথে সর্ববিধ সাহায্য ও সহযোগিতা করা গ্রাম পঞ্চায়েতের অবশ্য করণীয় কর্তব্য।

গ্রাম পঞ্চায়েতের উপবিধি (বাই-ল)

১) উপবিধির আইন এর সংস্থান কী ?

উঃ পঃ আইন এর ৪৭ এবং ২২৩ ধারায় এবং উপবিধি সংক্রান্ত সরকারী নির্দেশ।

২) উপবিধির আবশ্যকতা কী ?

উঃ আইন বা নিয়মাবলীর অনুসরণে পঞ্চায়েতের দায়িত্ব ও কার্যধারা পরিচালনার জন্য পঞ্চায়েতের নিজস্ব নিয়মপদ্ধতি বানানোর উদ্দেশ্যে ও সেই সঙ্গে শুধুমাত্র সরকারি অনুদানের উপর নির্ভরশীল না থেকে গ্রাম পঞ্চায়েত এর নিজস্ব তহবিল গঠনের প্রয়োজনে এবং পঞ্চায়েতের উন্নয়নমূলক কাজ কর্মের সাথে জনগণের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করার জন্য উপবিধির প্রয়োজন।

বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প তহবিলের নানা ধরনের শর্ত বা বিধি-নিষেধ থাকে। উপবিধি মারফৎ আয়ের নিজস্ব তহবিলের আয়ের খরচে সেরকম কিছু বিধিনিষেধ নেই।

৩) উপবিধি কোন কোন বিষয়ের উপর ধার্য করা যায় ?

উঃ
১) যান বাহন নিবন্ধীকরণ ফি। (অন্য কোনো কর্তৃপক্ষের কাছে নিবন্ধীকরণ না হলে)
২) স্বাস্থ্য বিধান ব্যবস্থা সংক্রান্ত ফি। (নিয়ম ৫৮)
৩) জল অভিকর। ৪৭(১)(৪) ধারা
৪) আলো অভিকর ৪৭(১)(৫) ধারা
৫) ময়লাদি নিষ্কাশন অভিকর ৪৭(১)(৬) ধারা
৬) ব্যবসা, বাণিজ্য নিবন্ধীকরণ ফি ৪৭(১)(৭) ধারা
৭) রাস্তা বা ফেরীর টোল। ৪৭(১)(৮) ও (৯) ধারা
৮) শ্মশানঘাট ব্যবহারের ফি ৪৭(১)(১৪)ধারা
৯) বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত পাম্প মেসিন নিবন্ধীকরণ ফি, ইত্যাদি। ৪৭(১)(১৫) ধারা।

১০) পঞ্চায়েত কর্তৃক নির্মিত শৌচাগার ব্যবহারের জন্য ফি ৪৭(১)(৩) ধারা।

১১) হোর্ডিং বা যে কোন রকম বিজ্ঞাপন ফি (সরকারি উদ্যোগ বাদে)। ৪১(১)(১৭) ধারা।

৪) উপবিধি নিয়ম লঙ্ঘন করলে লঙ্ঘনকারীকে কী শাস্তি দেওয়া যায় ?

উঃ ১) আইনের ২২৩(৩) ধারা মতে লঙ্ঘনকারীকে ১০০ টাকা জরিমানা করা যায়।

২) ধারাবাহিকভাবে লঙ্ঘন করলে প্রতিদিন ১০/- টাকা পর্যন্ত জরিমানা করা যায়।

৫) উপবিধি কোনভাষায় লেখা হবে ?

উঃ ইংরাজি ও বাংলায়।

৬) উপবিধি প্রণয়নের সময় জনসাধারণ চাইলে কীভাবে আপত্তি জানাবে ?

উঃ গ্রাম পঞ্চায়েত সভায় খসড়া বাই-ল অনুমোদনের পরে নোটিশ দিয়ে নির্দিষ্ট স্থানে প্রকাশ করতে হবে, আপত্তি থাকলে কত দিনের মধ্যে কোথায় জানাতে হবে তা নির্দিষ্ট করেই নোটিশে উল্লেখ করতে হবে।

৭) খসড়া বাই-ল কোথায় প্রকাশ করতে হবে ?

উঃ ১) গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে

২) পঞ্চায়েত সমিতি অফিসে

৩) জেলা পরিষদ অফিসে

৪) সাব-রেজিষ্ট্রী অফিসে

৫) থানা এবং ফাঁড়ি অফিসে

৬) জেলা শাসকের অফিসে

৭) মহকুমা শাসকের অফিসে

৮) জেলা জজ এর কোর্টে

৯) মুন্সেফ কোর্টে

এছাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় মাইক সহযোগে প্রচার করতে হবে।

৮) আপত্তি জানানোর জন্য কত দিন সময় দিতে হবে ?

উঃ **৬ সপ্তাহ**

৯) কখন বাই-ল চূড়ান্ত হবে ?

উঃ **জনসাধারণের আপত্তি বা সুপারিশ গুলি গ্রাম পঞ্চায়েত সভায় বিবেচনা করে চূড়ান্ত বাই-ল অনুমোদিত হবে।**

চূড়ান্ত বাই-ল পূর্বোক্ত স্থানে জানাতে হবে এবং পঞ্চায়েত সমিতি, জেলা পরিষদ এবং সরকারের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরে পাঠাতে হবে।

১০) উপবিধি চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত না হলে কী গ্রাম পঞ্চায়েত কোনো ফি বা টোল আদায় করতে পারবে ?

উঃ **না। গ্রাম পঞ্চায়েত কোনো উপবিধি নির্দিষ্ট রেট সহ চূড়ান্তভাবে অনুমোদন না করলে কোনো ফি বা টোল আইন অনুযায়ী আদায় করা যায় না।**

গ্রাম পঞ্চায়েতের সম্পদ সংগ্রহ ও আয়ের উৎস

১) সম্পদ বলতে কী বোঝায় ?

উঃ সম্পদ হল এমন কিছু নির্মিত কাজ, বস্তু, ব্যবস্থা বা সেবা, যার থেকে পরিষেবা পাওয়া যায়, যা স্থানীয় মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সাহায্য করে বা জীবিকা নির্বাহের সুযোগ বাড়িয়ে দেয় অথবা যার অর্থমূল্য বা বিনিময়মূল্য আছে বা যার থেকে নিয়মিত আয়ের পথ সৃষ্টি হয় অথবা যার থেকে কোনো পরিষেবা পাওয়া যায়।

২) গ্রাম পঞ্চায়েতের সম্পদ কী ?

উঃ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার সমুদয় প্রাকৃতিক সম্পদ, প্রাণী সম্পদ, মানব সম্পদ ও মানবসৃষ্ট সম্পদ, যা পঞ্চায়েতের নির্দেশনা, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণাধীনে আছে।

৩) সম্পদ গড়ে তোলার বা সংগ্রহের উদ্দেশ্য কী ?

উঃ গ্রাম পঞ্চায়েতের বেশি আয় বা মানুষের বেশি কাজ করার সুযোগ করে দেওয়া অথবা পরিষেবার সুযোগ বৃদ্ধি করা অর্থাৎ পঞ্চায়েতকে প্রকৃত স্বায়ত্ব শাসিত স্বয়ম্ভর সরকারে পরিণত করা এবং এলাকার মানুষের জন্য বিভিন্ন পরিষেবার ব্যবস্থা করা।

৪) ব্যাপক অর্থে পরিকল্পনার জন্য সম্পদ কী কী ?

উঃ ১) মানব (জন সংখ্যা, মানুষের শ্রম, সচেতনতা বৃদ্ধি, শিক্ষা) ইত্যাদি।

২) প্রাকৃতিক (জল, জমি,গাছ পশুপাখী) পরিবেশ।

৩) পরিকাঠামো রাস্তা, খাল কালভার্ট, পাঠাগার ইত্যাদি।

৪) আর্থিক (মানুষের নিজস্ব আর্থিক সংস্থান, সমবায় সমিতি, ব্যাঙ্ক ইত্যাদি থেকে ঋণ, পঞ্চায়েতের নিজস্ব তহবিল।

৫) সামাজিক (সংগঠন ও একতা, সহমর্মিতা, সম্প্রীতি ইত্যাদি।

৫) গ্রাম পঞ্চায়েতের নিজস্ব আয়ের প্রধান উৎসগুলি কী কী ?

উঃ ১) গৃহ ও বাস্তু জমির উপর কর বাবদ আয় (৪৬ ধারা)

২) উপবিধি তৈরি করে টোল, অভিকর ও ফি বাবদ আয় (৪৭, ২২৩ ধারা)।

৩) গৃহ নির্মাণ নিয়ন্ত্রণ ফি বাবদ আয় (২৩ ধারা)।

৪) ফেরীঘাট, খোঁয়াড় এবং পঞ্চায়েতে ন্যস্ত সরকারি/বেসরকারি সম্পত্তির বিলি বন্দোবস্ত বাবদ আয়।

৫) কোনো ট্রাস্টি অথবা কোনো ব্যক্তি বিশেষের কাছ থেকে দান বা অনুদান বা এরকম কোনো সম্পত্তি থেকে পাওয়া আয়।

৬) পরিষেবা প্রদান করে আয়।

৭) বিশেষ ক্ষেত্রে গচ্ছিত জমার উপর সুদ বাবদ এবং ঋণ বাবদ আয়।

৬) নিজস্ব আয়ের উৎস ছাড়া অন্য আয়ের উৎসগুলি কী কী ?

উঃ ১) রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য প্রাপ্ত অর্থ। (৪৫(১)ক) ধারা।

২) রাজ্য সরকার কর্তৃক কর্মচারীদের জন্য দেয় অনুদান।

৩) জেলা পরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতি কর্তৃক কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে দেওয়া অনুদান। (৪৫(১)খ)

৭) কর নির্ধার তালিকা, কে কখন কার মাধ্যমে তৈরি করবেন।

উঃ গ্রাম পঞ্চায়েতের অর্থ ও পরিকল্পনা উপসমিতির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সচিব ঐ তালিকা প্রস্তুত করবেন। প্রতি বছর ৭ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে পরবর্তী আর্থিক বছরের কর নির্ধার তালিকা প্রাথমিক ভাবে তৈরি হবে।

৮) কীসের ভিত্তিতে কর ধার্য করা হবে ?

উঃ পঃ বঃ পঞ্চায়েত (গ্রাঃ পঃ প্রশাসন) নিয়মাবলী, ১০০৪ এর ৫(ক) এর স্বঘোষিত ফর্মের মাধ্যমে সংসদ ভিত্তিক প্রতিটি পরিবারের সম্পত্তির পরিমাণ ও বাজারমূল্য সংগ্রহ করে ৬ নং ফর্মে তুলে ৯ এর পার্ট-১ এর মাধ্যমে নির্ধার তালিকা তৈরি হবে। অবশ্য স্বঘোষিত ফর্ম না পাওয়া গেলে বা ঐ ফর্মের তথ্য গ্রহণযোগ্য না হলে গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে নির্ধার তালিকা তৈরি

করতে হবে। সেই তালিকা অর্থ ও পরিকল্পনা উপসমিতি ৭ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে গ্রাম পঞ্চায়েতের বিবেচনার জন্য পেশ করবে।

৯) কর নির্ধার তালিকা কবে প্রাথমিকভাবে গ্রাম পঞ্চায়েতে অনুমোদিত হবে ?

উঃ **৩০শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে।**

১০) পঞ্চায়েত উন্নয়ন আধিকারিকের কাছে কবে এই তালিকার অনুলিপি পাঠানো হবে ?

উঃ **৫ই অক্টোবরের মধ্যে।**

১১) কবে তিনি এই তালিকা তাঁর মন্তব্য সহ পঞ্চায়েতে ফেরত পাঠাবেন ?

উঃ **২০শে অক্টোবরের মধ্যে।**

১২) গ্রাম পঞ্চায়েত পঞ্চায়েত উন্নয়ন আধিকারিকের মন্তব্যে একমত না হলে কাকে জানাবেন ?

উঃ **মন্তব্য পাওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে জেলা পঞ্চায়েত ও গ্রাম উন্নয়ন আধিকারিক মহাশয়কে।**

১৩) কবে গ্রাম পঞ্চায়েত উন্নয়ন আধিকারিকের মন্তব্যগুলি পর্যালোচনা করে সংশোধিত তালিকা প্রকাশ করবেন ?

উঃ **১০ই নভেম্বরের মধ্যে। অন্ততঃপক্ষে দুইটি প্রকাশ্য স্থানে খেলাপী করদাতাদের নামের তালিকাসহ প্রকাশ করবেন।**

১৪) এই তালিকা গ্রাম সংসদে আলোচিত হবে কী ?

উঃ **হ্যাঁ, নভেম্বর মাসের গ্রাম সংসদের ষাণ্মাসিক সভায়।**

১৫) করদাতারা আপত্তি জানাতে পারবে কি ?

উঃ **হ্যাঁ, সংশোধিত তালিকা প্রকাশের ১০ দিনের মধ্যে।**

১৬) এই মর্মে প্রধান কত নং ফরমে নোটিশ দিবেন ?

উঃ **১০ নং ফরমে।**

১৭)	করদাতাদের আপত্তির শুনানি কবে হবে ?

উঃ	**৫ই ডিসেম্বরের মধ্যে।**

১৮)	গ্রাম পঞ্চায়েতের কর নির্ধার তালিকা কত তারিখের মধ্যে সংশোধিত হয়ে কবে প্রকাশ করা হবে ?

উঃ	**১৫ই ডিসেম্বরে মধ্যে।**

১৯)	জেলা পঞ্চায়েত ও গ্রাম উন্নয়ন আধিকারিকের কাছে আপিল ও আপত্তি কত তারিখের মধ্যে করা যাবে ?

উঃ	**২৫শে ডিসেম্বরের মধ্যে।**

২০)	জেলা পঞ্চায়েত ও গ্রাম উন্নয়ন আধিকারিক ঐ আপীল ও আপত্তি শুনানি ও নিষ্পত্তি কত তারিখের মধ্যে করবেন।

উঃ	**১৫ই জানুয়ারির মধ্যে। (নিয়ম ৬০(৬))।**

২১)	সংশোধিত ও চূড়ান্ত করনির্ধার তালিকা কত তারিখের মধ্যে গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃক গৃহীত ও প্রকাশিত হবে ?

উঃ	**৩১শে জানুয়ারির মধ্যে। অন্ততঃপক্ষে দুটি প্রকাশ্য স্থানে। (নিয়ম ৬০ (৭))।**

২২)	যদি উক্ত সময়সারণী গ্রাম পঞ্চায়েত বিশেষ কারণে না মানতে পারেন তাহলে কী করণীয় ?

উঃ	**গ্রাম পঞ্চায়েত কারণ দেখিয়ে মিটিং-এ সিদ্ধান্ত করে নূতন করে দিন নির্ধারণ করে পঞ্চায়েত উন্নয়ন আধিকারিককে জানাবেন। (নিয়ম ৬০(৮) ও (৯)।**

২৩)	নির্ধার তালিকা চূড়ান্ত প্রকাশের পর কি সংশোধন করা যায় ? গেলে তা কোন ক্ষেত্রে ?

উঃ	**হ্যাঁ, যদি কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে কর নির্ধারণ না করা হয়ে থাকে অথবা ভুল তথ্যের জন্য তালিকা ভুল হয় তবে উক্ত ব্যক্তিকে নোটিশ দিয়ে কর নির্ধারণ করতে পারবেন। নিয়ম ৬০(ক)।**

২৪)	বর্ধিত বা সংশোধিত কর কবে থেকে কার্যকর হবে ?

উঃ	**যে ত্রৈমাসিক সময়ে (কোয়ার্টারে) এরূপ সংশোধন হয়েছে সেই সময় থেকে অথবা যখন থেকে এইরূপ কর পাওয়া হবে দুটির মধ্যে যে তারিখ পরে হবে। (নিয়ম ৬০ক(৪)।**

২৫) কীভাবে ও কখন কর জমা দেবেন ?

উঃ **সমান হারে ত্রৈমাসিক (চার কিস্তিতে) কিস্তিতে দিতে হবে। কিস্তি আরম্ভের প্রথম তারিখেই কর দেয় হবে। যেমন প্রথম কিস্তি ১লা এপ্রিল দেয় হবে।**

২৬) যদি করদাতা কর না দেন তবে প্রাথমিক কর্তব্য কী ?

উঃ **কিস্তি আরম্ভের প্রথম তারিখ থেকে ১৫ দিন পর খেলাপী কর দাতাদের ক্ষেত্রে নামের তালিকা তৈরি করতে হবে এবং দুটি প্রকাশ্য স্থানে টাঙাতে হবে। যদি তালিকা প্রকাশের পর ১৫ দিনের মধ্যে করদাতা কর না দেন তবে ৬২(৩) নিয়ম মতে কাজ করতে হবে। অর্থাৎ গ্রাম সংসদের বার্ষিক বা ষাণ্মাসিক সভায় খেলাপী তালিকা পেশ করে আদায়ের ব্যাপারে আলোচনা করতে হবে। এবং গ্রাম পঞ্চায়েত সভায় আলোচনা করতে হবে, এবং আদায়ের জন্য গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সাহায্য নিতে পারেন।**

২৭) গ্রাম পঞ্চায়েত কী কর আদায়ের জন্য collection camp করতে পারে ?

উঃ **হ্যাঁ, ফসল ওঠার পর বা অন্য উপযুক্ত সময়ে। (নিয়ম ৬২(৩))।**

২৮) যদি ৬২(৩) ধারা মতে কর আদায় করতে না পারে তবে আদায়ের পরবর্তী পদক্ষেপ কী ?

উঃ **পঃ বঃ পঞ্চায়েত (গ্রাঃ পঃ প্রশাসন) নিয়মাবলী, ২০০৪এর সংযোজনী ৩** (W.B. form 1028) **মারফৎ** Certificate officer **এর কাছে লিখিত** Requisition **পাঠাতে পারেন যাতে বকেয়া কর আদায় হয়। (নিয়ম ৬২(৪))।**

গ্রাম পঞ্চায়েতের কর, অভিকর, শুল্ক ইত্যাদি আদায়ের ব্যবস্থা

১) কর আদায় করার জন্য কী কী রেজিস্টার রাখতে হবে ?

উঃ

* জমি ও বাড়ির বিবরণ ও তার বাজার দর সংক্রান্ত রেজিস্টার। (ফর্ম ৬) নিয়ম - ৫৭
* জমি ও বাড়ির কর দাতাগণের তালিকা সংক্রান্ত রেজিস্টার (ফরম ৯ ভাগ - ১, নিয়ম ৫৯)।
* ব্যবসা পরিচালনার জন্য রেজিস্ট্রেশন ফী দাতাগণের তালিকা সংক্রান্ত রেজিস্টার। (ফর্ম - ৯, ভাগ - ২)
* যানবাহন মালিকদের রেজিস্ট্রেশন ফী ধার্যের জন্য তালিকা সংক্রান্ত রেজিস্টার। (ফর্ম-৯, ভাগ - ৩)
* জল, আলো, প্রভৃতি ব্যবহারকারীদের রেট ধার্যের তালিকা সংক্রান্ত রেজিস্টার। (ফর্ম-৯, ভাগ - ৪)
* মোটর-পাম্পের সাহায্যে গভীর/অগভীর নলকূপ থেকে জল সরবরাহ কারীদের রেজিস্ট্রেশন ফী ধার্যের তালিকা সংক্রান্ত রেজিস্টার। (ফর্ম-৯, ভাগ-৫)
* পোস্টার/ব্যানার/হোর্ডিং প্রভৃতির সাহায্যে বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের জন্য সংস্থা বা ব্যক্তিগণের ফী ধার্যের তালিকা সংক্রান্ত রেজিস্টার। (ফর্ম-৯, ভাগ-৬)
* গ্রামীণ উৎপাদন বিক্রীর হাট/বাজার- এর তালিকা যেখানে ফী আদায় করা যেতে পারে সেই রেজিস্টার। (ফর্ম-৯, ভাগ-৭),
* রাস্তা/খেয়াঘাট/সেতু ও সম্পদ বা উৎস সেখান থেকে টোল/ফী আদায় করা যেতে পারে তার তালিকা সংক্রান্ত রেজিস্টার। (ফর্ম-৯, ভাগ-৮)
* গ্রাম পঞ্চায়েতের দখলে থাকা আয়যোগ্য সম্পদের তালিকা সংক্রান্ত রেজিস্টার। (ফর্ম-৯, ভাগ-৯)

* গৃহনির্মাণ ও সংস্কার অনুমতিদানের রেজিস্টার। (ফর্ম-১২) (নিয়ম-২৭(৫))
* কর আদায় রসিদ বই-এর রেজিস্টার। (ফর্ম -৬)

  (পশ্চিমবঙ্গ গ্রাম পঞ্চায়েত অ্যাকাউন্টস অ্যাণ্ড বাজেট অডিট নিয়মাবলি, ২০০৭) নিয়ম - ৮(৭)
* খেলাপী ও বর্তমান কর/রেট/ফী আদায়ের রেজিস্টার (ফর্ম -৭)

  (পশ্চিমবঙ্গ গ্রাম পঞ্চায়েত অ্যাকাউন্টস অ্যাণ্ড বাজেট অডিট নিয়মাবলি, ২০০৭ নিয়ম -১০(৫))

২) কর/অভিকর ফি আদায়ের বিধিবদ্ধ রসিদ আছে কী?

উঃ **হ্যাঁ, (ফর্ম-৪ বা ফর্ম-৫)**

(পশ্চিমবঙ্গ গ্রাম পঞ্চায়েত অ্যাকাউন্টস অ্যাণ্ড বাজেট অডিট নিয়মাবলি, ২০০৭ এর ৮(২) নিয়ম)

৩) কর আদায় কে করবেন ?

উঃ **গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃক নিয়োজিত কর আদায়কারী।**

৪) কর আদায়কারী কতদিনের জন্য নিয়োজিত হবেন ?

উঃ **সর্বাধিক দুই বৎসর কালের জন্য।**

৫) তিনি কী পুনর্নিয়োজিত হতে পারেন ?

উঃ **তিনি পুনর্নিয়োগের আবেদন জানালে গ্রাম পঞ্চায়েতের সভায় তাঁকে পরবর্তী দুই বৎসরের জন্য নিয়োগ করা যাবে। তবে আর্থিক শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগ থাকলে তার নিয়োগ বাতিল হবে এবং তার বিরুদ্ধে আইন সম্মত ব্যবস্থা নেওয়া যাবে।**

৬) তিনি কী পঞ্চায়েতের সর্বক্ষণের কর্মচারী বা স্থায়ী কর্মচারী বলে বিবেচিত হবেন ?

উঃ **না।**

৭) পঞ্চায়েত সর্বাধিক কতজন কর আদায়কারী নিয়োগ করতে পারে ?

উঃ **দুই জন - যদি কোনো বৎসরে এক লক্ষ টাকা বা তার বেশি অ্যাসেসমেন্ট বা কর নির্ধার এবং তার আগের বছরে এক লক্ষ টাকার বেশি কর আদায় হয়ে থাকে।**

৮) কর আদায়ের জন্য তাঁকে কী জমানত জমা দিতে হয় ?

উঃ **হ্যাঁ, জাতীয় সঞ্চয় সার্টিফিকেটের মাধ্যমে এক হাজার টাকা।**

৯) আদায়ী অর্থ কখন কাকে জমা দেবেন ?

উঃ **আদায়ের পরিমাণ এক হাজার টাকার বেশি হলেই আদায়কারী গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে সেই সময় পর্যন্ত আদায়ী সমুদয় টাকা সচিবকে জমা দেবেন এবং এর জন্য ফর্ম ৫-এ রসিদ নেবেন।**

১০) আদায়কারীর কমিশন কত পাবেন ?

উঃ **প্রথম ৬,০০০/- টাকা আদায়ের জন্য ১০ শতাংশ, পরবর্তী ২,০০০/- টাকা (৮,০০০/- টাকা পর্যন্ত আদায়) আদায়ের জন্য ১৫ শতাংশ এবং পরবর্তী অর্থাৎ ৮,০০১/- টাকা এবং তদুর্ধ্ব আদায়ের জন্য ২০ শতাংশ হারে কমিশন পাবেন। এই হার রাজ্য সরকার আদেশ দিয়ে পরিবর্তন করতে পারেন।**

১১) সরকার থেকে গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমে কোনো ভাতা তিনি পাবেন কী না ? পেলে তা পরিমাণ কত ?

উঃ **হ্যাঁ মাসিক ২০০/- টাকা হিসাবে। এই হার রাজ্য সরকার আদেশ দিয়ে পরিবর্তন করতে পারে।**

১২) ঐ মাসিক ভাতা দুইজন আদায়কারীই পাবেন ?

উঃ **হ্যাঁ- দুই জন আদায়কারী সমান হারে ভাতা পাবেন।**

ঘর-বাড়ি নির্মাণের ক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েতের নিয়ন্ত্রণ

১(ক) গ্রাম পঞ্চায়েত কীভাবে ঘর বাড়ি নির্মাণ নিয়ন্ত্রণ করবে ?

উঃ **পঞ্চায়েত আইনের ২৩নং ধারায় ঘর বাড়ি নির্মাণের উপর গ্রাম পঞ্চায়েতকে নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে । ২০০৪ সালের গ্রাম পঞ্চায়েত প্রশাসনিক নিয়মাবলীতে বিস্তারিত বলা আছে। গ্রাম পঞ্চায়েত অনুমতি ছাড়া নির্মিত ঘর বাড়ি অবৈধ বলে বিবেচিত হবে ।**

(Rule **১৭ থেকে ৩৮**)

১(খ) বাড়ি তৈরির আবেদন পত্রের নির্দিষ্ট ফর্ম আছে কী

উঃ **১) হ্যাঁ । ৪ নম্বর ফর্মে দুই প্রস্থ আবেদন পত্র গ্রাম পঞ্চায়েতে জমা দিতে হবে ।**

(Rule-**১৭(১)**)

২) গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা যদি কোনো উন্নয়ন সংস্থার অধীন হয় (Development Authority) **তবে ৪ক ফর্মে দরখাস্ত পঞ্চায়েত সমিতিতে পাঠাতে হবে ।**

(Rule - **২৮**)

২) আবেদন পত্রের সঙ্গে কীকী কাগজপত্র জমা দেওয়া প্রয়োজন ?

উঃ **১) জমির দলিলের কপি ।**

২) প্ল্যান এস্টিমেট -- দুই কপি ।

৩) জমির সাইট প্ল্যান -- দুই কপি ।

৪) খাজনা দাখিলের কপি ।

৫) ট্যাক্সের রসিদের কপি ।

৬) জমির চরিত্র পরিবর্তন বা কনভার্সনের কপি বা জমির মূল চরিত্র । (যেখানে দরকার হবে)

(Rule-**১৭(২)**)

৩) ৪নং ও ৪ক ফর্ম কীভাবে পাওয়া যাবে ?

উঃ আবেদনের ভিত্তিতে গ্রাম পঞ্চায়েত লাভ না করে এই ফর্ম তৈরির খরচ আদায় করে

আবেদনকারীদের সরবরাহ করবে। অবশ্য কোনো ব্যক্তি যে কোনো ভাবে এই ফর্মের অনুলিপি তৈরি করে জমা দিতে পারে । যেমন, হাতে লিখে, জেরক্স করে ইত্যাদি।

(Rule-১৭(৩))

৪) আবেদন পত্রের সঙ্গে ফি দেওয়া আবশ্যক কী না ?

উঃ নির্ধারিত ফি ছাড়া কোন আবেদনপত্র গ্রহণ করা যাবে না ।

(Rule-১৮ (১)(২))

৫) কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে ঘর বাড়ি নির্মাণের জন্য কোনো অনুমোদন লাগবে না

উঃ ১) ১৮ বঃ মিঃ বা তার কম জায়গা নিয়ে খড় চালা, টালি বা টিনের চালা -- যার দেওয়াল ইট-সিমেন্ট দিয়ে নির্মিত হবে না এবং মোট জমির ৩/৪ অংশের বেশি পরিমান জায়গায় নির্মানের কাজ হবে না তবে কোন অনুমোদন লাগবে না । কোন দারিদ্র দূরীকরণ প্রকল্পে তৈরি বাড়ির জন্য (যেমন, আই. এ. ওয়াই. এর আওতায় নির্মিত বাড়ি) অনুমোদন লাগবে না ।

(পঃ বঃ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রশাসন)
নিয়মাবলী, ২০০৪ - ১৯(১) Rule)

২) ঘর বাড়ি মেরামতের ক্ষেত্রে যদি বর্তমান কাঠামোর কোন পরিবর্তন না করা হয় এবং নীচের মেঝে বা ছাদের পরিমাপ বাড়ানো না হয় তবে অনুমোদন লাগবে না ।

(Rule-১৯(২))

৩) ইট বা সিমেন্টের কংক্রীট ছাড়া প্রাচীর তৈরি করা হয় তাহলে অনুমোদন লাগবে না । কিন্তু ঐ প্রাচীরের ভিতরের অংশে যদি ব্যবসায়িক বা প্রাতিষ্ঠানিক উদ্দেশ্যে মালপত্র রাখা হয় বা ব্যবহার হয় তাহলে অনুমোদন লাগবে ।

(Rule-১৯(৩)

৬) অনুমতি দেওয়ার পূর্বে কী কী বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে ?

উঃ ১) জল নিকাশী নালা সর্বসাধারণের ব্যবহার্য নালার সঙ্গে যোগ করা হচ্ছে কী না, অথবা জল নিকাশের জন্য শুকনো গর্তের (Soak-pit) ব্যবস্থা হচ্ছে কী না ।

(Rule-২০(১)(ক))

২) ময়লা ও আবর্জনা ফেলবার ব্যবস্থা থাকছে কী না, এবং স্বাস্থ্য সম্মত শৌচাগার থাকছে কী না

(Rule-২০(১)(খ))

৩) ঐ জমিতে যাওয়ার কোন রাস্তা থাকছে কী না।

(Rule-২০(১)(গ))

৪) যদি আবেদনকারীর বাড়ির জল নিষ্কাশনের নালা পূর্বে নির্মিত অন্য বাড়ির জল নিষ্কাশনের নালার সঙ্গে যোগ করতে হয়, তবে গ্রাম পঞ্চায়েত প্রথম ব্যক্তিকে নোটিশ দিয়ে ঐ নালার যোগ করার বিষয়ে ব্যবস্থা করবেন । নালা দুইটি যোগ করার পরে উভয়ের দায়িত্বে পরিষ্কার করতে হবে । যৌথ দায়িত্বে নালা পরিষ্কারের ক্ষেত্রে কোন সমস্যা সৃষ্টি হলে গ্রাম পঞ্চায়েতকে জানাতে হবে এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হবে।

(Rule-২০(২),(৩))

৭) নির্মীয়মাণ বাড়ির প্রবেশ পথ কতটা হবে ?

উঃ জনসাধারণের ব্যবহার্য রাস্তা থেকে প্রত্যেক বাড়ির জমি পর্যন্ত নিজস্ব রাস্তা ১.৮০ মিটার চওড়া রাখতে হবে ।

(Rule-২১)

৮) কোন কোন ক্ষেত্রে ঘর বাড়ি নির্মাণের অনুমতি দেওয়া যাবে না ?

উঃ কোনো পুকুর, জলাভূমি বা ইটভাটার জমি, বালিখাদ, কয়লাখনি ও অন্যান্য খনি বুজিয়ে আবেদন করলে অনুমতি দেওয়া যাবে না (উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বা আদালতের নির্দেশ ছাড়া)।

(Rule-২২)

৯) সর্বোচ্চ কত জায়গা নিয়ে ঘর বাড়ি তৈরি হতে পারে ?

উঃ ১) মোট জমির ২/৩ অংশের বেশি জায়গা নিয়ে বাড়ি তৈরির আবেদন করলে অনুমতি দেওয়া যাবে না । সামনে, পিছনে ও পাশে মিলিয়ে অন্তত ১/৩ অংশ জমি খালি রাখতে হবে।

(Rule-২৩)

১০) নতুন বাড়ি তৈরির ক্ষেত্রে আবেদনকারীকে কী কী নিয়ম নীতি মেনে চলতে হবে ?

উঃ ১) বাড়ির চার পাশে ৯০ সেমি : ছেড়ে দিয়ে প্রাচীর দিতে হবে ।

২) দুইটি বাড়ির মাঝে অবশ্যই ১.৮০ মিঃ দুরত্ব রাখতে হবে ।

(Rule-২৪(১))

৩) নতুন বাড়ির উচ্চতা উর্ধ্বপক্ষে ১৫ মিঃ হতে পারে, তবে বাড়ির উচ্চতা কখনো সংলগ্ন রাস্তার প্রস্থ ও বাড়ির সামনে ফেলে রাখা অংশের প্রস্থের ১.৫ গুণের বেশি হবে না ।

(Rule-২৪(২))

৪) প্রতিটি বসবাসের ঘর ৬ বর্গ মিটারের কম হবে না এবং চওড়া হবে কম পক্ষে ২.২ মিটার ।

(Rule-২৪(৩))

৫) রান্নাঘরের ক্ষেত্রফল কমপক্ষে ৩ বর্গমিটার হতে হবে এবং চওড়া ১.৫ মিটার হতে হবে।

(Rule-২৪(৪))

৬) শুধু স্নান ঘর হলে ক্ষেত্রফল ০.৮ বর্গমিটার এবং চওড়া কমপক্ষে .৮৫ মিটার রাখতে হবে। স্নানঘর ও পায়খানা যদি এক সাথে হয় তাহলে কমপক্ষে ক্ষেত্রফল ১.৫ বর্গমিটার রাখতে হবে এবং চওড়া ০.৯ মিটার রাখতে হবে ।

(Rule-২৪(৫)

৭) মেঝে থেকে ঘরের উচ্চতা কমপক্ষে ২.৬ মিটার হতে হবে । আর স্নানঘরে, রান্নাঘর, পায়খানা ও বারান্দার উচ্চতা কমপক্ষে ২.১ মিটার রাখতে হবে ।

(Rule-২৪(৬))

১১) বাড়ি সংলগ্ন কোন খাটা পায়খানা করা যাবে কি ?

উঃ না, বাড়ির সংলগ্ন খাটা পায়খানা (Dry latrine) করা যাবে না ।

(Rule-২৫)

১২) কীরকম জমিতে ঘর বাড়ি নির্মাণ করা যাবে ?

উঃ জমিটি অবশ্যই নিজের ও বাস্তু হতে হবে ।

(Rule-২৬)

১৩) আবেদন পত্র পাওয়ার পর গ্রাম পঞ্চায়েতকে কী কী করতে হবে ?

উঃ ১) প্রধান অথবা উপপ্রধান অথবা গ্রাম পঞ্চায়েত দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো সদস্য আবেদন পত্রের সঙ্গে দেওয়া কাগজপত্র পরীক্ষা করবেন, প্রয়োজনমতো তদন্ত করবেন এবং ৩০ দিনের মধ্যে তাদের মন্তব্য সহ গ্রাম পঞ্চায়েতে জমা দেবেন ।

(Rule-২৭(১))

২) আবেদন অনুমোদনের সঙ্গে বাড়ি তৈরি সম্পূর্ণ করার সন্তোষজনক সময় নির্দিষ্ট করবেন। যদি নির্দিষ্ট সময়ে শেষ না হয়, আবেদনকারীকে কারণ দর্শিয়ে পুনঃ অনুমতি নিতে হবে।

(Rule-২৭(২))

১৩(ক) যখন গ্রাম পঞ্চায়েত এই রূপ অনুমোদন দিতে অস্বীকার করবে তখন কী হবে ?

উঃ ১) আবেদনকারীকে শুনানির সুযোগ দিতে হবে।

২) আবেদন বাতিলের কারণগুলি লিপিবদ্ধ করে আবেদনকারীকে জানাতে হবে ।

৩) আবেদনকারীকে পুনরায় সংশোধিত ও পরিমার্জিত আবেদন পত্র ৪ নং ফরম বা ৪ক ফরম সাদা কাগজে ২ কপি গৃহ নির্মাণের প্ল্যান এবং প্রয়োজনীয় অন্যান্য নথিপত্র এক বছরের মধ্যে জমা দেওয়ার অনুমতি দিতে হবে । এই আবেদন পত্রের জন্য নতুন করে ফি ধার্য করা যাবে না ।

(Rule-২৭(৩))

৪) আবেদনের ভিত্তিতে অনুমতি বা বাতিলের সিদ্ধান্ত আবেদনপত্র পাওয়ার ৬০ দিনের মধ্যে আবেদনকারীকে জানাতে হবে।

(Rule-২৭(৫))

৫) বাড়ির ক্ষেত্রফল ১৫০ বর্গ মিঃ এর মধ্যে হলে বাড়ির উচ্চতা ৬.৫ মিটার পর্যন্ত গ্রাম পঞ্চায়েত অনুমোদন দেবে ।

(Rule-২৭(১এ)

৬) ভিটা বাড়ির পরিমান ১৫১ বর্গমিটার - ৩০০ বর্গমিটার হলে, কিন্তু উচ্চতা ৬.৫ মিটারের বেশি না হলে, পঞ্চায়েত সমিতিতে কারিগরি অনুমোদনের জন্য পাঠাতে হবে এবং

পঞ্চায়েত সমিতি ৩০ দিনের মধ্যে মতামত সহ ফেরত পাঠাবে ।

(Rule-২৭(১এ)

৭) ভিটাবাড়ির পরিমান যদি ৩০০ বর্গ মিঃ এর বেশি অথবা উচ্চতা যদি ৬.৫ মিটারের বেশি হয় তাহলে আবেদন পত্রটি গ্রাম পঞ্চায়েত ৩০ দিনের মধ্যে কারিগরি অনুমোদনের জন্য জেলা পরিষদে পাঠাবে এবং প্রাপ্তির ৩০ দিনের মধ্যে জেলা পরিষদ মতামত সহ গ্রাম পঞ্চায়েতে ফেরত পাঠাবে ।

(Rule-২৭(১এ)

৮) নতুন বাড়ি বা কাঠামোর পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের তথ্য ১২ নং ফরমে রাখতে হবে।

(Rule-২৭(১এ)

১৪) কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে অনুমোদন গ্রাম পঞ্চায়েত দিতে পারবেনা ?

উঃ (১) ডেভেলপমেন্ট অথরিটির অধীনে কোন গ্রাম পঞ্চায়েত বা তার কোন অংশ অন্তর্ভুক্ত হয় এবং যদি ভিটার পরিমান ৩০০ বর্গ মিঃ মধ্যে এবং উচ্চতার পরিমান ৬.৫ মিঃ - এর বেশি না হয় এক্ষেত্রে পঞ্চায়েত সমিতির অনুমতির প্রয়োজন । ভিটার পরিমান ৩০০ বর্গ মিঃ বেশি বা উচ্চতা ৬.৫ মিঃ - এর বেশি হলে সেক্ষেত্রে জেলা পরিষদের অনুমতির প্রয়োজন । যে কোনো পক্ষই দরখাস্ত ও অন্যান্য কাগজ পত্র পাওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে তাদের মতামতসহ পাঠাবেন বা ফেরৎ দেবেন ।

(Rule-২৮)

১৫) বিমান বন্দর বা নিষিদ্ধ এলাকা অথবা প্রজ্ঞাপিত এলাকার কাছে কোন নির্মাণ কাজের নিয়ন্ত্রণ বিধি কী ?

উঃ বিমান বন্দর বা নিষিদ্ধ এলাকায় অথবা প্রজ্ঞাপিত এলাকার কাছে কোন নির্মাণ কাজ করতে হলে আবেদনকারী গ্রাম পঞ্চায়েতে যে আবেদন করবেন ১৭(১) রুল অনুযায়ী তা পরীক্ষা ও তদন্ত করে ৩০ দিনের মধ্যে মন্তব্য সহ জেলা পরিষদে পাঠাতে হবে । জেলাপরিষদ অনুমোদন করতে পারে অথবা বাতিল করতে পারে । তবে জেলা পরিষদ ৩০ দিনের মধ্যে গ্রাম পঞ্চায়েতে ফেরত পাঠাবে । গ্রাম পঞ্চায়েত আবেদন পত্র পাওয়ার ৯০ দিনের মধ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে ।

(Rule-২৯)

১৬) নির্দিষ্ট সময়ে মতামত না পেলে কী হবে?

উঃ **৬০ দিনের মধ্যে, বা যেখানে প্রযোজ্য, ৯০ দিনের মধ্যে কোনো মতামত না পেলে আবেদনকারী ধরে নেবে যে গ্রাম পঞ্চায়েতের অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে।**

(Rule-৩০)

১৭) বাণিজ্যিক এবং প্রাতিষ্ঠানিক প্রয়োজন বাড়ি বা কাঠামো তৈরি করতে গেলে কী বিধি নিয়ম মানতে হবে ?

উঃ **১) প্রধানত বসবাসের এলাকার মধ্যে করা যাবে না ।**

২) পাঁচ মিটারের কম চওড়া রাস্তার সংলগ্ন এরূপ নির্মাণ করা যাবে না ।

৩) প্রস্তাবিত বাড়ি বা কাঠামোর সামনের দিকে অন্তত : ১.২ মিটার ফাঁকা জায়গা থাকতে হবে।

৪) বাড়ি বা কাঠামো মোট জমির ৩/৫ ভাগের মধ্যে হতে হবে ।

৫) প্রস্তাবিত বাড়ি ও পরিকাঠামোর মোট জমি যদি ৪০০০ হাজার বর্গ মিঃ থেকে ২৫,০০০ বর্গ মিঃ-এর মধ্যে হয় তাহলে গ্রাম পঞ্চায়েত মোট জমির কমপক্ষে ১/১৬ অংশ জনস্বার্থে অর্থ্যৎ বিদ্যুতের সাব স্টেশন, যান বাহনের টার্মিনাল আবর্জনা ফেলার জায়গার জন্য খালি রাখার নির্দেশ দেবে । ২৫,০০০ হাজার বর্গ মিঃ উর্ধে হলে জনস্বার্থে ছাড়া জমির পরিমান হবে ১/১০ অংশ ।

৬) এরূপ নির্মাণ কার্যের অন্যান্য নিয়মাবলী বাসগৃহ নির্মাণের অনুরূপ ।

(Rule-৩১)

১৮) অনুমতি না দেওয়ার কারণ কী ?

উঃ **১) যদি আইন ও নিয়মাবলী ভঙ্গ করে নক্সা তৈরি হয় ।**

২) আবেদন পত্রের সঙ্গে প্রয়োজনীয় নথি জমা না দেওয়া হয় ।

৩) গ্রাম পঞ্চায়েত আইন মোতাবেক যে সব নথি চাইবে তা জমা দেওয়া না হয় ।

৪) প্রস্তাবিত কাঠামো তৈরির ফলে যদি পরিবেশ নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে ।

৫) যদি জমিটি নিজস্ব না হয় এবং সরকারি বা বেসরকারি জমি আংশিক বা পুরো দখল করে নক্সা হয় ।

(Rule-৩২

১৯) নির্মানের সময় কী কোন পরিদর্শনের ব্যবস্থা থাকতে পারে ?

উঃ হ্যাঁ, প্রধান বা উপপ্রধান নির্মাণের সময় পরিদর্শন করতে পারেন । ভারপ্রাপ্ত কোন সদস্য বা কর্মচারীও এরকম পরিদর্শন করতে পারেন । তারা দেখবেন, প্ল্যান ও এস্টিমেট অনুসারে কাজ হচ্ছে কিনা এবং বেআইনি নির্মাণ হলে নির্মাণকারীকে শুনানির সুযোগ দিয়ে তাকে বেআইনী অংশ ভেঙ্গে দেওয়ার নির্দেশ দিতে পারে । প্রয়োজন হলে গ্রাম পঞ্চায়েত তার কর্মচারীদের ও দরকারমতো পুলিশের সাহায্যে তা বন্ধ ও ভেঙ্গে দিতে পারবে এবং কর্মচারী লাগানো বা পুলিশ দেওয়ার খরচ সহ ভাঙ্গার খরচ বেঙ্গল পাবলিক ডিমান্ড রিকভারি অ্যাক্ট-১৯১৩ অনুযায়ী আদায় করা যাবে ।

২০) গৃহ নির্মাণের ফি নির্দিষ্ট করে বলা আছে কিনা ?

উঃ গৃহ নির্মাণের অনুমতি প্রদানের ফি ধার্যের পরিমাণ নিয়মাবলির টেবিল-১ -এ নির্দিষ্ট করা আছে।

২১) গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদের মধ্যে ফি-এর ভাগ কেমন হবে ?

উঃ রুল-২৭(১এ) অনুযায়ী যখন নির্মাণ কাজের ভেটিং পঞ্চায়েত সমিতি অথবা জেলা পরিষদ করবে তখন দেওয়া হলে জমা ফি গ্রাম পঞ্চায়েত এবং পঞ্চায়েত সমিতি বা জেলা পরিষদের মধ্যে ৩০ঃ৭০ ভাগে ভাগ হবে ।

(Rule-৩৪)

২২) গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃক আবেদন বাতিলের পরিপ্রেক্ষিতে আবেদনকারীর কী করনীয় আছে ?

উঃ ১) গ্রাম পঞ্চায়েত প্রশাসন নিয়মাবলীর ২৮ ও ২৯ নিয়মে যে সব আবেদনপত্র জেলা পরিষদে পাঠানো হয়নি সেরকম কোনো আবেদন বাতিল করা হলে নির্দেশ পাওয়ার ৯০ দিনের মধ্যে আবেদনকারী পঞ্চায়েত সমিতির নির্বাহী আধিকারিকের কাছে আপীল করতে পারবেন । নির্বাহী আধিকারিক নিজে অথবা অন্ততপক্ষে পঞ্চায়েত সমিতির সচিবের সমপর্যায়ের কোনো আধিকারিককে দায়িত্ব দিলে তিনি আবেদনকারীকে নোটিশ

দিয়ে বিষয়টি মীমাংসা করবেন এবং তার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে ।

২) যদি গ্রাম পঞ্চায়েত আবেদনের ৬০ দিনের মধ্যে আবেদনকারীকে কোনো মতামত না জানায় তাহলেও আবেদনকারী পঞ্চায়েত সমিতির নির্বাহী আধিকারিকের কাছে আপীল করতে পারেন ।

৩) কোন আবেদনপত্র জেলা পরিষদে পাঠানো হয়ে থাকলে সেই আবেদনপত্র গ্রাম পঞ্চায়েত বা জেলা পরিষদ যার সিদ্ধান্তেই বাতিল হোক না কেন, আবেদনকারী বিভাগীয় কমিশনারের কাছে আপীল করতে পারে । বিভাগীয়, কমিশনার সংশ্লিষ্ট পক্ষদের নোটীশ দিয়ে তাদের বক্তব্য শোনার পরে এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন এবং সেই সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে ।

(নিয়ম-৩৮)

২৩) গ্রাম পঞ্চায়েতের অনুমতি ছাড়া নতুন নির্মাণ বা সংযোজন করলে আইন ভঙ্গকারীকে কীরূপ শাস্তি বা জরিমানা করা যায়?

উঃ ক) পঞ্চায়েত আইনের ২৩(৭) ধারায় বিধান ভঙ্গকারীকে জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট দুইশত পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করতে পারেন।

(Sec.-২৩(৭))

খ) অনাময় ব্যবস্থার উন্নতি করার নির্দেশ দিয়ে বিহিত প্রাধিকারীর নোটিশ না মানলে জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট দুইশত পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করতে পারেন ।

(Sec.-২৪(২))

গৃহ তৈরির পরিবর্তিত অনুমতি ফি

কী প্রকারের গ্রাম পঞ্চায়েত	নতুন গৃহ নির্মাণ বা পরিবর্ধন বা পরিমার্জন	কাঁচা বাড়ি (যখন ভিটাবাড়ির মাপ ১৮ বর্গমিটারের বেশি হবে)	আধা পাকা বাড়ি		পাকা বাড়ি (মোট আয়তনের প্রতি স্কোয়ার ফুটের ভিত্তিতে)	
			বসবাসের উদ্দেশ্যে	ব্যবসার উদ্দেশ্যে	বসবাসের উদ্দেশ্যে	ব্যবসার উদ্দেশ্যে
গ্রাম পঞ্চায়েত, কে.এম.ডি.এ বা অন্য কোনো ডেভেলপমেন্ট অথরিটির এলাকার বাইরে হলে ।	নতুন নির্মাণ	৬০.০০ টাকা	১৫০.০০ টাকা	৩০০.০০ টাকা	৫০ পয়সা	১ টাকা
	পরিবর্ধন বা পরিমার্জন	নাই	১০০.০০ টাকা	২০০.০০ টাকা	৫০ পয়সা	১ টাকা
গ্রাম পঞ্চায়েত, কে.এম.ডি.এ বা অন্য কোন ডেভেলপমেন্ট অথরিটির এলাকার ভিতরে হলে ।	নতুন নির্মাণ	৮০.০০ টাকা	২৫০.০০ টাকা	৫০০.০০ টাকা	১.৫০ টাকা	২.৫০ টাকা
	পরিবর্ধন বা পরিমার্জন	নাই	১৫০.০০ টাকা	২৫০.০০ টাকা	১.৫০ টাকা	২.৫০ টাকা

সংযোজনী

প্রতিষ্ঠান হিসাবে শক্তিশালী গ্রাম পঞ্চায়েতের বৈশিষ্ট্য

১) যে গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার সকল মানুষের মধ্যে সৌহার্দ্য ও একতা বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করে।

২) যে গ্রাম পঞ্চায়েতের স্বশাসন ও সুশাসন সম্পর্কে সম্যক ধারণা রয়েছে এবং তাকে বাস্তবায়িত করার ক্ষেত্রে যে গ্রাম পঞ্চায়েত উদ্যোগ গ্রহণ করে।

৩) যে গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় উন্নয়ন ও পরিকল্পনার প্রতিটি ক্ষেত্রে পুরুষদের সাথে মহিলারাও সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে।

৪) যে গ্রাম পঞ্চায়েতের সব কয়টি গ্রাম উন্নয়ন সমিতি সঠিকভাবে গঠিত হয়েছে এবং সেগুলিকে কার্যকরী ও সক্রিয় করে তোলার ক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েত উদ্যোগ গ্রহণ করে।

৫) যে গ্রাম পঞ্চায়েত প্রতিটি কাজ সততা, স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতার সঙ্গে সম্পন্ন করে এবং এই বিষয়ে এলাকার সকল ভোটারকে জানানোর জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করে।

৬) যে গ্রাম পঞ্চায়েত প্রতিটি কাজ পঞ্চায়েত আইন, সংশ্লিষ্ট আদেশনামা ও নিয়মনীতি অনুসারে সঠিকভাবে সম্পন্ন করে।

৭) যে গ্রাম পঞ্চায়েত উপ-সমিতি ভিত্তিক পরিকল্পনা ও বাজেট রচনা এবং রূপায়ণ করে।

৮) যে গ্রাম পঞ্চায়েত সঠিক সময়ে গ্রাম সংসদ ও গ্রাম সভার মিটিং করে এবং এই সভায় এলাকার সকল মানুষের উপস্থিতি সুনিশ্চিত করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করে।

৯) যে গ্রাম পঞ্চায়েত গ্রাম সংসদে ও পঞ্চায়েতের নানান উন্নয়নমূলক কাজে সাধারণ মানুষের, বিশেষত পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর সক্রিয়, স্বতঃস্ফূর্ত ও ব্যাপক অংশগ্রহণের জন্য উদ্যোগ নিতে পারে।

১০) যে গ্রাম পঞ্চায়েতে দরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর প্রতি সংবেদনশীল ও সহনশীল হয় এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের সকল কাজে তার প্রতিফলন ঘটে।

১১) যে গ্রাম পঞ্চায়েত সম্পদ সংগ্রহের জন্য উপযুক্ত মানসিকতা ও সক্ষমতা অর্জন করতে পারে এবং নিজের সম্পদ বাড়ানোর জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করে।

১২) যে গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার সার্বিক উন্নয়নের জন্য সংগৃহীত সম্পদের সুষ্ঠ ও যথাযথ ব্যবহার করতে পারে।

১৩) যে গ্রাম পঞ্চায়েত উন্নয়নমূলক কাজের জন্য নীতি নির্ধারণ ও রূপায়ণের ক্ষেত্রে সততা, স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতা ও দ্রুততা বজায় রাখতে পারে।

১৪) যে গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মানুষের প্রয়োজন ও চাহিদা অনুসারে তথ্যভিত্তিক, সুষ্ঠ ও সার্বিক পরিকল্পনা রচনা, তদারকি ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

১৫) যে গ্রাম পঞ্চায়েত নিয়মিত ভাবে গ্রাম সংসদ সভা ও গ্রাম সভার মাধ্যমে সামাজিক নিরীক্ষা সুনিশ্চিত করতে পারে।

১৬) যে গ্রাম পঞ্চায়েত বিকেন্দ্রীকরণের সহায়ক নীতি অনুসারে এবং স্থানীয় সম্পদের ভিত্তিতে, গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সঞ্চালনায় প্রত্যেক গ্রাম সংসদের জন্য বার্ষিক ও পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা রচনার ব্যবস্থা করতে পারে এবং সেই পরিকল্পনার ভিত্তিতে ও তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে গ্রাম পঞ্চায়েতের জন্য পূর্ণাঙ্গ ও সমন্বিত পরিকল্পনা রচনা করতে পারে।

১৭) যে গ্রাম পঞ্চায়েত দল-মত নির্বিশেষে সকলের মতামতকে গুরুত্ব দিয়ে উন্নয়নের যাবতীয় কাজ করতে পারে।

১৮) যে গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার অবহেলিত ও পিছিয়ে পড়া মানুষের উন্নয়নকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে পারে।

১৯) যে গ্রাম পঞ্চায়েত সকল কাজে যৌথ নেতৃত্ব ও যৌথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ (ব্যক্তি কেন্দ্রীক নয়) প্রক্রিয়া সুনিশ্চিত করতে পারে।

২০) যে গ্রাম পঞ্চায়েত সকল নির্বাচিত সদস্য ও কর্মচারীদের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া ও দায়বদ্ধতা সুনিশ্চিত করতে পারে।

২১) যে গ্রাম পঞ্চায়েত স্বচ্ছ ও সুষ্ঠ হিসাব রক্ষণ ও নিরীক্ষা পদ্ধতির প্রয়োগ ও নিয়মিত ব্যবহার সুনিশ্চিত করতে পারে।

২২) যে গ্রাম পঞ্চায়েত যথাযথভাবে সকল খাতাপত্র রাখতে পারে এবং তা নিয়মনীতি অনুসারে সঠিক সময়ে হালনাগাদ করে।

২৩) যে গ্রাম পঞ্চায়েত সাধারণ মানুষের মধ্যে স্বনির্ভরতার মনোভাব জাগিয়ে তুলতে পারে।

২৪) যে গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার উন্নয়নে গণ-উদ্যোগ ও জনগণের অবদান সংগঠিত করা এবং সামাজিক ও উন্নয়নমূলক কাজে তার যথাযথ ব্যবহার করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে।

২৫) যে গ্রাম পঞ্চায়েত গণ-বন্টন ব্যবস্থা সহ বিভিন্ন সরকারি পরিষেবা ও উন্নয়নমূলক কর্মসূচি সম্বন্ধে এলাকার সাধারণ মানুষের জ্ঞান ও সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে পারে এবং এলাকার সকল মানুষের কাছে বিভিন্ন পরিষেবা সুষ্ঠভাবে পৌঁছে দেওয়ার মতো সক্ষমতা অর্জন করতে পারে।

২৬) যে গ্রাম পঞ্চায়েত দায়িত্বজ্ঞানহীনতা বা শৃঙ্খলাভঙ্গের ক্ষেত্রে সদস্য ও কর্মচারী সহ সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষেত্রে উদ্যোগী হয়।

২৭) যে গ্রাম পঞ্চায়েত গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে কর্মরত বিভিন্ন বিভাগের কর্মচারীদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে।

২৮) যে গ্রাম পঞ্চায়েত ভালো রাস্তা, হাটবাজার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সহ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার অন্যান্য প্রতিষ্ঠান, নিরাবদ পানীয় জলের উৎস তৈরি ও রক্ষাণাবেক্ষণ সহ পরিকাঠামোর উন্নতির জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে।

২৯) যে গ্রাম পঞ্চায়েত কন্যা শিশু, বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন

ব্যক্তি (প্রতিবন্ধী) সহ এলাকার সকল মানুষকে (শিশু থেকে বৃদ্ধ) শিক্ষার আওতায় আনার জন্য এবং শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করে।

৩০) যে গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার স্বাস্থ্যবিধান সংক্রান্ত সচেতনতা প্রসারের জন্য, বিশেষত, প্রতিটি বাড়িতে শৌচাগার তৈরি ও তার ব্যবহার সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ ও পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে।

৩১) যে গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্ক নারী ও পুরুষকে স্বনির্ভর দলে সংগঠিত করার মাধ্যমে তাদের অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হতে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিতে পারে।

৩২) যে গ্রাম পঞ্চায়েত উন্নয়নের প্রশ্নে রাজনৈতিক/ধর্মীয়/অন্যান্য সঙ্কীর্ণ ভেদাভেদের উপরে উঠে নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে পারে।

৩৩) যে গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বিবাদ নিরসনের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষভাবে সততার সঙ্গে বিচারের কাজ পরিচালনা করতে পারে।

৩৪) যে গ্রাম পঞ্চায়েত দল-মত নির্বিশেষে এলাকার সকল মানুষের আস্থা অর্জন করতে পারে - যাতে সাধারণ মানুষ পঞ্চায়েতকে নিজের প্রতিষ্ঠান বলে মনে করতে পারে।

৩৫) যে গ্রাম পঞ্চায়েত দুর্নীতিমুক্ত ও পরিচ্ছন্ন পরিবেশ তৈরি করতে পারে এবং তা বজায় রাখার জন্য সচেষ্ট হয়।

৩৬) যে গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বয়স্ক, দুঃস্থ ও অসহায় মানুষের সামাজিক সুরক্ষা সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

৩৭) যে গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বসবাসকারী বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন (প্রতিবন্ধী) ব্যক্তিদের জীবন ও জীবিকার মান উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়।

৩৮) যে গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার যুব সম্প্রদায়ের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে আগ্রহী হয় এবং তাদের বপথে যাওয়া রোধ করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

৩৯) যে গ্রাম পঞ্চায়েত উন্নয়নমূলক সকল কাজে এলাকার মানুষের অংশীদারি ও মালিকানা সুনিশ্চিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করে।

৪০) যে গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বেকার ও মহিলাদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির ক্ষেত্রে উদ্যোগী হয় এবং স্থানীয় সম্পদকে কাজে লাগিয়ে কর্ম সংস্থান সৃষ্টি করতে পারে।

৪১) যে গ্রাম পঞ্চায়েত গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সঞ্চালনায় গ্রামবাসীদের নিয়ে পাড়া বৈঠকের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ, সংকলন ও বিশ্লেষণ করে এবং তার ভিত্তিতে পরিকল্পনা রচনার কাজে মানুষকে সহায়তা করে।

৪২) যে গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার অপুষ্টি ও অনাহার দূর করার ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে।

৪৩) যে গ্রাম পঞ্চায়েত পাড়া বৈঠকের মাধ্যমে গ্রামবাসীদের সহায়তার নিজস্ব তথ্য ভান্ডার গড়ে তোলে এবং তা নিয়মিত হালনাগাদ করতে পারে।

৪৪) যে গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার কৃষির উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করে।

৪৫) যে গ্রাম পঞ্চায়েত সামাজিক বনসৃজনের মাধ্যমে এলাকার পতিত জমি কাজে লাগানো, স্থানীয় সম্পদ সৃষ্টি এবং পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে উদ্যোগ গ্রহণ করে।

৪৬) যে গ্রাম পঞ্চায়েত দ্রুততার সঙ্গে ও সুষ্ঠুভাবে কাজকর্ম সম্পাদন করে এবং ন্যস্ত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করে।

৪৭) যে গ্রাম পঞ্চায়েত গ্রাম সংসদ সভা, গ্রাম সভা সহ সকল উপ-সমিতির সভা ও সাধারণ সভা নিয়মিত ভাবে ও সঠিক পদ্ধতিতে করতে পারে।

৪৮) যে গ্রাম পঞ্চায়েত গ্রাম সংসদে নির্ধারিত অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে প্রকল্প নির্বাচন করে এবং সুযোগ সুবিধা বন্টন করে।

৪৯) যে গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় সুস্থ সংস্কৃতির বিকাশের জন্য সক্রিয় উদ্যোগ নেয়।

৫০) যে গ্রাম পঞ্চায়েত জাতপাত, কুসংস্কার, কুপ্রথা (বাল্যবিবাহ, শিশুশ্রম, নারীপাচার ইত্যাদি) দূর করতে উদ্যোগ নেয়।

৫১) যে গ্রাম পঞ্চায়েত নিয়মিত নিরীক্ষা কার্য করায় এবং নিরীক্ষার প্রতিবেদন অনুযায়ী দ্রুত পদক্ষেপ নেয়।

৫২) যে গ্রাম পঞ্চায়েত গ্রাম উন্নয়ন সমিতির কার্যকরী সমিতি, গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ-সমিতি এবং পঞ্চায়েত সমিতির স্থায়ী সমিতি ও সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলির মধ্যে সমন্বয় বজায় রাখে।

৫৩) যে গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয় সঠিক সময়ে খোলে ও বন্ধ হয় এবং সকল কর্মচারী ও জনপ্রতিনিধি সঠিক সময়ে নিয়মানুযায়ী কার্যালয়ে উপস্থিত থাকেন।

৫৪) যে গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য ও কর্মচারীগণ সাধারণ মানুষের সঙ্গে সংবেদশীল ব্যবহার করেন।

৫৫) যে গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার সব চেয়ে পিছিয়ে পড়া মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য উদ্যোগ নেয়।

৫৬) যে গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার সকল গ্রামবাসীর কাছে মৌলিক পরিষেবা যথা নিকাশী ব্যবস্থা, নিরাপদ পাণীয় জল ইত্যাদি দেওয়ার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

৫৭) যে গ্রাম পঞ্চায়েত স্থানীয় দক্ষ মানব সম্পদকে সুষ্ঠভাবে ব্যবহার করার জন্য আগাম পরিকল্পনা করে ও তা রূপায়ণের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করে।

৫৮) যে গ্রাম পঞ্চায়েত শিশুমৃত্যু ও মাতৃমৃত্যু রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়।

৫৯) যে গ্রাম পঞ্চায়েত জল সংরক্ষণ, ভূমি সংরক্ষণ সহ সকল প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণ ও তার সুষ্ঠভাবে ব্যবহারের জন্য উদ্যোগী হয়।

৬০) যে গ্রাম পঞ্চায়েত উচ্চতর প্রশাসনের সঙ্গে সহযোগিতা ও সমন্বয় বজায় রেখে কাজ করতে পারে।

৬১) যে গ্রাম পঞ্চায়েত যথাযথভাবে উপবিধি রচনা করে এবং তা কার্যকরী করার ক্ষেত্রে উদ্যোগ গ্রহণ করে।

৬২) যে গ্রাম পঞ্চায়েত প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মোকাবিলা

করতে পরিকল্পনা করে ও রূপায়ণ করে এবং যে কোনো আপৎকালীন অবস্থার পরিকল্পনা অনুযায়ী মোকাবিলা করে।

৬৩) যে গ্রাম পঞ্চায়েত প্রকল্প রূপায়ণের পর সঠিক সময়ে সদ্ব্যবহার পত্র ও অন্যান্য প্রতিবেদন যথাস্থানে (উপরে ও নীচে) পাঠানোর জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করে।

৬৪) যে গ্রাম পঞ্চায়েত সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রগুলিকে গুরুত্ব দেয় ও সেগুলির বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

৬৫) যে গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প এবং কৃষি/অকৃষি শিল্পকে অগ্রাধিকার দেয় এবং তার উন্নয়নের জন্য সচেষ্ট হয়।

৬৬) যে গ্রাম পঞ্চায়েত জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে।

৬৭) যে গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার প্রতিটি শিশুর প্রাথমিক টিকাকরণ সুনিশ্চিত করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করে।

৬৮) যে গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার কৃষি-সেচ ও প্রাণী সম্পদ বিকাশের মাধ্যমে জীবিকার সুযোগ প্রসারণের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করে।

৬৯) যে গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মানুষের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য কারিগরী শিক্ষার প্রচলন ঘটানোর জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করে।

৭০) যে গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করে।